পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

 কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 107 Thrusday, 19 March, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ১০৭ সংখ্যা ✱ ৪ চৈত্র ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ১৯ মার্চ ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

দমদম বিমানবন্দরে গ্রেপ্তার মার্কিন 'ভাড়াটে সৈনিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৮ মার্চ ঃ দমদম বিমানবন্দরে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনায় গ্রেপ্তার হলেন এক কুখ্যাত মার্কিন নাগরিক, যিনি আন্তর্জাতিক মহলে ' সৈনিক' হিসেবে পরিচিত। ধৃত ব্যক্তির নাম ম্যাথু ভ্যানডাইক। অভিযোগ, ভারতে ' রাষ্ট্র' গঠনের একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার সন্দেহেই তাকে আটক করেছে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। এই ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে শুরু হয়েছে তীব্র আলোচনা ও উদ্বেগ। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, ম্যাথু ভ্যানডাইক দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে সক্রিয় ছিলেন এবং তার সঙ্গে একাধিক আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর যোগাযোগ রয়েছে বলে সংঃদেহ করা হচ্ছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, দমদম বিমানবন্দরে সন্দেহজনক গতিবিধির জন্যই নজরে আসেন ম্যাথু ভ্যানডাইক। তার চলাফেরা এবং কাগজপত্র পরীক্ষা করে নিরাপত্তা কর্মীদের সন্দেহ আরও বাড়ে। এরপরই তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, তিনি ভারতে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন। যদিও সেই উদ্দেশ্য ঠিক কী, তা নিয়ে এখনও সরকারি ভাবে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি, তবে তদন্তকারীদের অনুমান-ভারতের অভ্যন্তরে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা ছিল তার মূল লক্ষ্য। ম্যাথু ভ্যানডাইক আর্ন্তর্জাতিক মহলে পরিচিত একটি বিতর্কিত নাম। তিনি অতীতে একাধিক যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে সক্রিয় ছিলেন এবং ' সৈনিক' হিসেবে কাজ করার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের ব্যক্তিরা সাধারণত কোনও নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের হয়ে.কাজ না করে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। ফলে তাদের কার্যকলাপ অনেক সময়ই আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বিষয় হল, ভ্যানডাইকের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ-ভারতের একটি অংশকে ' রাষ্ট্র' হিসেবে গড়ে তোলার ষড়যন্ত্রে তিনি যুক্ত ছিলেন। যদিও এই দাবি এখনও তদন্তাধীন, তবে গোয়ে.ঃদা সংস্থাগুলি বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছে। তদন্তকারীরা মনে করছেন, এটি কোনও একক ব্যক্তির পরিকল্পনা নয়, বরং এর পেছনে একটি বৃহত্তর নেটওয়ার্ক থাকতে পারে। এই অভিযোগ সামনে আসতেই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে-ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় এবং ধর্মনিরপেক্ষ দেশে এমন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কী হতে পারে? বিশ্লেষকদের মতে, এর মাধ্যমে সামাজিক বিভাজন তৈরি করা এবং অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা নষ্ট করার চেষ্টা হতে পারে। ঘটনার পর থেকেই সক্রিয় হয়েছে দেশের একাধিক গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থা। ম্যাথু ভ্যানডাইককে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার যোগাযোগ, আর্থিক লেনদেন এবং ভারতে আগমনের উদ্দেশ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীরা বিশেষভাবে খতিয়ে.দেখছেন-তিনি ভারতে কার কার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন এবং কোনও স্থানীয় নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিনা। তার ইলেকট্রনিক ডিভাইস, নথিপত্র এবং ভ্রমণ ইতিহাস বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। একাধিক সূত্রের মতে, এই ঘটনাকে হালকাভাবে নেওয়া হচ্ছে না। বরং এটি দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত বলে মনে করা হচ্ছে। এই ঘটনার আন্তর্জাতিক দিকটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন মার্কিন নাগরিক, যিনি পূর্বে সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে সক্রিয় ছিলেন, তার ভারতে আগমন এবং এই ধরনের অভিযোগ আন্তর্জাতিক মহলেও আলোড়ন তুলতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ঘটনা শুধু ভারতের জন্য নয়, বরং বৈশ্বিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও একটি সতর্কবার্তা। কারণ, এই ধরনের ' সৈনিক'রা প্রায়শই সীমান্ত পেরিয়ে কাজ করে এবং বিভিন্ন দেশে অস্থিরতা তৈরি করতে সক্ষম। যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কেন্দ্র সরকারের তরফে বিস্তারিত বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি, তবে সূত্রের খবর-উচ্চ পর্যায়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে।

সাফল্যের হ্যাটট্রিক ভারতের কূটনীতিতে

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ ঃ ভারতের কূটনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে হরমুজ প্রণালী পেরিয়ে নিরাপদে ভারতের বন্দরে পৌঁছেছে দেশের তৃতীয় জাহাজ, যা কেবল বাণিজ্যিক নয়, বরং কূটনৈতিকভাবে ভারতের জন্য বিরাট সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এই সাফল্যের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মহলে ভারত প্রমাণ করেছে যে, যুদ্ধকালীন উত্তেজনার মধ্যেও কূটনীতির জোরে নিজস্ব স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম। গত তিনদিনে ভারত দুটি এলপিজি বোঝাই জাহাজ যথাক্রমে সোমবার এবং মঙ্গলবার দেশে পৌঁছেছিল। এর সঙ্গে বুধবার ভারতের গুজরাটে এসে পৌঁছেছে তৃতীয় জাহাজ জগৎ লড়কি, যা ৮০,৮৮৬ মেট্রিক টনেরও বেশি অশোধিত তেল নিয়ে এসেছে। এই তেলবাহী জাহাজটি সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর ফুজাইরা বন্দর থেকে তেল বোঝাই করে দেশে ফিরেছে। জানা গেছে, শনিবার বন্দর থেকে তেল বোঝাই চলছিলো, তখনই ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ঘটনা ঘটে। তবুও ভারতের জাহাজ নিরাপদে বোঝাই সম্পন্ন করে রবিবার আমিরশাহী ছাড়ে। যদিও হরমুজ প্রণালী পেরনের সময় সাময়িকভাবে জাহাজটি আটকে যায়, তবুও অবশেষে নিরাপদে মুন্দ্রা বন্দরে পৌঁছায়। জাহাজের নিরাপদ আগমন ভারতের কূটনীতির বড় সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর যুদ্ধ পরিস্থিতিতে একাধিকবার ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি-এর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, প্রতিটি জাহাজ আলাদা করে ইরানের সঙ্গে আলোচনা করে নিরাপদ যাত্রার অনুমোদন নেওয়া হয়েছে। জয়শংকর বলেন, ভারতের কূটনীতির জোরেই তিনটি জাহাজ হরমুজ প্রণালী পার হয়েছে। এটি একটি বড় কূটনৈতিক সাফল্য।

আই-প্যাক মামলায় সুপ্রিম কোর্টে তীব্র বিতর্ক

ইডির ক্ষমতা নিয়েই প্রশ্ন তুলল রাজ্য, সাংবিধানিক বেঞ্চে যাওয়ার দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৮ মার্চ ঃ আই-প্যাক মামলাকে ঘিরে সুপ্রিম কোর্টে শুরু হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ আইনি ড়াই। বুধবার এই মামলার শুনানি হয় সুপ্রিম কোর্ট-এর বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র এবং এনভি আঞ্জারিয়া-র ডিভিশন বেঞ্চে। শুনানিতে মূল প্রশ্ন উঠে আসে-আদৌ কি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র এই মামলা করার এক্তিয়ার রয়েছে?শুনানির শুরুতেই রাজ্যের পক্ষ থেকে প্রবীণ আইনজীবী শ্যাম দিওয়ান ইডির মামলার বৈধতা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তোলেন। তাঁর দাবি, সংবিধানের ৩২ নম্বর ধারার অধীনে এই মামলা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এই ধারা মূলত ব্যক্তির মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য, কোনও কেন্দ্রীয় সংস্থার জন্য নয়।দিওয়ান আদালতে বলেন, ইডির মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়নি। তাহলে তারা কীভাবে সংবিধানের ৩২ নম্বর ধারায় মামলা করতে পারে? এখানে কেন্দ্রীয় সরকার একটি রাজ্যের বিরুদ্ধে মামলা করছে-এটা সাংবিধানিক কাঠামোর দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।তিনি আরও যুক্তি দেন, এই মামলা কেবল একটি আইনি প্রশ্ন নয়, বরং দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে জড়িত। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের একটি অংশ অন্য অংশের বিরুদ্ধে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ আনতে পারে না। এই ধরনের মামলার বিচার বড় সাংবিধানিক বেঞ্চে হওয়া উচিত।এই অবস্থানে সমর্থন জানিয়ে আদালতে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল এবং সিদ্ধার্থ লুথরা-ও ইডির মামলার ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁরা বলেন, প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট তদন্তকারী সংস্থাকে তদন্তের ক্ষমতা দেয় ঠিকই, কিন্তু কোনও মৌলিক অধিকার প্রদান করে না। ফলে সেই আইনের ভিত্তিতে ৩২ নম্বর ধারায় মামলা করা যুক্তিযুক্ত কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।রাজ্যের পক্ষ থেকে আরও যুক্তি দেওয়া হয়, যদি এই মামলা গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে

ভবিষ্যতে একাধিক সরকারি সংস্থা একে অপরের বিরুদ্ধে সংবিধানের এই ধারা ব্যবহার করে মামলা করতে পারে। এতে প্রশাসনিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে।অন্যদিকে, কেন্দ্রের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা রাজ্যের অবস্থানের তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁর অভিযোগ, রাজ্য ইচ্ছাকৃতভাবে মামলার শুনানি পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তিনি জানান, চার সপ্তাহ আগেই ইডির পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় নথি ও হলফনামা জমা দেওয়া হয়েছে, অথচ রাজ্য এখনও তার জবাব দেয়নি।মেহতা আরও বলেন, যে ভাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছেন, তা একেবারেই অস্বাভাবিক। তাঁর বক্তব্য, তদন্তে বাধা দেওয়া হলে কেন্দ্রীয় সংস্থার আইনগত পদক্ষেপ নেওয়ার অধিকার রয়েছে।এই প্রসঙ্গে বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলেন। তিনি জানতে চান, যদি কোনও কেঃদ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা অভিযোগ করে যে তাদের তদন্তে বাধা দেওয়া হয়েছে, তাহলে তারা কি চুপ করে দাঁ।য়ে থাকবে? তাদের কি কোনও প্রতিকার চাওয়ার অধিকার নেই?এছাড়া বিচারপতি মিশ্র আরও জানতে চান, অতীতে কেঃদ্র বনাম রাজ্য বিরোধে এই ধরনের মামলা করার নজির রয়েছে কি না। তাঁর পর্যবেক্ষণ, এই বিষয়টি আগে তেমনভাবে বিচারাধীন হয়নি। জবাবে শ্যাম দিওয়ান বলেন, এই ধরনের মামলা করার আগে আইনি কাঠামো ও ক্ষমতার সীমা স্পষ্ট হওয়া জরুরি। কেন্দ্রীয় সংস্থা যদি রাজ্যের বিরুদ্ধে মামলা করে, সেখানে কোনও ' অ্যান্ড ব্যালান্স' থাকে না,-মন্তব্য তাঁর।এদিন আদালতে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি, যিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সংস্থাকেও পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হয়েছে এবং পুরো বিষয়টি আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা প্রয়োজন।শুনানির সময় আদালত থেকে ইঙ্গিত মেলে, ইডির অভিযোগ অনুযায়ী তদন্ত চলাকালীন তাদের আধিকারিকরা নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করেছিলেন এবং হুমকির মুখে পড়েছিলেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে তারা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে।সব মিলিয়ে, এই মামলা এখন শুধু একটি তদন্ত সংক্রান্ত বিরোধ নয়-এটি দেশের সংবিধান, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক এবং প্রশাসনিক ক্ষমতার সীমা নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কে পরিণত হয়েছে। আগামী ২৪ মার্চ এই মামলার পরবর্তী শুনানি নির্ধারিত হয়েছে। সেই দিন আদালত কী সিদ্ধান্ত নেয়, এবং আদৌ এই মামলা বৃহত্তর সাংবিধানিক বেঞ্চে যায় কি না-সেদিকেই এখন নজর আইনজগতের।

পরিবারতন্ত্র ও দলীয় দ্বন্দ্বে অসম কংগ্রেসে ধাক্কা

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ ঃ অসম কংগ্রেসের জন্য ভোটের আগে শোকের বার্তা নিয়ে এলেন এক প্রভাবশালী নেতা। নগাঁও-এর বর্তমান সাংসদ প্রদ্যোত বরদলুই কংগ্রেস ছেড়ে হঠাৎ ভারতীয় জনতা পার্টি-তে যোগ দিয়েছেন। এর আগেই ভূপেন বোরার মতো বর্ষীয়ান নেতাও দলত্যাগ করেছিলেন। এই ধারা ভোটের মুখে কংগ্রেসের জন্য বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে। প্রদ্যোত বরদলুই বহু বছর ধরে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। চারবার বিধায়ক নির্বাচিত, অসমের তরুণ গগৈ মন্ত্রিসভায়.১৫ বছর মন্ত্রী এবং অসম যুব কংগ্রেস, ছাত্রসংগঠন এবং প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। এই দীর্ঘ রাজনৈতিক যাত্রার পরেও তিনি কংগ্রেসের নেতৃত্ব ও প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে অভিযোগ তুলেছিলেন যে, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় কংগ্রেসেরই এক বিধায়কের বিরুদ্ধে হামলার ঘটনা ঘটেছিল, অথচ দলের পক্ষ থেকে সেই বিধায়ককে পুনরায় টিকিট দেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত তার সহকর্মী ও দলের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে। কংগ্রেসে দলের অভ্যন্তরীণ নীতিতে পরিবারের প্রভাব, বিশেষ করে গৌরব গগৈ-এর নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসন্তোষ তাঁর দলত্যাগের প্রধান কারণ হিসেবে ধরা হচ্ছে। প্রদ্যোতের দলত্যাগ প্রক্রিয়া শুরু হয় মঙ্গলবার, যখন তিনি মল্লিকার্জুন খাড়গে-কে একটি চিঠি পাঠিয়ে দলত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সমস্যার কথা তুলে ধরেন। একদিন পরে, বুধবার, হিমন্ত বিশ্বশর্মার হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দেন। হিমন্ত বিশ্বশর্মার বক্তব্য, কংগ্রেসে আত্মসম্মানবোধ থাকা লোকের জন্য কোনো জায়গা নেই। আমরা আরও কংগ্রেস নেতাদের দলে টানব। প্রদ্যোতকে বিধানসভায় প্রার্থী করার প্রস্তাব দেওয়া হবে।প্রদ্যোতের দলত্যাগ কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বড় ধাক্কা দিয়েছে। প্রিয়াঙ্কা গান্ধীও মন্তব্য করেছেন, প্রদ্যোত বরদলুইয়ের দলত্যাগ দুর্ভাগ্যজনক। সম্ভবত উনি টিকিট বণ্টন নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন। তবে পদত্যাগের আগে দলের সঙ্গে আলোচনা করলে ভালো হতো। নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে, অসম কংগ্রেসের মাত্র তিনজন সাংসদ জিতেছিলেন। এর মধ্যে একজন প্রদ্যোত। বিধানসভা ভোটের আগে দলের এই ধাক্কা কংগ্রেসের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কংগ্রেসে পরিবারতন্ত্র ও প্রভাবশালী নেতাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দলকে আরও দুর্বল করে তুলছে। অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে কংগ্রেসে বড় নেতা হারানো নতুন নয়। তবে ভোটের আগে এমন পদক্ষেপ ভোটের ফলাফলে প্রভাব ফেলতে পারে। বিজেপি এই সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে। হিমন্ত বিশ্বশর্মা, বিজেপির অসম সভাপতি, ইতিমধ্যেই দলের কার্যক্রমে প্রদ্যোতকে অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছেন এবং বিধানসভা প্রার্থীর সম্ভাবনা উন্মুক্ত রাখার কথা বলেছেন। নেতৃত্বের অভাব ও পারিবারিক প্রভাবের কারণে কংগ্রেস অসমে ধারাবাহিকভাবে সঙ্কটে। প্রাক্তন নেতাদের পদত্যাগ, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং দলের মধ্যে অসন্তোষ ভোটারদের মনোভাবেও প্রভাব ফেলতে পারে।

ঝোড়ো বদল কমিশনের ১১ জেলার ডিএম ও কলকাতার দুই ডিইও বদল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৮ মার্চ ঃ নির্বাচনের প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক মানচিত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন আনল নির্বাচন কমিশন। পুলিশ সুপারদের রদবদলের পরে এবার ১১ জেলার জেলা প্রশাসক এবং কলকাতার দুই জেলা নির্বাচনী অফিসার (ত্ত্বক্ক) বদল করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনকে কেন্দ্র করে এই বদলকে ' ব্যাটিং' হিসেবে দেখছে রাজ্যের প্রশাসনিক মহলে অনেকে। নতুন তালিকায় যারা জেলাশাসক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন, তারা হলেন- দার্জিলিংঃ হরিশঙ্কর পানিক্কর। আলিপুরদুয়ারঃ টি বালাসুব্রহ্মণ্যম। কোচবিহারঃ জিতিন যাদব। জলপাইগুড়িঃ সন্দীপ ঘোষ। উত্তর দিনাজপুর ঃ বিবেক কুমার। মালদাঃ রজনবীর সিং কাপুর। মুর্শিদাবাদঃ আর অর্জুন। নদিয়াঃ শ্রীকান্ত পল্লি। পূর্ব বর্ধমানঃ শ্বেতা আগরওয়াল উত্তর ২৪ পরগনাঃ শিল্পা গৌরিসারিয়া। দক্ষিণ ২৪ পরগনাঃ অভিষেক কুমার তিওয়ারি। কলকাতার ডিইও-র দায়িত্বও বদলানো হয়েছে। কলকাতা উত্তরে ডিইও ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হলেন স্মিতা পাণ্ডে, আর দক্ষিণ কলকাতা-র ডিইও হলেন রণধীর কুমার। এ ছাড়া কলকাতার ডিসি সেন্ট্রালও বদলানো হয়েছে।এই রদবদল এসেছে ভোট ঘোষণা হওয়ার পর। মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমিশন পুরো প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়েছে। প্রশাসনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ পদে নতুন মুখ আনতেই এই পদক্ষেপ, যাতে ভোটের সময় কোনো বিভ্রান্তি বা অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব না পড়তে পারে। এর আগে ১৫ মার্চ রাতে নির্বাচন কমিশন রাজ্যের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সরিয়েছিল। সেই তালিকায় ছিলেনঃ রাজ্যের মুখ্য সচিবঃ নন্দিনী চক্রবর্তী। স্বরাষ্ট্র সচিবঃ জগদীশপ্রসাদ মিনা। কলকাতার সিপিঃ সুপ্রতিম সরকার। রাজ্য পুলিশের ডিজিঃ পীযূষ পাণ্ডে। এডিজি আইনশৃঙ্খলাঃ বিনীত গোয়েল। পুলিশ বিভাগেও বড় ধরনের রদবদল করা হয়েছে। কমপক্ষে ১২ জন পুলিশ সুপার, ৫ জন ডিআইজি এবং ৪ কমিশনারেটের সিপি সরানো হয়েছে। এতে প্রেসিডেন্সি রেঞ্জ, জলপাইগুড়ি রেঞ্জ এবং রায়গঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমানের ডিআইজি-রাও অন্তর্ভুক্ত। নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপকে প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার প্রয়াস হিসেবে দেখা হচ্ছে। ভোটের আগে নতুন মুখ আনায় অনেক জেলাশাসক ও পুলিশ অফিসারের দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে সতর্কতার মাত্রা বা।বে। মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট বাস্তবায়নেও নতুন দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। নির্বাচন কমিশনের এই রদবদল নিয়ে জেলাগুলোর প্রশাসনিক মহল বলছে, এটি একটি ঝোড়ো ব্যাটিং। ভোটের আবহে দ্রুত এবং নির্ভুল প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়াই মূল লক্ষ্য। কর্মকর্তাদের মতে, নতুন জেলাশাসক ও ত্ত্বক্করা প্রশাসনের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, ভোট প্রক্রিয়া সুসংগঠিত রাখা এবং স্থানীয় সমস্যার দ্রুত সমাধান করতে আরও মনোযোগী হবেন।

এবারের রদবদলে যেমন নতুন মুখ এসেছে, তেমনই প্রশাসনে পুরনো অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদেরও স্থানান্তর করা হয়েছে। এর ফলে ভোটের সময় প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা আরও দৃঢ় হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কমিশনের এই রদবদল ভোট প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। নির্বাচন কমিশন যেমন পুলিশ-প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে পরিবর্তন এনেছে, তেমনি জেলাশাসক ও ত্ত্বক্ক-র মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক কার্যক্রমের তদারকিও কঠোর হবে। ভোটের আগে এই প্রস্তুতি নিয়েই রাজ্যের প্রশাসনে এক নতুন ঢেউ উঠেছে, যা ভোট প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে জরুরি বলে মনে করা হচ্ছে।

তেলের মজুত নিশ্চিত করতে হবেঃ কেন্দ্রকে সতর্ক করল সংসদীয় কমিটি

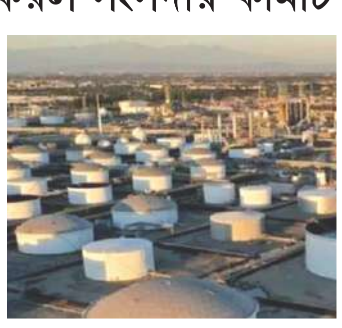

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ ঃ পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ ও হরমুজ প্রণালী অবরোধের প্রেক্ষাপটে ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে সংসদীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস স্ট্যান্ডিং কমিটি কেন্দ্রকে পরামর্শ দিয়েছে, যে দেশের স্বাভাবিক চলাচল বজায় রাখতে এবং যেকোনো সঙ্কটজনক পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে ৯০ দিনের জ্বালানি তেল মজুত করে রাখতে হবে। কমিটির বক্তব্য, ইরান যুদ্ধের প্রভাবে জ্বালানি তেলের সরবরাহে অচলাবস্থা তৈরি হচ্ছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের উচিত প্রচুর পরিমাণ তেল সঞ্চয় করে রাখা, যাতে দেশের শিল্প, পরিবহন এবং অর্থনীতিতে বিঘ্ন না ঘটে। কমিটি জানিয়েছে, কেন্দ্রকে ২০২৬-২৭ সালের চাহিদা ও মজুতের পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে এবং পাশাপাশি কোন দেশ থেকে তেল আমদানি করা সম্ভব, তা খতিয়ে দেখতে হবে। শুধু তেল নয়, জ্বালানি গ্যাসেও প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য এলপিজি সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী করার পরামর্শ দিয়েছে কমিটি। তেলের চাহিদা যেমন বাড়ছে, তেমনি দেশে গ্যাসের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কমিটির বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম জ্বালানি আমদানিকারক দেশ হিসেবে ভারতের হাইড্রোকার্বনের চাহিদা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। সংসদীয় কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২৪ সালে দেশের দৈনিক তেলের চাহিদা ছিল প্রায় ২২ মিলিয়ন ব্যারেল। ২০৫০ সালের মধ্যে এটি প্রায় ৪৩.৬ মিলিয়ন ব্যারেল পর্যন্ত বাড়বে। এই বাড়তি চাহিদা মোকাবিলা করতে দেশে পর্যাপ্ত মজুত নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের প্রভাবে হরমুজ প্রণালী বন্ধ হয়ে গেছে, যা বিশ্বের তৈল বাণিজ্যের প্রায ২৫ শতাংশ পরিচালনা করে। ইরান হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে, এই রুটে এক লিটার তেলও বাইরে যাবে না। এই পরিস্থিতিতে দেশজুড়ে আতঙ্ক তৈরি হলেও সরকার বারবার জানিয়েছে, বর্তমানে দেশে পর্যাপ্ত তেল মজুত আছে। এছাড়া সম্প্রতি হরমুজ পার হয়ে ভারতে এলপিজি এসেছে ৯০ হাজার মেট্রিক টনের বেশি, যা কমিটির উদ্বেগকে কিছুটা প্রশমিত করেছে। কমিটি উল্লেখ করেছে, দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা শুধুমাত্র তেল মজুতের উপর নির্ভর করছে না। দেশীয় উৎপাদন, আমদানি চ্যানেল, এবং সাশয়ী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সামগ্রিক প্রস্তুতি রাখতে হবে। এতে যুদ্ধ বা আন্তর্জাতিক সংকটের সময় সরবরাহ সঙ্কট থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে। এছাড়াও কমিটি পরামর্শ দিয়েছে, সরকারি তেল সংস্থা ও আমদানি চ্যানেলের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে। যাতে হঠা কোনো সংকটের সময় দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া যায়। জ্বালানি চাহিদার ভবিষ্য পূর্বাভাস, আমদানি উৎস ও ন্যায্য মজুত ব্যবস্থা না থাকলে দেশের শিল্প, পরিবহন ও নাগরিক জীবনে বড় প্রভাব পড়বে। সংসদীয় কমিটির এই প্রস্তাবটি কেন্দ্রে পৌঁছার পর বোর্ড ও মন্ত্রণালযগুলো তৎপর হয়ে জ্বালানি নিরাপত্তার ওপর নজর দেওয়ার উদ্যোগ নিতে পারে। এই পদক্ষেপ ভারতের অর্থনীতি, শিল্প উৎপাদন, এবং দৈনন্দিন জীবনের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে। উল্লেখ্য, এই পরিস্থিতিতে সরকার ইতিমধ্যেই বারবার আশ্বাস দিয়েছে যে দেশের পর্যাপ্ত তেল মজুত রয়েছে। তবে সংসদীয় কমিটি দীর্ঘমেযাদী প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সতর্ক করেছে। যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক অস্থিরতা এবং হাইড্রোকার্বন চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ৯০ দিনের তেলের মজুত নিশ্চিত করা আবশ্যক।

রাতভর হামলায় ইরানের গুপ্তচরমন্ত্রী খাতিব নিহত

১৮ মাচ´ ঃ মধ্যপ্রাচ্য আবারও এক বড় নিরাপত্তা সংকটের মুখে। মঙ্গলবার রাতভর ইজরায়েলের বিমান ও ড্রোন হামলায় নিহত হয়েছেন ইরানের গুপ্তচরমন্ত্রী ইসমাইল খাতিব। ইজরায়েল এই হামলাকে একটি ' লক্ষ্যবাহী অপারেশন' হিসেবে বর্ণনা করেছে, যা মূলত ইরানের গোয়েঃদা ও নিরাপত্তা নেটওয়ার্কের শীর্ষ স্তরের কর্মকর্তাদের প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইজরায়েল কাটজ সংবাদমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন, খাতিবের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর ইজরায়েলকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। হামলার পদ্ধতি এবং কৌশল-ইজরায়েল এবং আমেরিকার মিলিত নেটওয়ার্ক সম্প্রতি এক নতুন কৌশল অবলম্বন করছে, যেখানে শুধু মাস্তিষ্ক বা শীর্ষ কর্মকর্তা লক্ষ্য করে পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এই কৌশলের উদ্দেশ্য হলো, সর্বাধিক নির্দিষ্টভাবে প্রতিপক্ষের নেতৃত্ব নষ্ট করা, যাতে সাধারণ জনগণ বা নিম্নস্তরের কর্মকর্তা আক্রান্ত না হন। মধ্যপ্রাচ্যের বিশ্লেষকরা বলছেন, মাথা কাটা কৌশলটি মূলত শীর্ষ নেতৃত্বকে লক্ষ্য করে করা হয়। প্রতিটি ধাপ বিশ্লেষণ করা হয়, প্রতিটি অভিযান নিখুঁতভাবে পরিকল্পিত হয়, যাতে রাজনৈতিক ও সামরিক উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়। খাতিবের নিহত হওয়ার ঘটনায় এ ধরনের পরিকল্পনার পরিধি স্পষ্ট। ইরানের গোয়েঃদা সম্প্রদায় গত কয়েক মাস ধরে ইজরায়েল এবং পশ্চিমা সংস্থার লক্ষ্যবাহী নজরদারির মুখে ছিল। হামলার সময় খাতিব কোনো ধরনের নিরাপত্তা ভঙ্গ না করলেও, আধুনিক টেকনোলজির মাধ্যমে তার অবস্থান শনাক্ত করা সম্ভব হয়। ইরানের প্রতিক্রিয়া-এখনও পর্যন্ত ইরান সরকার এই ঘটনার বিষয়ে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়নি। তবে মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক বিশ্লেষকরা বলছেন, এই হত্যাকাণ্ড কেবল খাতিবকে প্রভাবিত করবে না, বরং ইরানের গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা নেটওয়ার্কের ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলবে। খাতিবের মৃত্যু ইরানের শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে আতঙ্ক ও সতর্কতা সৃষ্টি করবে। বিশেষত, আয়াতোল্লা আলি খামেনেই-সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতা এখন তাদের নিরাপত্তা বাড়াতে বাধ্য হবেন। ইরানের অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, খাতিব শুধু একটি

গুপ্তচর কর্মকর্তা ছিলেন না তিনি বিভিন্ন আঞ্চলিক নেটওয়ার্কের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত ছিলেন এবং ইরানের সামরিক কৌশল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। তার মৃত্যুর পর সেখানকার কর্মকর্তারা এখন নতুন নেতৃত্ব পুনর্গঠন ও নিরাপত্তা পুনঃসংগঠনের দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন। আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া-বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক মহলে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া তীব্র। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ইরানের শীর্ষ নেতৃত্বকে লক্ষ্য করে পরিচালিত এই অপারেশনগুলো কেবল প্রতিরক্ষা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই করা হয়। মার্কিন বিদেশমন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র বলেন, আমরা আশা করি মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা আরও বাড়বে না, তবে যারা অঞ্চল destabilize করতে চায় তাদের লক্ষ্যবদ্ধ করা হচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও সংলগ্ন রাষ্ট্রগুলোও এই ঘটনার তীব্র নিঃদা বা সমর্থন জানাতে এখনো কোনও চূড়ান্ত অবস্থান গ্রহণ করেনি। কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, খাতিবের হত্যার পর সামরিক ও কূটনৈতিক উত্তেজনা বাড়তে পারে, তবে সরাসরি যুদ্ধের ঝুঁকি এখনও সীমিত।

মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি-মধ্যপ্রাচ্যে ইরান-ইজরায়েল উত্তেজনা নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে। গত কয়েক বছরে, বিশেষ করে সিরিয়া, লেবানন ও ইরাক অঞ্চলে ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলোর কার্যক্রম লক্ষ্যবাহী হামলায় ইজরায়েল এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি করেছে। খাতিবের মৃত্যুর পর এই অঞ্চলগুলোতে সতর্কতা আরও বাড়ানো হয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, এখন ইরানের নিরাপত্তা সংস্থা তাদের গোয়েঃদা নেটওয়ার্ককে পুনর্গঠন করতে বাধ্য হবে। নতুন প্রযুক্তি ও কৌশলগত পরিকল্পনার মাধ্যমে তারা আগামী হামলার ঝুঁকি কমানোর চেষ্টা করবে। অন্যদিকে, ইজরায়েলও এই অঞ্চলে প্রতিটি সম্ভাব্য হুমকি মোকাবিলায় নিজের স্ট্র্যাটেজি আরও শক্তিশালী করবে। শেষ কথা- খাতিবের মৃত্যু মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ও সামরিক মানচিত্রে একটি বড় পরিবর্তন আনতে পারে। এটি কেবল এক ব্যক্তির মৃত্যুই নয় এটি ইরানের গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের ওপর একটি সরাসরি প্রভাব, যা সামরিক, কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই হত্যাকাণ্ড একটি বার্তা-শীর্ষ নেতাদের উপর লক্ষ্যবাহী অপারেশনগুলি আরও তীক্ষ্ণ হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যে নিরাপত্তা পরিস্থিতি, আন্তর্জাতিক কূটনীতি এবং দুই দেশের ভবিষ্যতের সম্পর্কের ওপর এর প্রভাব দীর্ঘমেয়াদে দেখা যাবে। পরবর্তী কয়েকদিনে ইরানের প্রতিক্রিয়া, আন্তর্জাতিক অবস্থান এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য রাষ্ট্রের কূটনৈতিক পদক্ষেপ সব মিলিয়ে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে।

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা

যুদ্ধ খুব ভালোভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে, প্রতিক্রিয়া ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১৮ মার্চঃযুদ্ধ খুব ভালোভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একইসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা তাদের (ইরানকে) পারমাণবিক অস্ত্র পেতে দিতে পারি না। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুদ্ধ প্রসঙ্গে বলেন, যুদ্ধ খুব ভালোভাবে এগোচ্ছে। আমরা তাদের (ইরানকে) পারমাণবিক অস্ত্র পেতে দিতে পারি না। তারা খুব আনন্দের সঙ্গেই তা ব্যবহার করত। আমরা ভালো কাজ করেছি।জো বাইডেন প্রশাসনের সমালোচনা করে ট্রাম্প বলেন, আমাদের এমন একটি দেশ ছিল যা বিশ্বের অন্য যে কোনও দেশের চেয়ে বেশি উত্তপ্ত ছিল। তারা এখন চলে গেলেও যে ক্ষতি হয়েছে তা পুনর্গঠন করতে ১০ বছর সময় লাগবে। কিন্তু আমি মনে করি, আমাদের এটিকে আরও কিছুটা স্থায়ী করতে হবে, যাতে অন্য কোনও রাষ্ট্রপতিকে এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে না হয়।

সরকে চুনারিয়া গানটির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছেঃঅশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৮ মার্চ ঃ সরকে চুনারিয়া গানটির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। বুধবার লোকসভায় বলিউড ছবির 'সরকে চুনারিয়া' গানের ওপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বুধবার বলেন, গানটির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। বাকস্বাধীনতার অধীনে যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ মেনেই আমাদের চলতে হবে। বাকস্বাধীনতা নিরঙ্কুশ হতে পারে না, এটি সমাজ ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে থাকতে হবে। লোকসভায় সপা সাংসদ আনন্দ ভাদৌরিয়া বলিউড ছবির 'সরকে চুনারিয়া' গানটি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

পাঁচ ডিআইজি পদে বদল নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৮ মার্চ ঃ আরও পাঁচ পুলিশ কর্তাকে বদলি করল নির্বাচন কমিশন। বুধবার সকালে রায়গঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, প্রেসিডেন্সি এবং জলপাইগুড়ি রেঞ্জের ডিআইজি পদে বদল করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১১টার মধ্যে নতুন সকলকে দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছে।ভোটের আবহে লাগাতার রাজ্য পুলিশে রদবদল। ফের রাজ্য পুলিশের পদস্থ কর্তাদের সরাল নির্বাচন কমিশন। এ বার একসঙ্গে রাজ্যের পাঁচ জায়গায় ডিআইজি বদল। রাঠৌর অমিতকুমার ভারতকে আনা হলো রায়গঞ্জ রেঞ্জের ডিআইজি করে, অজিত সিং যাদব হলেন মুর্শিদাবাদের ডিআইজি, শ্রীহরি পাণ্ডে ডিআইজি বর্ধমান হলেন, ডিআইজি প্রেসিডেন্সি রেঞ্জ করা হলো কঙ্কর প্রসাদ বারুইকে, ডিআইজি জলপাইগুড়ি হয়েছেন অঞ্জলি সিং। নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দিয়েছে, বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) সকাল ১১টার মধ্যে এই পাঁচ জনকে নতুন দায়িত্ব নিতে হবে। উল্লেখ্য, এর আগে মঙ্গলবার একাধিক জেলার পুলিশ সুপার ও পুলিশ কমিশনারদের সরিয়ে দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন।

মুম্বই-পুণে এক্সপ্রেসওয়েতে কন্টেনার উল্টে মৃত্যু ৩

মুম্বই, ১৮ মার্চ ঃমুম্বই-পুণে এক্সপ্রেসওয়েতে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও পাঁচ জন আহত হয়েছেন। বুধবার মুম্বইয়ের নিকটবর্তী রায়গড় জেলার খোপোলি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুণে থেকে মুম্বইমুখী লেনে খোপোলির কাছে নতুন টানেলের কাছে একটি কন্টেনারের ব্রেক ফেল হয়ে যায়।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

সংসদ অর্থবহ আলোচনার একটি ক্ষেত্রঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৮ মার্চঃ সংসদ অর্থবহ আলোচনার একটি ক্ষেত্র, এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংসদ হলো অর্থবহ আলোচনার একটি ক্ষেত্র, যেখানে প্রত্যেক সদস্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন এবং এই যাত্রাপথে তাঁরা সমৃদ্ধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ উভয় ধরনের অভিজ্ঞতাই লাভ করেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিদায় মুহূর্তগুলো দলীয় বিভেদের ঊর্ধ্বে উঠে যায়, যা এগিয়ে চলা সহকর্মীদের জন্য এক সম্মিলিত চেতনার প্রতিফলন ঘটায় তাঁদের মধ্যে কেউ ফিরে আসার আশা রাখেন, আবার কেউ নতুন উপায়ে সমাজের সেবা করার জন্য এগিয়ে যান। রাজনীতিতে কোনও পূর্ণচ্ছেদ নেই, ভবিষ্যৎ সর্বদা সুযোগ নিয়ে আসে এবং দেশ গঠনে প্রত্যেক সদস্যের অভিজ্ঞতা ও অবদান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, যে সকল সদস্য তাঁদের মেয়াদ শেষ করছেন, তাঁরা অসামান্য অবদান রেখেছেন। এইচ. ডি. দেবেগৌড়া, মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং শরদ পওয়ারের মতো প্রবীণ নেতারা, যাঁরা তাঁদের জীবনের অর্ধেকেরও বেশি সময় সংসদীয় কাজে উৎসর্গ করেছেন, তাঁরা নতুন সাংসদদের জন্য দায়বদ্ধতা এবং সমাজসেবার এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আমি তাঁদের দীর্ঘ ও গৌরবময় মেয়াদের আন্তরিকভাবে প্রশংসা করি এটি কোনও ছোটখাটো বিষয় নয়। একইভাবে, আমাদের ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশও তাঁর মেয়াদ শেষ করছেন, এবং তাঁর অবদান অত্যন্ত প্রশংসনীয়। অন্যদিকে জীবন ও জনসেবায়, দ্বিতীয় মতামত নেওয়া মূল্যবান, তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার রাজ্যসভায় তিনি বলেন, জীবন ও জনসেবায়, দ্বিতীয় মতামত নেওয়া অমূল্য, তা সে পরিবারের কোনও বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য, একজন অভিজ্ঞ প্রতিবেশী বা অন্য কোনও চিকিৎসকের কাছ থেকেই হোক না কেন। একইভাবে, আমাদের সংসদীয় ব্যবস্থায়, দুই কক্ষের মধ্যে ' মতামত' চাওয়ার এই প্রথা বিতর্ক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সমৃদ্ধ করে এবং প্রতিটি আলোচনাকে একটি নতুন মাত্রা দেয়।প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই উন্মুক্ততা নিশ্চিত করে যে বিদায়ী সদস্যরা একটি স্থায়ী উত্তরাধিকার রেখে যান এবং আমাদের গণতন্ত্রে এই প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তাঁদের অবদানের আমি আন্তরিকভাবে প্রশংসা করি। প্রধানমন্ত্রী যোগ করেছেন, প্রতি দুই বছর পর পর সদস্যদের একটি বড় অংশ তাদের মেয়াদ পূর্ণ করেন এবং নতুন সদস্যরা যোগদান করেন। অভিজ্ঞ সদস্যরা নবাগতদের জন্য তাৎক্ষণিক শেখার সুযোগ তৈরি করে দেন, যা সংসদের ঐতিহ্যকে নির্বিঘ্নে অব্যাহত রাখতে সাহায্য করে। আমি নিশ্চিত যে, বিদায়ী সদস্যদের অভিজ্ঞতা নতুন সাংসদদের জন্য উপকারী হবে, যা সংসদকে সমৃদ্ধ করবে এবং এর অবদানকে আরও বাড়িয়ে তুলবে।অন্যদিকে রাজনীতিতে কোনও পূর্ণচ্ছেদ নেই, রাজ্যসভার বিদায়ী সাংসদদের উদ্দেশ্যে এই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, কিছু সহকর্মী আবারও ফিরে আসার জন্য এখান থেকে বিদায় নিচ্ছেন, কেউ কেউ এখানকার অভিজ্ঞতা নিয়ে সমাজজীবনে অবদান রাখবেন। যারা চলে যাচ্ছেন, অথচ আর ফিরবেন না, আমি তাদের বলতে চাই রাজনীতিতে কোনও পূর্ণচ্ছেদ নেই।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, এটি এমন একটি মুহূর্ত, যা প্রতি দুই বছর পর পর এই সদনে আমাদের আবেগঘন মুহূর্তে নিমজ্জিত করে। সদনে অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, প্রতিটিই অর্থবহ। কিন্তু যখন এমন একটি মুহূর্ত আসে, তখন আমাদের সেই সহকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় যাঁরা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলেছেন।রাজ্যসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, সদনে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় এবং সেগুলিতে প্রত্যেক সদস্যই একটি অনন্য ভূমিকা পালন করেন। এই ধরনের মুহূর্তে দলীয় ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে এক সাধারণ শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হয়। যে নেতারা তাঁদের মেয়াদ শেষে সদন ছেড়ে যাচ্ছেন, তাঁদের আমি বলতে চাই যে রাজনীতিতে কোনও পূর্ণচ্ছেদ নেই।

বিমানযাত্রা সহজ করতে নতুন নির্দেশিকা, অতিরিক্ত চার্জ ছাড়াই ৬০ শতাংশ আসন

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৮ মার্চ ঃ বিমানযাত্রাকে আরও সহজ ও স্বচ্ছ করতে নতুন নির্দেশিকা জারি করল কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি বিমানে কমপক্ষে ৬০ শতাংশ আসন অতিরিক্ত চার্জ ছাড়াই যাত্রীদের জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে।বুধবার সরকার জানিয়েছে, এর ফলে সব যাত্রী সমান সুযোগ পাবেন এবং বিমান সংস্থাগুলির পরিষেবা আরও স্বচ্ছ হবে। একই সঙ্গে এক পিএনআর-এ (প্যাসেঞ্জার নেম রেকর্ড) বুকিং করা যাত্রীদের একসঙ্গে বা কাছাকাছি আসনে বসানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে পরিবার বা দলগত ভ্রমণে সুবিধা হয়। এই নির্দেশিকা মূলত অভ্যন্তরীণ উড়ানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। সাম্প্রতিক সময়ে আসন বাছাই-সহ বিভিন্ন পরিষেবায় অতিরিক্ত চার্জ নেওয়ার অভিযোগের প্রেক্ষিতেই এই পদক্ষেপ বলে জানা গেছে। ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন (ডিজিসিএ)-কেও এ বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে প্রতিটি বিমানে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন অতিরিক্ত চার্জ ছাড়া রাখা হয়।কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী কে. রামমোহন নাইডু জানিয়েছেন, যাত্রীদের সুবিধা বাড়াতে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন নির্দেশিকায় খেলাধুলোর সরঞ্জাম, বাদ্যযন্ত্র ও পোষ্য পরিবহণের ক্ষেত্রেও স্পষ্ট নিয়ম রাখা হয়েছে।এছাড়া, বিমান দেরি বা বাতিলের ক্ষেত্রে যাত্রী অধিকার আরও শক্তিশালী করা হবে বলে জানানো হয়েছে। বিমান সংস্থাগুলিকে তাদের ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ ও বিমানবন্দরের কাউন্টারে যাত্রী অধিকার স্পষ্টভাবে প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষাতেও তথ্য দেওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচনী প্রচার শুরু করে দিলেন শশী পাঁজা, জয় নিয়ে তিনি আত্মবিশ্বাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৮ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী এবং শ্যামপুকুর আসন থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শশী পাঁজা বুধবার থেকে নিজের নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছেন। জয় নিয়ে এবারও আত্মবিশ্বাসী শশী। তিনি বলেন, বিজেপির কোনও এজেন্ডা নেই এবং তারা শুধু মিথ্যা অভিযোগই করতে পারে।শশী আরও বলেন, তারা যা লিখছে তার সবই মিথ্যা। তারা এখনও বাকি প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেনি। আমাদের প্রার্থী তালিকায় ৫২ জনেরও বেশি মহিলা রয়েছেন। সংরক্ষিত বিভাগের বাইরেও তফসিলি জাতি উপজাতি প্রার্থীদের এটি একটি বিশাল প্রতিনিধিত্ব। এটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে জানা যায় আজ।

দিল্লি ও ইন্দোরে অগ্নিকাণ্ডে শোকাহত প্রধানমন্ত্রী, আর্থিক সহায়তা ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লির পালামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্টে প্রধানমন্ত্রী নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। ইন্দোরে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনাতেও প্রধানমন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করেছেন।নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। তিনি উভয় ঘটনায় নিহতদের প্রত্যেক নিকটাত্মীয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে দুই লক্ষ টাকা এবং আহতদের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা করে এককালীন অনুদান ঘোষণা করেছেন বলে জানি।

হাওড়াতে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল কংগ্রেসের

হাওড়া, ১৮ মার্চ ঃএলপিজি সিলিন্ডারের মূল্যবৃদ্ধি ও অপ্রতুল জোগানের প্রতিবাদে পথে নামল দক্ষিণ হাওড়া ব্লক কংগ্রেস। কংগ্রেস নেত্রী দীপশিখা ভৌমিকের নেতৃত্বে কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থকরা প্রতিবাদে সরব হন। পাশাপাশি, সমস্ত বৈধ ভোটারদের ভোটাধিকার রক্ষার দাবিতে হাওড়ার চ্যাটার্জিহাট মোড় থেকে আমতলা মোড় পর্যন্ত একটি বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিলে ছিলেন হাওড়া জেলার কংগ্রেস নেতৃত্ব। পার্থসারথি ভৌমিক, নীরজ উপাধ্যায়, শহিদ কুরেশি, অমিতা ঘোষ, সুখেন ঘোষ, তাপস মুখার্জি, বিনয় সিং, আরতি দাস মজুমদার, শহিদ করিম, অমর্ত্য মুখার্জি-সহ অন্যান্য নেতা-নেত্রী ও

অর্থ-ক্ষমতার জোরে রাজ্যসভায় ক্রস ভোটিং! বিস্ফোরক অভিযোগে সরব সঞ্জয় রাউত

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৮মার্চঃ দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে ফের তীব্র বিতর্ক উৎসকে দিলেন উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের শিবসেনা নেতা Sanjay Raut সরাসরি কেন্দ্রের শাসক দল Bharatiya Janata Party-এর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলে তিনি দাবি করেছেন, অর্থ ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে রাজ্যসভা নির্বাচনে ক্রস-ভোটিং করানো হয়েছে। বুধবার রাজধানী New Delhi-তে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ খুলে রাউত এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করেন, যা ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।সঞ্জয় রাউতের বক্তব্যে স্পষ্ট, তিনি শুধু অভিযোগ তুলেই থেমে থাকেননি, বরং এই ঘটনাকে দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য বিপজ্জনক বলেও আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর কথায়, টাকা এবং ক্ষমতার জোরে বিজেপি রাজ্যসভায় ক্রস-ভোটিং আদায় করেছে। সেটা Haryana, Bihar [A¡}¤à Odisha- যেখানেই হোক না কেন, একই ছবি দেখা গিয়েছে। তাঁর এই মন্তব্যে স্পষ্ট ইঙ্গিত, একাধিক রাজ্যে এই প্রক্রিয়া পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ।বিশেষ করে ওড়িশার প্রসঙ্গ টেনে রাউত আরও তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানান। তিনি প্রশ্ন তোলেন, ওড়িশায় তারা কার জন্য ক্রস-ভোটিং করাল? কাকে নির্বাচিত করল? তাঁর দাবি, যাঁকে সমর্থন করা হয়েছে, তিনি একসময় কয়লা কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছিল। এমনকি আদালত তাঁকে শাস্তিও দিয়েছিল বলে অভিযোগ করেন তিনি। এই প্রসঙ্গ তুলে বিজেপির নৈতিক অবস্থান নিয়েও প্রশ্ন তোলেন রাউত।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই মন্তব্য শুধু একটি দলীয় আক্রমণ নয়, বরং সাম্প্রতিক রাজ্যসভা নির্বাচনকে ঘিরে বিরোধী শিবিরের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভেরই প্রতিফলন। রাউতের অভিযোগ, এই ক্রস-ভোটিং কোনও স্বতঃস্ফূর্ত রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তনের ফল নয়, বরং এর পেছনে রয়েছে বিপুল অর্থ লেনদেন। তাঁর বক্তব্য অনুযাযী, যেসব বিধায়ক নিজেদের দলের বিপরীতে গিয়ে ভোট দিয়েছেন, তাঁরা Biju Janata Dal ¤à Indian National Congress-এর হোন না কেন, প্রত্যেকেই ৫০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ পেয়েছেন।এই অভিযোগ ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি নিয়ে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটের মূল্য যেখানে সর্বাধিক, সেখানে যদি অর্থ ও প্রভাব খাটিয়ে ভোটের গতিপথ বদলে দেওয়া হয়, তাহলে তা কতটা নৈতিক- সেই প্রশ্নই তুলেছেন রাউত। তাঁর কণ্ঠে ছিল স্পষ্ট ক্ষোভ, দেশে এসব কী হচ্ছে?- এই প্রশ্নের মধ্যেই যেন বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর উদ্বেগ ধরা পড়েছে।এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, রাউতের এই মন্তব্য শুধুমাত্র বিজেপির বিরুদ্ধে নয়, বরং একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক বার্তা বহন করছে। বিশেষ করে রাজ্যসভা নির্বাচনের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ায় যদি ক্রস-ভোটিংয়ের অভিযোগ ওঠে, তাহলে তা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিয়েই প্রশ্ন তোলে। যদিও এই অভিযোগের জবাবে এখনও পর্যন্ত বিজেপির তরফে আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি, তবুও রাজনৈতিক চাপ যে বাড়ছে, তা বলাই বাহুল্য।অন্যদিকে, বিজেপি বরাবরই এই ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছে এবং তাদের দাবি, বিরোধী শিবিরের ভাঙনই ক্রস-ভোটিংয়ের মূল কারণ। তাদের মতে, বহু ক্ষেত্রে বিধায়করা নিজেদের দলের নীতিতে অসন্তুষ্ট হয়েই ভিন্নমত পোষণ করেন এবং সেই কারণেই ভোটের সময় দলীয় লাইনের বাইরে গিয়ে সিদ্ধান্ত নেন। ফলে রাউতের অভিযোগকে তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই ব্যাখ্যা করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক দের একাংশ মনে করছেন, এই বিতর্ক সহজে থামার নয়। কারণ রাজ্যসভা নির্বাচন সাধারণ নির্বাচনের মতো সরাসরি জনভোটের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে বিধায়কদের ভোটের ওপর নির্ভর করে, ফলে সেখানে ক্রস-ভোটিংয়ের সম্ভাবনা বরাবরই থাকে। কিন্তু সেই প্রক্রিয়া যদি অর্থ ও প্রভাবের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়, তাহলে তা গণতন্ত্রের ভিত্তিকেই দুর্বল করে দেয়।এই পরিস্থিতিতে সঞ্জয় রাউতের অভিযোগ নতুন করে রাজনৈতিক সংঘাতকে উৎসকে দিয়েছে। একদিকে শাসক দল, অন্যদিকে বিরোধী শিবির- দুই পক্ষের টানাপোড়েনে রাজ্যসভা নির্বাচন নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্কের আবহ। এখন দেখার, এই অভিযোগের পর রাজনৈতিক সমীকরণ কোন দিকে মোড় নেয় এবং সত্যিই কি এই অভিযোগের কোনও তদন্ত বা পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হয় কিনা।সব মিলিয়ে, এই ঘটনা শুধু একটি রাজনৈতিক বক্তব্য নয়, বরং দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিয়ে এক গভীর প্রশ্ন তুলে দিয়েছে- অর্থ ও ক্ষমতার প্রভাব কি সত্যিই ভোটের মূল্যকে ছাপিয়ে যাচ্ছে? সেই উত্তরই এখন খুঁজছে গোটা দেশ।

'দাঙ্গা লাগানোর কোনও প্ল্যান আছে নাকি', প্রশ্ন তুললেন মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৮ মার্চঃ দাঙ্গা লাগানোর কোনও প্ল্যান আছে নাকি? এখনও সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট বের করেননি। ট্রাইব্যুনাল কবে হবে? কেস এখনও পেন্ডিং। দলের প্রার্থীতালিকা ঘোষণার আগে বিজেপিকে বিঁধে বললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।তিনি বলেন যে, আমি করেছিলাম কেস। আরএসএস কিছু লোক এনেছে। হরিয়ানা থেকে টনসিল বলে কাউকে এনেছে। যাতে টাকা ডিস্ট্রিবিউট করতে পারে। দাঙ্গা লাগাতে পারে। আমরা এখানে সবাই সম্প্রীতি নিয়ে থাকি। দাঙ্গা লাগানো প্ল্যান। গায়ের জোরে সবাইকে বলছেন সেন্ট্রালে ডেপুটেশনে পাঠাও।জল কে দেখবে? পাওয়ার লোডশেডিং হলে কে দেখবে? কোথাও কিছু হলে আমায় দোষ দেবেন না। এদের টুঁটি চেপে ধরবেন। ২০২৬ এ ২২৬ এর বেশি সিট পেয়ে জিতব। মেঘের আড়ালে যিনি খেলছেন তিনি প্রার্থী হয়ে যান। সবই তো হয়ে গেল, আর কেন? এত তাড়াহুড়ো কেন?বাংলার জন্য এত হাংলামি কেন? আমি ভোটের পর সব রাজ্যে যাব। গণ আন্দোলন করব। বয়কট বিজেপি, ভোট ফর বাংলা। ভোট ফর জোড়াফুল, বিজেপি দেখবে সর্ষে ফুল। বাংলাকে অপমানের জবাব দেওয়ার জন্য সবার কাছে অনুরোধ করছি।

দেওয়াল লিখন দিয়ে প্রচার শুরু, জিতবে আবার বাংলা স্লোগানে আত্মবিশ্বাসী অরূপ রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি,হাওড়া, ১৮ মার্চ ঃবুধবার আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মধ্য হাওড়া কেন্দ্রে জোরকদমে প্রচার শুরু করলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অরূপ রায়। প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরদিনই তিনি নিজে হাতে দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে প্রচারের সূচনা করেন। যতই করো হামলা, জিতবে আবার বাংলা-এই স্লোগানকেই প্রচারের মূল হাতিয়ার হিসেবে তুলে ধরেছেন তিনি।অরূপ রায় জানান, এবারের নির্বাচনে এসআইআর ইস্যুকেই প্রধান প্রচারের বিষয় হিসেবে সামনে আনা হবে। ২০১১ সাল থেকে পরপর তিনবার মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে তিনি বিধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রতিবারই তিনি মন্ত্রিত্বের দায়িত্বও সামলেছেন। ফলে চতুর্থবারও জয়ের ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট আশাবাদী।তিনি বলেন, কাজের শেষ নেই, মানুষের জন্য কাজ করে যেতে হবে। তবে বিজেপির পক্ষ থেকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিধানসভাভিত্তিক চার্জশিট প্রকাশের প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বেআইনি নির্মাণের বিষয়টি অকপটে স্বীকার করেন অরূপ রায়। এই সমস্যার জন্য তিনি হাওড়া পুরনিগমকেই দায়ী করেন।প্রচার শুরুর দিনেই কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। আগামী দিনগুলিতে আরও জোরদার প্রচারের ইঙ্গিত দিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী।

রাজনীতিতে কোনও পূর্ণচ্ছেদ নেই, রাজ্যসভার বিদায়ী সাংসদদের বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৮ মার্চ ঃরাজনীতিতে কোনও পূর্ণচ্ছেদ নেই, রাজ্যসভার বিদায়ী সাংসদদের উদ্দেশ্যে এই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, কিছু সহকর্মী আবারও ফিরে আসার জন্য এখান থেকে বিদায় নিচ্ছেন, কেউ কেউ এখানকার অভিজ্ঞতা নিয়ে সমাজজীবনে অবদান রাখবেন। যারা চলে যাচ্ছেন, অথচ আর ফিরবেন না, আমি তাদের বলতে চাই রাজনীতিতে কোনও পূর্ণচ্ছেদ নেই।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, এটি এমন একটি মুহূর্ত, যা প্রতি দুই বছর পর পর এই সদনে আমাদের আবেগঘন মুহূর্তে নিমজ্জিত করে। সদনে অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, প্রতিটিই অর্থবহ। কিন্তু যখন এমন একটি মুহূর্ত আসে, তখন আমাদের সেই সহকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় যাঁরা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলেছেন।রাজ্যসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, সদনে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় এবং সেগুলিতে প্রত্যেক সদস্যই একটি অনন্য ভূমিকা পালন করেন। এই ধরনের মুহূর্তে দলীয় ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে এক সাধারণ শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হয়। যে নেতারা তাঁদের মেয়াদ শেষে সদন ছেড়ে যাচ্ছেন, তাঁদের আমি বলতে চাই যে রাজনীতিতে কোনও পূর্ণচ্ছেদ নেই।

ইজরায়েলি হানায় হত ইরানের নিরাপত্তা প্রধান, মৃত্যু পুত্রেরও

তেহরান, ১৮ মার্চ ঃ ইরানের নিরাপত্তা প্রধান আলি লারিজানি মারা গিয়েছেন। ইজরায়েলের এই দাবির সত্যতা নিশ্চিত করেছে তেহরান। ইরানের জাতীয় নিরাপত্তার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান ' ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল' বিবৃতি জারি করে লারিজানির মৃত্যুর খবর জানিয়েছে। লারিজানির মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন ইরানের প্রেসিডেঃট মাসুদ পেজেশকিয়ান। একই সঙ্গে লারিজানির মৃত্যুর প্রতিশোধের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি।শুধু লারিজানি নন, ইজরায়েলি হামলায় একই সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে তাঁর পুত্র এবং দেহরক্ষীরও। তাঁদের প্রতি শোকজ্ঞাপন করেছে কাউন্সিল। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইরানের অগ্রগতি এবং ইসলামি বিপ্লবের জন্য আজীবন লড়াই করেছেন লারিজানি। দেশসেবার জন্য এই মৃত্যু তাঁর দীর্ঘ দিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছে। লেফটেন্যান্ট লারিজানি ছিলেন সদ্যনিয়ত ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের অন্যতম বিশ্বস্ত সঙ্গী। ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ড কোরের প্রাক্তন কমান্ডারও ছিলেন। ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার সচিব পদেও ছিলেন তিনি।

১৩ জন আমলাকে বদলির নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৮ মার্চ ঃ ১১ জন জেলাশাসককে বদলি করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। পাশাপাশি কলকাতা উত্তরের নির্বাচনী আধিকারিক এবং কলকাতা পুরসভার কমিশনারকেও বদল করা হয়েছে। তালিকায় রয়েছে দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। এ ছাড়াও কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণের জেলা নির্বাচনী আধিকারিক বদল করা হয়েছে। ১১টি জেলার জেলাশাসক-ও নিয়ম অনুযায়ী জেলা নির্বাচনী আধিকারিক।কোচবিহারে দায়িত্ব পেলেন জিতিন যাদব, জলপাইগুড়িতে সন্দীপ ঘোষ, উত্তর দিনাজপুরে বিবেক কুমার, মালদায় রজনবীর সিং কাপুর, মুর্শিদাবাদে আর অর্জুন, নদিয়ায় শ্রীকান্ত পল্লি, পূর্ব বর্ধমানে শ্বেতা আগরওয়াল, উত্তর ২৪ পরগনায় শিল্পা গৌরিসারিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অভিষেক কুমার তিওয়ারি, দার্জিলিংয়ে হরিশঙ্কর পানিক্কর, আলিপুরদুয়ারে টি বালাসুব্রহ্মণ্যম। কলকাতা উত্তরের জেলা নির্বাচনী আধিকারিক ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হলেন স্মিতা পাণ্ডে, রণধীর কুমার হলেন দক্ষিণ কলকাতার জেলা নির্বাচনী আধিকারিক।ভোট ঘোষণার পর থেকেই মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট জারি হয়েছে। প্রশাসন এখন কমিশনের নিয়ন্ত্রণাধীন। নির্বাচনের আগে অধিকাংশ জায়গাতেই পুলিশ-প্রশাসনে নতুন মুখ আনছে কমিশন। উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দিয়েছে, বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) দুপুর তিনটের মধ্যে এই ১৩ জন আমলাকে নতুন দায়িত্ব নিতে হবে।

রাশিফল

মেষঃ আত্ম-বিকাশের প্রকল্পগুলি একের থেকে বেশি উপায়ে আপনাকে পুরস্কৃত করবে- আপনি নিজের সম্পর্কে ভালো এবং প্রত্যয়ী অনুভব করবেন। অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে আপনি আজ আপনার স্ত্রীর সাথে লড়াইয়ে নামতে পারেন। তবে, আপনি আপনার শান্ত মনোভাব দিয়ে সবকিছু ঠিক করবেন। শুভ বিবাহের যোগ হবে।

বৃষঃ এই দিনটি বৃষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য স্থিতিশীলতা এবং দৃঢ়তার দিন। আপনার ইচ্ছাশক্তি শক্তিশালী হবে, যা আপনাকে আপনার লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম করবে। আপনার ব্যক্তিগত এবং পেশাদার জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করুন। আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করার সময় এটি।।

মিথুনঃ মানসিক শান্তির জন্য নিজেকে কিছু দান এবং দাতব্য কাজে নিয়োজিত করুন। ব্যবসায়ের লাভ আজ অনেক ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়ীদের জীবনে আনন্দ আনতে পারে।। সন্তান হতে পারে।

কর্কট রাশি ঃজাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি একটু সংবেদনশীল হতে পারে। আপনি আপনার অভ্যন্তরীণ আবেগ গভীর ভাবে অনুভব করবেন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংযোগ স্থাপন করা আপনার অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। শুভদিন

সিংহঃ আপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। আজ, এই সাইনটির কিছু বেকার নেটিভ চাকরী পেতে পারে, যা তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করবে।

কন্যাঃএই দিনটি কন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য অনেক সম্ভাবনা নিয়ে আসতে চলেছে। আপনার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, যা আপনাকে আপনার কাজ আরও কার্যকর ভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

তুলাঃ আপনার দয়ালু স্বভাব আজ অনেক খুশির মুহূর্ত বয়ে আনবে। উপরি টাকা জমিবাড়িতে বিনিয়োগ করা উচিত। বন্ধুরা আপনাকে আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে সদুপদেশ দেবে। আর্থিক উন্নতি হবে

বৃশ্চিকঃএই দিনটি বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য উৎসাহ ও উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ হবে। শুভদিন

ধনুঃঅত্যধিক দুশ্চিন্তা এবং চাপ উচ্চ রক্তচাপের কারণ হতে পারে।

মকরঃ এই দিন মকর রাশির জাতক জাতিকারা নানাবিধ সুযোগ ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন। আপনার কর্মজীবনে নতুন নতুন প্রকল্প ও দায়িত্ব এসে জুটতে পারে, যার সফল বাস্তবায়নে আপনাকে নিজের দক্ষতা ও সামর্থ্য সঠিক পথে কাজে লাগাতে হবে। শুভদিন

কুম্ভঃআপনার স্বামী বা স্ত্রীর বিশ্বস্ত হৃদয় এবং সাহসী মেজাজ খুশি দিতে পারে। আপনার আর্থিক জীবন আজ সমৃদ্ধ হবে। পাশাপাশি, আপনি আপনার ঋণ গুলি থেকে মুক্তি পেতে পারেন। কাজের সুযোগ হবে

মীনঃ এই দিনটি মীন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। আপনার অন্তর্দৃষ্টি এবং সংবেদনশীলতা বিশেষ ভাবে সক্রিয় হবে। নিজের অন্তরের বা বিবেকের কণ্ঠস্বর শুনুন কারণ তা-ই আপনাকে সঠিক পথের দিশা দেবে। আপনি নিজের সৃজনশীলতার এক বিশেষ স্ফুরণ অনুভব করবেন। সংসারে শান্তি।

আবহাওয়া

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস মতোই বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হচ্ছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। এই পরিস্থিতি এখনই বদলাবে না। আগামী ২৪ ঘণ্টা কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলির আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। বিকেল অথবা সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির সৌজন্যে আবহাওয়া মোটামুটি মনোরম রয়েছে। বুধবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৬ ডিগ্রি বেশি। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প ঢুকছে। তার জেরে ঝড়-বৃষ্টির এই পরিস্থিতি চলবে শনিবার পর্যন্ত। তবে তার পর থেকে আকাশ পরিষ্কার হবে। বৃষ্টিও কমবে। শুক্র এবং শনিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির পরিস্থিতি বজায় থাকবে। উত্তরবঙ্গের সব জেলায় আগামী ২৩ মার্চ পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৮শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৫৬ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়েছে বলে জানা যায়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১০ টা ৫০মিনিট। **ভাটা**-দুপুর ১২টা ৫০মিনিট এবং রাত ১০টা ৪৯মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৫৬মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৪৫মিনিটে হতে পারে।

বেলুড় মঠ দর্শনে সস্ত্রীক রাজ্যপাল, কড়া নিরাপত্তা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৮ মার্চ ঃ বুধবার বেলুড় মঠ দর্শনে আসেন সস্ত্রীক রাজ্যপাল আর এন রবি। এই সফর উপলক্ষে বুধবার বেলুড় মঠে আঁটোসাটো নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। মঠে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সিটি পুলিশের পদস্থ আধিকারিক থেকে শুরু করে জেলাশাসক। পাশাপাশি নিরাপত্তার কারণে মোতায়েন করা হয় র‍্যাফ।

প্রচারে শিবপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রুদ্রনীল ঘোষ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, শিবপুর, হাওড়া, ১৮ মার্চ ঃ প্রচারে শিবপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রুদ্রনীল ঘোষ। রামরাজাতলায় রামমন্দিরে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি এদিন শংকর মঠেও যান তিনি। হাওড়ার শংকর মঠে পূজনীয় মহারাজের আশীর্বাদ নিয়ে এবং রামরাজাতলায় রামমন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করলেন হাওড়ার শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ। এদিন বিকেলে রুদ্রনীল প্রথমেই যান রামরাজাতলার শংকর মঠে। সেখানে পূজ্যপাদ মহারাজের আশীর্বাদ নেন তিনি। তারপর যান রামরাজাতলায় রামমন্দিরে। সেখানে পুজো দেন তিনি। এরপর শিয়ালডাঙা মোড়ে মা তারার মন্দিরে পুজো দেওয়া সহ বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। শংকর মঠে দাঁড়িয়ে রুদ্রনীল ঘোষ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'এদিন প্রচারে বেরিয়ে আমি হাওড়ার শংকর মঠে পূজনীয় মহারাজের আশীর্বাদ নিলাম। এখানে আমি রাজনৈতিক কোনও মন্তব্য করতে চাইনা। এখানে মহারাজ অন্ধকার মুক্তির আশীর্বাদ আমাদের দিয়েছেন। পুরো হাওড়া শহরকে যারা ডাস্টবিনের শহর বানিয়েছেন, যারা অন্ধকার বানিয়েছেন, যারা ড্রেন আর নর্দমার জলে মানুষকে ডুবিয়ে মারতে চাইছেন এবং রোগগ্রস্ত করতে চাইছেন তারাই হচ্ছেন আমাদের এই সমাজের অন্ধকার। এই অন্ধকার থেকে মুক্তি চাইছেন সমগ্র মানুষ। চিরকালই সমাজে কিছু অশুভ শক্তি থাকে তারা একেক সময়ে তাদের ছদ্মরূপ পাল্টে পাল্টে আসে। তেমনই এই শিবপুরে কেউ ছদ্মবেশ পাল্টে আসবার চেষ্টা করছেন। যাতে যারা অন্ধকার তৈরি করেছিল তাদের চিনতে অসুবিধা হয়।'

ভরদুপুরে হরিহরপাড়ায় ব্যাঙ্কে আগুন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৮ মার্চ ঃ ভরদুপুরে হঠাৎ মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া বাজার এলাকায় ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক -এর শাখায় আগুন লাগায় আতঙ্ক ছড়ায় গোটা এলাকায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে আচমকাই ব্যাঙ্কের ভেতর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা। মুহূর্তের মধ্যেই সেই ধোঁয়া দাউ দাউ করে আগুনে রূপ নেয়। ফলে ব্যাঙ্কের ভিতরে উপস্থিত কর্মচারী ও গ্রাহকদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তড়িঘড়ি সকলকে নিরাপদে বাইরে বের করে আনা হয়। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, এয়ারকন্ডিশন মেশিনের সুইচ দেওয়ার পর ইলেকট্রিক শর্টসার্কিট থেকেই এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত।

উচ্চপর্যায়ের বৈঠক মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিদের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৮ মার্চ ঃ রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আজ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক বসে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, রাজ্যের বিশেষ পর্যবেক্ষক এন কে মিশ্র, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক সিদ্ধিনাথ গুপ্ত, আইনশৃঙ্খলা বিভাগের এডিজি অজয় মুকুন্দ রানাডে, কলকাতা পুলিশের কমিশনার অজয় কুমার নন্দ সহ একাধিক শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক। এছাড়াও রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকা আধিকারিক এবং ট্রাফিক বিভাগের আইজি সহ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকদেরও বৈঠকে ডাকা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোটের আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন, সংবেদনশীল এলাকা চিহ্নিতকরণ সহ সামগ্রিক নির্বাচনী প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা হয়। বৈঠকের পর রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক সাংবাদিকদের বলেন, রাজ্যের হাতে বর্তমানে কত সংখ্যক পুলিশ কর্মী আছে কমিশনের তরফে তা জানতে চাওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের চূড়ান্ত পরিকল্পনা তৈরি করা হবে বলে জানিয়েছেন অধিকারিকরা।

'১ লক্ষ ভোট টার্গেট', দীর্ঘ অন্তরাল কাটিয়ে খড়গপুরে ফের স্বমহিমায় প্রার্থী দিলীপ ঘোষ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৮ মার্চ ঃ দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর অবশেষে নিজের হারানো স্থান ফিরিয়ে নিয়ে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন বিজেপির পুরনো মুখ, দিলীপ ঘোষ। খড়গপুরে প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা হতেই প্রকাশ্যে তিনি নতুন উদ্দীপনায় চাঙ্গা। বুধবার সকালে ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে দিলীপ ঘোষণা করলেন, তার লক্ষ্য এক লাখ ভোটে জয়লাভ করা। পাশাপাশি তৃণমূলকে নিশানায় এনে বর্তমান রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরলেন তিনি। বাংলার রাজনীতিতে বিজেপির উত্থানের পেছনে দিলীপ ঘোষের অবদান সুপরিচিত। তবে আদি ও নব্য দলের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলা দ্বন্দ্বের কারণে গত কয়েক বছরে দলের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বেড়েছিল। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে পছন্দের আসন না পাওয়ায় তিনি প্রকাশ্যে অভিমানও প্রকাশ করেছিলেন। মোদি-শাহের শহরে একাধিক সভা হলেও দিলীপকে ডাক দেওয়া হয়নি, যা তাঁর দলের প্রতি দীর্ঘদিনের অবদানকে অগ্রাহ্য করার সমতুল্য। তবে দলের এই কোণঠাসা করার প্রচেষ্টা তাঁকে হালকা করতে পারেনি; বরং ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে খোদ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে সমঝোতার মধ্য দিয়ে ফের খড়গপুরে প্রার্থী করা হয় তাকে। দিলীপ ঘোষ প্রাতঃভ্রমণে জানালেন, তিনি আজ থেকেই মাঠে নামবেন এবং খড়গপুরের মানুষ তাঁকেই চায়। তাঁর কথায়, 'আমি ২ বার লড়ে দু'বার জিতেছি। বিজেপি ওখানে জেতে। আমাদের কোনও প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা নয়। আমাদের লড়াই দলের সঙ্গে। খ ড়গপুরে এমনিতে ভোট কম পড়ে, এবার ১ লক্ষ ভোট আনা টার্গেট।' এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, দিলীপের মনোযোগ একদিকে নিজের কর্মসূচি এবং অন্যদিকে দলের শক্তি বৃদ্ধিতে কেন্দ্রীভূত। তৃণমূল ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নানান সিদ্ধান্তকেও কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছেন তিনি। তিনি বলেন, অমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিষম পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। নাহলে ৭৪ জন বিদায়ী বিধায়ককে তালিকা থেকে বাদ দিলেন কেন? আগে যাকে তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলতেন আমিই ২৯৪ টা আসনে প্রার্থী। সেই দিন চলে গিয়েছে। এখন নিজেকে আর সততার প্রতীক বলতে পারেন না। ওনার দল দুর্নীতির প্রতীক। উনি কার বিরুদ্ধে লড়বেন সেটাই বুঝতে পারছেন না। কমিশনের বিরুদ্ধে লড়বেন? আদালতের বিরুদ্ধে লড়বেন? কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়বেন? পরিস্থিতি খুব খারাপ। পরিবর্তন হবেই।দ দিলীপের এই তীব্র সমালোচনার পালটা দিতে তৃণমূলের নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার জানান, দলের সিদ্ধান্ত নির্বাচনের স্বার্থে নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, অপ্রার্থী তালিকা এবং পদচয়ন রাজনৈতিক ও জনকল্যাণের দিক দিয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দলের ভাবমূর্তির প্রতি কোনও ক্ষতি হয়নি।দ দিলীপ ঘোষের এই দৃঢ় প্রত্যাশা ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ নির্বাচনী মাঠকে আরও উত্তপ্ত করে তুলছে। ভোটের আগে খড়গপুরে দুই প্রধান দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন আলোড়ন তুলবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহল।

পশ্চিমবঙ্গ সহ চার রাজ্যে ২৫ লক্ষের বেশি কর্মী নিয়োগ, নজরদারিতে ১,১১১ জন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৮ মার্চ ঃ দেশের চারটি রাজ্য; পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরল, তামিলনাড়ু এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে নির্বাচন কমিশন ২৫ লক্ষের বেশি কর্মী নিয়োগ করেছে। তার মধ্যে রয়েছেন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক, যারা ভোটের সময় কমিশনের 'চোখ এবং কান' হিসেবে কাজ করবেন। মোট ৮৩২টি বিধানসভা কেন্দ্রে এই পর্যবেক্ষকরা দায়িত্ব পালন করবেন, যেখানে ১,১১১ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই পর্যবেক্ষকরা ভোটের সময় পুরো প্রক্রিয়া নজরদারি করবেন এবং ভোটের অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করবেন। গত ১৫ মার্চ রাজধানী দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই বছর দু'দফায় ভোট অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম ধাপের ভোট ২৩ এপ্রিল এবং দ্বিতীয় ধাপের ভোট ২৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। সব জায়গার ভোটের ফলাফল এক সঙ্গে ৪ মে ঘোষণা করা হবে। কমিশনের হিসাব অনুযায়ী, এই রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মোট ভোটারের সংখ্যা ১৭ কোটি ৪০ লক্ষের বেশি। প্রতি ৭০ জন ভোটারের জন্য একজন করে নির্বাচন কর্মী নিযুক্ত করা হয়েছে। নিযুক্ত কর্মীদের মধ্যে প্রায় ১৫ লক্ষ ভোটকর্মী, সাড়ে আট লক্ষ নিরাপত্তাকর্মী, ৪০ হাজার গণনাকর্মী, ২১ হাজার সেক্টর অফিসার এবং ৪৯ হাজার মাইক্রো অবজার্ভার রয়েছেন। ভোট গণনার জন্য আরও ১৫ হাজার মাইক্রো অবজার্ভার নিযুক্ত করা হয়েছে। ভোট সংক্রান্ত যে কোনও প্রয়োজনে ভোটাররা বুথ স্তরের কর্মকর্তাদের (বিএলও) সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। এই কাজে প্রায় ২ লক্ষ ১৮ হাজার বিএলও নিযুক্ত রয়েছেন। ৮৩২টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট ও উপনির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করার দায়িত্বে নিয়োগকৃত কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকরা প্রতিটি কেন্দ্রে পৌঁছে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছেন। সাধারণ পর্যবেক্ষক রয়েছেন ৫৫৭ জন, পুলিশ পর্যবেক্ষক রয়েছেন ১৮৮ জন, এবং ৩৬৬ জন ভোটের আয়-ব্যায়ের হিসাব পর্যবেক্ষণ করবেন। কমিশন জানিয়েছে, পর্যবেক্ষকরা দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রার্থী বা রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন ও ভোট সংক্রান্ত যে কোনও অভিযোগের সুযোগ পাবেন। দেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এই নির্বাচনের প্রস্তুতি ঘোষণা করতে গিয়ে বলেছিলেন, সমস্ত ভোটার যাতে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে কমিশন সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই লক্ষ্যে কর্মীদের সুসংগঠিতভাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। নিরাপত্তা, ভোটার সুবিধা, এবং প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা;সব দিকই এই কর্মীদের দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গসহ অন্যান্য রাজ্যে এই নির্বাচনের জন্য প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলগুলোর প্রচারণা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক ও নির্বাচনী কর্মীদের তৎপরতায় নির্বাচন কমিশন সুনিশ্চিত করতে চাইছে যে, ভোটাররা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এবং ন্যায্যভাবে ভোট দিতে সক্ষম হবেন। ভোটাভুটি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নিরাপদভাবে সম্পন্ন করার জন্য কমিশনের এই প্রস্তুতি দেশের ভোট ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করবে বলে আশা করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

ভিক্টরের বহিষ্কার দাবি নিয়ে দিল্লিতে প্রিয়াঞ্জলি, রাহুল গান্ধী-কে চিঠি, রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৮ মার্চ ঃ ভোটের আবহে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্কের কেন্দ্রে প্রাক্তন বিধায়ক আলি ইমরান রামজ ভিক্টর। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা একাধিক গুরুতর অভিযোগকে সামনে এনে এবার কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের হস্তক্ষেপ দাবি করলেন তাঁর স্ত্রী প্রিয়াঞ্জলি নিয়োগী। স্বামীর বহিষ্কার চেয়ে সরাসরি রাহুল গান্ধী-র দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। বুধবার দিল্লিতে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পৌঁছে প্রিয়াঞ্জলি অভিযোগ জানান, রাজ্যস্তরে বারবার দরবার করেও তিনি কোনও সুরাহা পাননি। তাঁর কথায়, 'কলকাতায় প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তরে একাধিকবার অভিযোগ জানিয়েছি, কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া পাইনি। তাই বাধ্য হয়েই দিল্লিতে এসেছি।' তিনি জানান, নিজের দুই সন্তানকে সঙ্গে নিয়েই রাজধানীতে এসে ন্যায়বিচারের দাবি তুলেছেন। সূত্রের খবর, এই বিষয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার এবং দলের পর্যবেক্ষক গুলাম মির-এর সঙ্গে বৈঠকের কথা রয়েছে তাঁর। পাশাপাশি, কংগ্রেস সদর দপ্তরের বাইরে দুই ছেলেকে নিয়ে পোস্টার হাতে ধর্নাতেও বসতে দেখা যায় তাঁকে। পোস্টারে লেখা ছিল; 'রাজনীতির ঊর্ধ্বে ডঙ্ক ঠে কংগ্রেসের মর্যাদা রক্ষায় ভিক্টরকে বহিষ্কার করুন' এবং 'মহিলাদের পাশে থাকার দাবি প্রমাণ করুন, অবিলম্বে ব্যবস্থা নিন।' উল্লেখযোগ্যভাবে, গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই আলি ইমরান রামজ ভিক্টর-এর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে আসছেন প্রিয়াঞ্জলি। কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি দাবি করেন, প্রেম করে বিয়ে হলেও বিবাহিত জীবনে নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, গর্ভাবস্থার সময় মারধরের ফলে প্রথম সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। পাশাপাশি, পণের দাবিতে বারবার হেনস্তা এবং মারধরের শিকার হতে হয়েছে তাঁকে। এছাড়াও, প্রিয়াঞ্জলির অভিযোগ;তাঁকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল। তাঁর দাবি, ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির কারণে ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী 'নিকাহ' করতে তাঁকে বাধ্য করা হয়। শুধু তাই নয়, শারীরিক নির্যাতনের প্রমাণ হিসেবে একটি সিসিটিভি ফুটেজও প্রকাশ্যে আনেন তিনি। আর্থিক প্রতারণার অভিযোগও তোলেন, যেখানে দাবি করা হয়, চাপ সৃষ্টি করে তাঁর নামে থাকা দুটি ফ্ল্যাট নিজের নামে লিখিয়ে নেন ভিক্টর। যদিও এই সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন আলি ইমরান রামজ ভিক্টর। তাঁর বক্তব্য, প্রায় তিন বছর আগে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়েছে এবং বর্তমানে ডিভোর্স মামলা বিচারাধীন। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচনের ঠিক আগে এই ধরনের অভিযোগ তুলে তাঁর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর ও চাকুলিয়া কেন্দ্র থেকে একাধিকবার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন ভিক্টর। প্রথমে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা হিসেবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করলেও পরবর্তীতে কংগ্রেসে যোগ দেন তিনি। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও জোর চর্চা শুরু হয়েছে। ভোটের আগে এই ঘটনাকে ঘিরে কংগ্রেসের অন্দরে চাপ বাড়ছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। একদিকে, দলের ভাবমূর্তি রক্ষার প্রশ্ন, অন্যদিকে ব্যক্তিগত অভিযোগের গুরুত্ব;এই দুইয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে এখন কী পদক্ষেপ নেয় কংগ্রেস নেতৃত্ব, সেটাই দেখার। সব মিলিয়ে, প্রিয়াঞ্জলির দিল্লি অভিযান এবং সরাসরি রাহুল গান্ধী-র কাছে ন্যায়বিচারের আবেদন ঘিরে নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজ্য রাজনীতি।

অন্তঃস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থায় গবেষণা ও উদ্ভাবনের আট দশক পালন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ব্যারাকপুর, ১৮ মার্চ ঃ আই. সি. এ. আর কেন্দ্রীয় অন্তর্মূলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থা (সিফরি) মঙ্গলবার ব্যারাকপুরে তার ৮০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করলো। ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে আই. সি. এ. আর- সি. আই. এফ. আর. আই বা সিফরি অন্তঃস্থলীয় উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বছরের পর বছর ধরে প্রতিষ্ঠানটি বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি ও উদ্যোগ প্রবর্তন করেছে, যেমন প্রণোদিত প্রজনন, সমন্বিত মাছ চাষ, জলাধার ও জলাভূমিরজন্যমৎস্যব্যবস্থাপনানির্দেশিকা, হিলসা ও অন্যান্য নদীজাত মাছের সংরক্ষণ উদ্যোগ, এনক্লোজার কালচার, মেগা নদী র‍্যাঞ্চিং কর্মসূচি, বিভিন্ন পণ্যের উন্নয়ন ও বাণিজ্যিকীকরণ এবং পরবর্তী প্রজন্মের প্রযুক্তির প্রসার। ২০২৫ সালে ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মাছ উৎপাদনকারী দেশ, যা বৈশ্বিক উৎপাদনের প্রায় ৮ শতাংশ অবদান রাখে। এর মধ্যে অন্তঃস্থলীয় মৎস্য খাতই মোট উৎপাদনের ৭৫ শতাংশের বেশি সরবরাহ করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সিফরি দেশের খাদ্য ও প্রোটিন নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এদিন অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কেক কেটে। স্বাগত ভাষণে আই. সি.এ.আর সিফরির নির্দেশক প্রদীপ দে গত ৭৯ বছরে প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও অবদানের কথা তুলে ধরেন। তিনি অন্তঃস্থলীয় উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন,জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, অংশীদারদের ক্ষমতায়ন এবং ড্রোন ও সেন্সরভিত্তিক প্রযুক্তির মতো আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের গুরুত্ব তুলে ধরে জানান যে আই সি এ আর সিফরি ক্ষুধা শূন্য,পুষ্টি নিরাপত্তা এবং লিঙ্গ সমতার মতো জাতীয় লক্ষ্য পূরণে কাজ করছে। এদিন প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রবীর কুমার ঘোষ ৮০তম প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মীদের অভিনন্দন জানান এবং প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দেশের মৎস্য খাত গঠনে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বিজ্ঞানের অগ্রগতি জাতির সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাচার্য অশোক কুমার পাত্র প্রণোদিত প্রজনন ও সমন্বিত মাছ চাষের মতো বিপ্লবী প্রযুক্তিরকথা উল্লেখ করে বলেন, এসব প্রযুক্তি দেশের মৎস্য খাতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে কলকাতার বিভিন্ন আই সি এ আর প্রতিষ্ঠানের নির্দেশক, আই. সি. এ. আর-সিফরি-এর কর্মী ও গবেষক, মৎস্যচাষী এবং মৎস্য খাতের উদ্যোক্তারা উপস্থিত ছিলেন, যা প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষতার যাত্রায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়। এদিন এই উপলক্ষে একটি বিজ্ঞানী-মৎস্যজীবী আন্তঃক্রিয়া সভার আয়োজন করা হয়েছিল, যা জাতিসংঘের ঘোষিত ২০২৬ সালকে মহিলা কৃষক বর্ষ উদযাপনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অনুষ্ঠিত হয়। বৈশ্বিক কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থায় উৎপাদন থেকে বাণিজ্য পর্যন্ত নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি দিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি জলাভূমি-চামতা, কুন্দিপুর, সিন্দ্রানি, আকাইউর ও খালসি থেকে ৫০ জন মহিলা মৎস্যজীবী এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। এই দিনে একটি পরিবেশ বান্ধব জল উন্মোচন করা হয়, যা ভোজ্য উদ্ভিদ নির্যাস থেকে তৈরি এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে লাল রক্ত বিশিষ্ট আগাছা মাছ নির্মূল করতে সক্ষম। এই পণ্যটি সাদারক্তবিশিষ্ট জলজ প্রাণীদের ক্ষতি করে না এবং পুকুর প্রস্তুতি, চিংড়ি চাষ ও জীবন্ত মাছ আহরণের সময় ব্যবহার করা যেতে পারে। এদিনের অনুষ্ঠানে কৃতী শিক্ষার্থীদের তাদের অসাধারণ সাফল্যের জন্য সম্মানিত করা হয়।

নারী দিবসের অনুষ্ঠান কলকাতার আয়কর ভবনের সভাগৃহে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৮ মার্চ ঃ কলকাতার আয়কর ভবনের সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হল আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্বে ওয়েস্ট বেঙ্গল ও সিকিমের প্রিন্সিপাল চিফ কমিশনার অফ ইনকাম ট্যাক্স সুরভী বর্মা গর্গের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী রাইমা সেন। এদিনের অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনে আয়কর বিভাগে কর্মরত যে সব নারী কর্মকর্তারা দায়িত্বপূর্ণভাবে কাজ করে চলেছেন তাদের 'শক্তি সম্মান পুরস্কার' প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে একটি বিশেষ মাত্রা যোগ হয় সেতার বাদকশিল্পী বিদুষী মিতা নাগের সংগীত পরিবেশনা। এই অনুষ্ঠানে মুখ্য আয়কর কমিশনার এস্থার লাল রুয়াত কিমি ও অন্যান্য কর্মকর্তা ও আধিকারিকগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে সফল করতে সহায়তা করেন।

তৃণমূল প্রার্থী না জিতলে রাজনীতি ছেড়ে দেবেন কংগ্রেস জেলা পরিষদ সদস্য!

দুরন্তবার্তা, মিঠুন হালদার, ১৮ মার্চঃ মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে সবথেকে বেশি ভোটে সামশেরগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী নূর আলমকে জেতানোর দায়িত্ব নিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের কংগ্রেস সদস্য! শুনতে অবাক লাগলেও বুধবার এমনই ঘোষণা করেছেন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ সদস্য আনারুল হক বিপ্লব। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ পরিষদের ৪ নম্বর আসন থেকে কংগ্রেসের টিকিটে লড়াই করে জয়ী হন সামশেরগঞ্জের বাসিন্দা তথা জঙ্গিপুরের তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ খলিলুর রহমানের ভাহঙ্ক্ষ পো আনারুল হক বিপ্লব। যদিও বছর ঘুরতেই নিজের 'ভুল' বুঝে তৃণমূলে ফিরে এসেছেন বিপ্লব। মঙ্গলবার বিকেলে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হওয়ার মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে জঙ্গিপুর জেলা নেতৃত্বের হাত ধরে রাজ্যের শাসক দল, তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন বিজলী বিড়ির কর্ণধার নূর আলম। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই নূর, সামশেরগঞ্জ বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট পথসভা এবং কর্মীদের মধ্যে জনসংযোগ শুরু করেছেন। গত বিধানসভা নির্বাচনে সামশেরগঞ্জ আসন থেকে জয়ী হয়েছিলেন জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি আমিরুল ইসলাম। তবে এবার তাঁর আসন বদল করে ফরাক্কায় পাঠিয়েছে দল। সামশেরগঞ্জের 'বাহুবলী' নেতা বিপ্লবের সঙ্গে আমিরুলের সম্পর্ক বরাবরই 'অম্লমধুর' ছিল। দুই নেতার সমর্থকদের প্রকাশ্য দ্বৈরথ একাধিকবার দেখেছে সামশেরগঞ্জবাসী। তৃণমূলের অন্দরের খবর ,বিপ্লবকে কংগ্রেস থেকে দলে ফিরিয়ে নেওয়া কখনই মন থেকে মেনে নিতে পারেননি আমিরুল। তবে আমিরুলের আসন বদল হতেই 'ভাই-বন্ধু' নূরের হয়ে ভোটার ময়দানে প্রথম দিন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিপ্লব। মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের ৪ নম্বর আসনের সদস্য আনারুল হক বিপ্লব কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রচারে নামলেন তৃণমূলের মনোনীত প্রার্থী নূর আলম-এর সমর্থনে। বুধবার সকালে সামশেরগঞ্জের ডাকবাংলো এলাকায় অবস্থিত বিপ্লবের কার্যালয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে নিজের অনুগামীদের নিয়ে বৈঠক করে নূর আলমকে জেতাতে সর্বশক্তি প্রয়োগের বার্তা দেন তিনি। কর্মীসভা থেকে বিপ্লব স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'নূর আলম আমার বন্ধু ও ভাই। তাঁকে মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে রেকর্ড ব্যবধানে জেতানোর লক্ষ্য নিয়ে আমরা মাঠে নেমেছি। নূরকে যদি সবথেকে বেশি ভোটে জেতাতে না পারি তাহলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেবো।' তাঁর এই মন্তব্যে কর্মীদের মধ্যে বাড়তি উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। বিপ্লব বলেন, অসামশেরগঞ্জের মানুষের ইচ্ছে ছিল তৃণমূল দল আমাকে বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে প্রার্থী করবে। কিন্তু দল যেটা ভালো মনে করেছে সেটাই ঠিক। দলের সিদ্ধান্ত আমাদের সিদ্ধান্ত। আমি এবং নূর একই কয়েনের এপিঠ আর ওপিঠ। নূর প্রার্থী হওয়া মানেই আমার প্রার্থী হওয়া।দ কর্মীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়ে বিপ্লব বলেন, 'আমি প্রার্থী হলে যেমন খাটতাম, নূর আমার ভাই এবং বন্ধু , ওর জন্যও একই রকম খাটবো। প্রচারে আমরা গোটা মুর্শিদাবাদ জেলায় তাক লাগিয়ে দেবো।' বিপ্লব কর্মীদের উদ্দেশ্যে দলীয় ঐক্য বজায় রাখার উপর জোর দেন। তিনি বলেন, অঘরে ঘরে পৌঁছে মানুষের সমর্থন আদায় করতে হবে।দ প্রার্থী কোনও এলাকায় গিয়ে কারও সঙ্গে দেখা না করলে সে যেন রাগ করে ঘরে বসে না থাকেন -এই বার্তাও আজ দলীয় কর্মীদের দেন বিপ্লব। পাশাপাশি তাঁর ঘোষণা, অনূর রাজনীতিতে নতুন এসেছে। ও সামনের দিকটা দেখে নিক ,বাকি গোটা ব্লক এবং বিধানসভা আমরা সবাই দেখে নেবো।দ জেলা পরিষদ সদস্যের এই বার্তাকে স্বাগত জানিয়ে নূর বলেন, 'আমরা সকলে এক সঙ্গে লড়াই করলে সামশেরগঞ্জ কেন্দ্রে আমার জয় কেবল সময়ের অপেক্ষা।'

প্রার্থী ঘোষণা হতেই উত্তপ্ত হলো গোসাবা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৮ মার্চঃ গোসাবা তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকেই অশান্তি গোসাবায়। মঙ্গলবার বিকেলে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে তৃণমূল। আর প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতে না হতেই গোসাবায় সামনে চলে এল তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দল। বিপ্রদাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল এলাকা।আর এই ঘটনায় আক্রান্ত হয়েছেন বিপ্রদাসপুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ও অনুগামীরাই। অভিযোগ, মঙ্গলবার ইফতার সেরে বেরোনোর সময় উপপ্রধানের অনুগামীদের ওপর অতর্কিতে হামলা চালানো হয়। অনুগামীদের বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন উপ প্রধান আজমিরা মিদ্যা নিজে ও। উপপ্রধানের অভিযোগ, বিপ্রদাসপুর পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী অমরেশ মণ্ডলের নেতৃত্বে এই হামলা হয়েছে।বিদায়ী বিধায়ক তথা প্রার্থী সুব্রত মণ্ডলের অনুগামীরা এই হামলা চালিয়েছেন।

তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী রণকৌশলের প্রস্তুতি সভা

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১৮ মার্চ ঃ বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয়ে গেছে। দক্ষিন ২৪ পরগনায় নির্বাচন ২৯শে এপ্রিল। মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। আর প্রত্যাশামত তৃতীয়বারের জন্য জয়নগর আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন দুবারের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। আর বুধবার জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে জয়নগর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে নির্বাচনী প্রস্তুতি সভা হয়ে গেল। এদিন ভিসে ঠাসা সভায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা ফুল দিয়ে বরণ করে নেন এবারের প্রার্থী বিশ্বনাথ দাস। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের বিদায়ী বিধায়ক তথা এবারের প্রার্থী বিশ্বনাথ দাস, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, জেলা পরিষদ সদস্য বন্দনা লস্কর, জয়নগর এক নং ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব তুহিন বিশ্বাস, জয়নগর দু নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি সাহাবুদ্দিন শেখ, জয়নগর এক নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস, জয়নগর ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াঙ্কা মন্ডল, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, তৃণমূল জয়হিন্দ বাহিনীর সহ সভাপতি রাজু লস্কর সহ একাধিক পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ, প্রধান, উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সদস্য, পৌরসভার একাধিক কাউন্সিলার সহ আরো অনেকে। এদিন বিদায়ী বিধায়ক তথা প্রার্থী বিশ্বনাথ দাস বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস উন্নয়ন জানে। মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে জানে। আমি সারাবছর মানুষের পাশে থেকে জনসংযোগের কাজ করে চলেছি বলেই দল আমাকে তৃতীয় বারের জন্য বিবেচিত করছে। ভোটারাই পারে আমাকে আবার বিধায়ক করতে। আমি আশা রাখছি ৬০-৭০ হাজার ভোটের মার্জিনে জয়নগরের মানুষ আমাকে আবার তাদের সেবা করার সুযোগ দেবে। এদিনের প্রস্তুতি সভার মধ্যে দিয়ে নির্বাচনের কাজ কিভাবে হবে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

'আগে কাজ, পরে ভোট। আগে বালিকে আবর্জনামুক্ত করব।

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বালি, হাওড়া, ১৮ মার্চ ঃ হাওড়ার বালি অঞ্চলে দীর্ঘদিনের নিকাশি সমস্যা ও রাস্তায় জমে থাকা জঞ্জাল ঘিরে বাসিন্দাদের ক্ষোভ নতুন কিছু নয়। সামান্য বৃষ্টি হলেই নালা উপচে জল জমে রাস্তা ভেসে যাওয়ার অভিযোগ বহুদিনের। সেই পরিস্থিতির মাঝেই বিধানসভা ভোটের আগে ভিন্ন কৌশল নিল শাসকদল। প্রচার শুরু করার আগেই এলাকায় সমস্যার সমাধানে নামলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কৈলাস মিশ্র। এদিন সকাল থেকেই বালির একাধিক এলাকায় ঘুরে দেখেন তিনি। স্থানীয়দের অভিযোগ সরাসরি শুনে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। তাঁর বক্তব্য, অমানুষের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান না করে ভোট চাইতে যাওয়া ঠিক নয়। আগে কাজ করব, তারপর মানুষের কাছে ভোট চাইব।দ তাঁর এই মন্তব্য ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। দীর্ঘদিন ধরে বালি পুরসভার নির্বাচন না হওয়ায় পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ বেড়েছে। বিশেষ করে নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়া এবং নিয়মিত জঞ্জাল না সরানোর অভিযোগে অতীতে বিক্ষোভও হয়েছে। এই ইস্যুতে স্থানীয় বিধায়ক রানা চট্টোপাধ্যায়-কেও বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়েছিল। এবার সেই একই সমস্যাকে সামনে রেখে ভোটের আগে সক্রিয় হলেন নতুন প্রার্থী। লিলুয়া-সহ বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে পুরসভার আধিকারিকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেন কৈলাস। দ্রুত সমস্যার সমাধানের জন্য চাপ সৃষ্টি করেন বলেও জানা গিয়েছে। প্রশাসনিক স্তরে তৎপরতা বাড়িয়ে জঞ্জাল পরিষ্কার এবং নিকাশি ব্যবস্থা মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, খুব শীঘ্রই পরিস্থিতির উন্নতি হবে। এই প্রসঙ্গে শাসকদলের তরফে দাবি করা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নির্দেশেই সাধারণ মানুষের সমস্যাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। তবে বিরোধীরা এই উদ্যোগকে নির্বাচনী কৌশল বলেই ব্যাখ্যা করেছে। বিজেপির হাওড়া সদর সংগঠনের এক নেতা কটাক্ষ করে বলেন, এতদিন সমস্যার সমাধান না করে ভোটের মুখে এই সক্রিয়তা মানুষের নজর এড়াবে না। তাঁদের দাবি, একদিনের উদ্যোগে দীর্ঘদিনের সমস্যা মিটবে না। অন্যদিকে, হাওড়ার রাজনৈতিক ময়দানে প্রচারও জোরদার হচ্ছে। মধ্য হাওড়া কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী অরূপ রায় ইতিমধ্যেই দেওয়াল লিখে প্রচার শুরু করেছেন। তাঁর মতে, উন্নয়নই তাঁদের প্রধান ইস্যু, এবং সেই কাজ অব্যাহত থাকবে। সব মিলিয়ে, বালিতে ভোটের আগে 'কাজ আগে' বার্তা দিয়ে জনসংযোগ বাড়াতে চাইছে শাসকদল। তবে এই উদ্যোগ ভোটের ফলাফলে কতটা প্রভাব ফেলবে, সেটাই এখন দেখার।

এসআইআরকে প্রধান ইস্যু করে প্রচার শুরু অরূপ রায়ের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৮ মার্চঃ এসআইআর নিয়ে সাধারণ মানুষের 'হয়রানি'কে তুলে ধরে এবার নিজের কেন্দ্রে ভোট প্রচারে নামছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ রায়। মঙ্গলবার নাম ঘোষণার পর বুধবার সকালে মধ্য হাওড়ায় দেওয়াল লিখন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রচার শুরু করেন তিনি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এদিন তিনি বলেন, কাজের কোনো শেষ হয়না, মানুষের জন্য আরও কাজ করতে চাই। প্রসঙ্গত, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ রায় মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রে চতুর্থবারের জন্য লড়াই করছেন। মঙ্গলবারই তাঁর নাম দল থেকে ঘোষণা করা হয়েছে। বুধবার সকালে তিনি মধ্য হাওড়ায় বাড়ির সামনে থেকে নিজে হাতে দেওয়াল লিখে এবং কর্মী সমর্থকদের নিয়ে মিছিল করে প্রচার শুরু করেন। এদিন তিনি দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর প্রতি আস্থা রাখার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, 'আমাকে চতুর্থবারের জন্য মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করায় এবং মানুষের জন্য কাজ করার সুযোগ করে দেওয়ায় দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ। এবার প্রচারে আমাদের প্রধান ইস্যু হবে এসআইআর। এসআইআর এর নামে মানুষকে অযথা হয়রানি করা হয়েছে। এর জবাব মানুষ এবার দেবে। এবার প্রচারে আমাদের স্লোগান হবে, 'যতই করো হামলা, জিতবে আবার বাংলা।' শিবপুরে প্রাক্তন মন্ত্রী মনোজ তিওয়ারিকে বাদ দেওয়া প্রসঙ্গে অরূপ রায়কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'দল মনে করেছে বলে তাঁকে বাদ দিয়েছে। দল নিশ্চয়ই তাঁকে অন্য কাজে লাগাবে।' জিতলে আগামী দিনে তিনি কী কী কাজ করতে চান এ প্রসঙ্গে অরূপ রায় বলেন, 'কাজ কোনওদিন শেষ হয়না। মানুষকে আগামী দিনেও অনেক কিছু পরিষেবা দিতে হবে। যে কাজগুলো বাকি আছে সেগুলো খতিয়ে দেখে আবার কাজ করব।' মধ্য হাওড়া কেন্দ্রে এবার তাঁর জয়ের মার্জিন এবার কতটা বাড়বে সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে অরূপ রায় বলেন, 'মার্জিন কত বাড়বে সেটা বলা সম্ভব নয়। তবে, আমার আশা মানুষ এবারও দু'হাত ভরে আমাকে ভোট দিয়ে আশীর্বাদ করবেন।' মধ্য হাওড়ায় বেআইনি নির্মাণ এর অভিযোগ তুলে বিজেপি'র চার্জশিট প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তরে অরূপ রায় বলেন, 'বেআইনি নির্মাণ হয়েছে অস্বীকার করব না। এর জন্য পুরসভা অনেক ক্ষেত্রে দায়ী। কিন্তু পাশাপাশি পুরসভারও কিছু করার নেই। কারণ তাদের কর্মী কম। পরবর্তীকালে সরকার নিশ্চয়ই এই বিষয়গুলি দেখবে। তবে, পুরসভা সাধ্যমতো কাজ করছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১০৭ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৪ চৈত্র, ১৪৩২

হেমন্ত শ্রদ্ধায় মান্না দে

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে মান্না দেকে এক সাংবাদিক কৌতূহলভরে জানতে চেয়েছিলেন; শুনেছি আপনাদের দুজনের মধ্যে নাকি প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে! সহাস্যে মান্না দে তা নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছিলেন; দূর মশাই! ওসব তৈরি করা গালগল্প। রটনা। অমন যাঁর কণ্ঠ, তাঁর সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে কোনও লাভ হয় না। উনি স্বর্ণকণ্ঠী। যখন যে দিকে এগিয়েছেন, সোনা ফলিয়েছেন। বাস্তবিকই বাংলা গানের ইতিহাসে এই দুই দিকপালের নাম অবিচ্ছেদ্য। একদিকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মখমলি ব্যারিটোন কণ্ঠ, যেখানে সুর হৃদয়ের গভীরে অতি সহজে মিশে যায়, অন্যদিকে মান্না দের বহুমাত্রিক স্বরক্ষেপণ, যা ধ্রুপদী থেকে আধুনিক;সব ধারার সঙ্গেই অবলীলায় তাল মেলাতে পারে। বহুকাল যাবৎ তাঁদের মধ্যে রেষারেষির কথা রটলেও তাঁদের ব্যক্তিগত রসায়নটি ছিল পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম ভালোবাসায় মোড়া। ১৯৭২ সালে 'স্ত্রী' ছবির গান রেকর্ডিংয়ের সময়কার ঘটনা। স্টুডিয়োতে সুরকার নচিকেতা ঘোষের তত্ত্বাবধানে গান রেকর্ড হচ্ছে। প্রথমার্ধে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের রেকর্ডিং, আর দ্বিতীয়ার্ধে গান গাইবার কথা মান্না দের। মান্না দে নির্ধারিত সময়ের কিছুটা আগেই স্টুডিয়োতে পৌঁছে গিয়েছিলেন। বাইরে থেকে ভেসে আসছিল হেমন্তবাবুর গাওয়া 'সাক্ষী থাকুক ঝরা পাতা' গানের সুর। গান শেষ হওয়ার পরেও মান্না দে এক অদ্ভুত মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে বসে রইলেন। নচিকেতা ঘোষ লক্ষ্য করলেন মান্না দে আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি তাঁকে ভেতরে ডেকে নিয়ে বললেন, চলুন, এবার আপনারটা ধরি। কিন্তু মান্না দে তখন অন্য এক জগতের বাসিন্দা। তিনি আপনমনে বিড়বিড় করে বললেন; দাঁড়ান, দাঁড়ান। হেমন্তবাবুর এই গানের পর কি কোনও গান হয়! সংগীতের প্রতি এমন গভীর অনুরাগ ও অন্য শিল্পীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করার এই উদারতা ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ। যে মানুষটি নিজে অগণিত কালজয়ী গান উপহার দিয়েছেন, তিনিই অন্য এক প্রতিভার সান্নিধ্যে এসে মুহূর্তের জন্য পরম অনুরাগী ছাত্র হয়ে উঠতেন। ১৯৭৮ সালে বোম্বের রাজকমল স্টুডিয়োতে 'গণদেবতা' চলচ্চিত্রের গানের কাজ চলছে। মান্না দে গান গাইতে এসে আচমকাই স্টুডিয়োর ভেতরে 'স্পটরান' শুরু করলেন। এই দৃশ্য দেখে উপস্থিত সকলে বেশ অবাক হলেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় কৌতুকভরে প্রশ্ন করলেন; কী হচ্ছে আপনার এটা? মান্না দে অম্লান হাসিতে উত্তর দিলেন; এই গানটার আগে গা-টা একটু গরম করে নিই! প্রতিটি সুরকে নির্ভুলভাবে পরিবেশন করার জন্য কণ্ঠ ও শরীরকে প্রস্তুত করা;এই ছিল তাঁর সংগীতসাধনার নিষ্ঠা। গান গাওয়ার আগে নিজের শরীরের ওপর তাঁর এই যে নিয়ন্ত্রণ, তা-ই তাঁকে স্বতন্ত্র করে তুলেছিল। একদিন বিকেলে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বাসভবনে উপস্থিত হলেন মান্না দে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত পরিচালক তরুণ মজুমদার। মান্না দে-কে একটি বাউল গান শেখাচ্ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কিন্তু হঠাৎই তরুণ মজুমদার গানের নির্দেশনায় হস্তক্ষেপ করে নিজের মতো করে অভিব্যক্তি বা এক্সপ্রেশন বোঝাতে শুরু করলেন।

ভারতে বাদশাহী দুর্গ

ফোর্ট তো এই সাবকন্টিনেন্টে আছে অজস্র। দেখি কেবল হাতে গোনা গুটি কয়েক। এর মাঝে রইছে আজমীর থেকে দিল্লী আসার সময় ট্রেনে দেখতে পাওয়া গোয়ালিয়র ফোর্ট। দূর থেকে কেল্লার মতো দেখায়। দিল্লীর লাল কেল্লা তো এক জায়গায় থেকে পুরো দেখার সুযোগ নেই। লালবাগের কেল্লায় কত কিছু। বাদশাহী হাম্মামখানা, বাঁধাই করা পাড়ের পুকুর, দোতলা তিনতলা ইনকমপ্লিট ভবনাদি। পরী বিবির মাজারের কথা নাই বা বললাম, কারণ সেটা তো মূল পরিকল্পনায় ছিল না, মাঝ পথে মারা যাওয়ায় ফোর্ট বানান বন্ধ করে এই মাজার বানান শায়েস্তা খাঁ। তখন বড় কাটরা ছিল আগেই বানানো। ছোট কাটরা বানিয়েছিলেন তিনি। আর লাল কেল্লার ভেতর যে হাম্মামখানা বানিয়েছিলেন, সেটাতেও তো প্রাসাদ তুল্য নিবাস ছিল। তারপরও তিনি থাকতেন কিন্তু বুড়িগঙ্গায় ভাসমান বজরায়। এর পক্ষে তত্ত্ব আছে অনেক। কন্যা মারা যাওয়ায় কেল্লাকে তাঁর কাছে অশুভ লাগত, নদীতে দ্রুত জায়গা বদলানোর সুবিধার কারণে নিরাপত্তা, তৃতীয়ত নদীর বুকে বাস করার বিলাসিতা। মোট কথা লালবাগের কেল্লা বানানো হয়েছিল সুবেদারের থাকার জন্য, কিন্তু তিনি থাকতেন নৌকায়। টিপু সুলতানের শ্রীরাঙ্গা পাতনার যে ফোর্ট, শেষ সেই যুদ্ধকালে তো ছিলেনই সেই দুর্গের মাঝে। সেই দুর্গের দরজা কিংবা প্রাচীর ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকতে পরে ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। সেটাও সম্ভব হতো না টিপু সুলতানের আর এক মীর, মীর সাদিক দুর্গের দুর্বল অংশ টুকুর খোঁজ না দিলে। সেই ফোর্টে প্রাসাদ ট্রাসাদ ছিল ভেতরেই, কেবল মসজিদটা ছিল বাইরে। সেই মসজিদটা এখনও আছে। সেই ফোর্টটা ভুমিস্ম্যাত করে ফেলেছে বৃটিশরা, নাহলে দেখতে পাওয়া যেত। আবার বাঙ্গালোর ফোর্টে দেখছি মন্দিরও আছে ভেতরে। অনেক উঁচু প্রাচীর। সেই ফোর্ট তো বৃটিশদের আগে ছিল টিপু সুলতানেরই। কিন্তু এই ত্রিভুজ জলদুর্গের এই তিন ফোর্টে এখন এ সবের কিছুই নেই। হাজীগঞ্জ ফোর্টের ভেতর ছোট্ট মতো একটা ঘর আছে মধ্যিখানে, সম্ভবত রসদ মজুদের গুদাম টুদাম কিছু। মগ ফিরিঙ্গি ঠেকানো জন্য ঐতিহাসিকেরা এই তিনটেকে একত্রে নাম দিয়েছেন 'ত্রিভুজ জলদুর্গ' বা 'ট্রায়াঙ্গল অব ওয়াটার ফোর্ট'। দুর্গ তিনটেই বানিয়ে গিয়েছিলেন মীর জুমলা। আর এইগুলারে সফল্‌ভাবে কাজে লাগিয়ে চূড়ান্ত সাফল্য এনেছিলেন সুবেদার শায়েস্তা খাঁ, যাকে বলা হয় বাংলার শ্রেষ্ঠ মোগল সুবেদার। মগদের তো আর এই ফোর্ট টার্গেট ছিল না। এদের টার্গেট ছিল সমৃদ্ধ জনপদ। সেনাদের থাকারও চিহ্ন নেই। সেনারা থাকতো সম্ভবত তাঁবু কিংবা অস্থায়ী শেডে। তিনটের এই ইদ্রাকপুরেরটাতেই গোল এই ড্রাম। তার সাথে বাড়তি রহস্য সুরুঙ্গ। এখন সুরুঙ্গ দেখতে পাওয়া যায় না

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

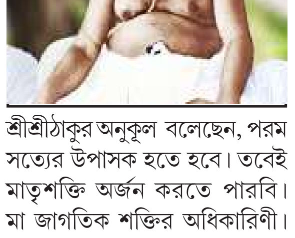

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলেছেন, পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মাতৃশক্তি অর্জন করতে পারবি। মা জাগতিক শক্তির অধিকারিণী।

মা এর মধ্যেই প্রকৃত মাতৃশক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে গেলে মাতৃভক্ত। সৎ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সাধক। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই আসে সেই অভয় শক্তি। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ শক্তির কথা বলতেন অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাস করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জয়ী হওয়ার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি চাই।

কবিগুরুর রাষ্ট্র চিন্তা ঃ 'বিদেশি রাজা চলিয়া গেলেই দেশ যে আমাদের স্বদেশ হইয়া উঠিবে তাহা নহে'

রবীন্দ্রকুমার শীল

(দেশ স্বাধীনতা লাভ করার বহু আগেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারত সম্পর্কে যেসব চিন্তাভাবনা করে গিয়েছিলেন আজকে তার চিত্রই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ভারতের রাষ্ট্রদর্শন সম্পর্কে যে সত্য কথা প্রকাশ করে গিয়েছিলেন কবিগুরু তা কেন আজকে সকলের অগোচরে থেকে গেল তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিতে শুরু করেছে। রবীন্দ্রনাথের

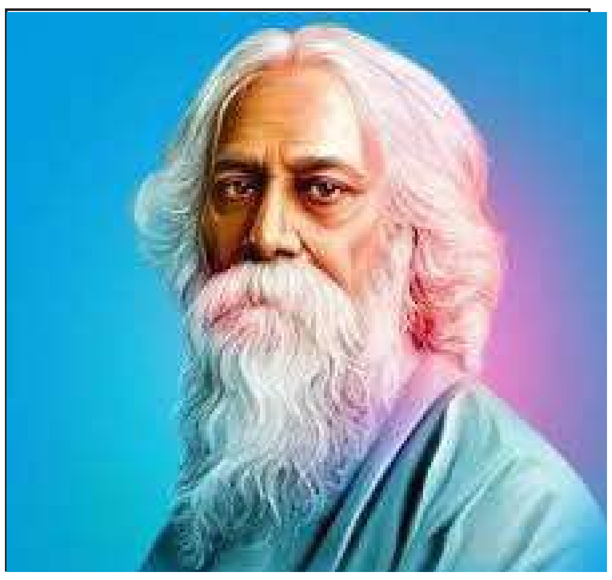

রাষ্ট্র চিন্তা এবং ভাবনা সম্পর্কে সকলের জানা উচিত। তিনি যে সত্য প্রকাশ করে গিয়েছেন আজকে গণতান্ত্রিক ভারতের তার চিত্রই পরিস্কার হয়ে ফুটে উঠতে শুরু করেছে। ২০২৬ সালে ভোট পর্ব যখন শুরু হচ্ছে তখন রবীন্দ্রনাথকে আবার একবার স্মরণ করা উচিত এবং এখন তাঁর রাষ্ট্র চিন্তা নিয়ে ভাবনার সময় এসে গিয়েছে)।

রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা। জীবন ও অনুভব-কর্ষিত যত ফসল রবীন্দ্র নাথ ফলিয়েছিলেন পরিমাণ ও প্রাখর্যে তা বিস্ময়কর, তাঁর অশীতিবর্ষী সুদীর্ঘ জীবনসীমা সত্ত্বেও পৃথিবীতে তুলনারহিত। তিনি মুখ্যত শিল্পী ছিলেন - এই অসংশয়িত সত্যের বাইরেও আর এক রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে থাকেন, যিনি রসস্রষ্টা নন বলে শিল্প-ভোক্তার অনুকম্পায়ীও নন। গগনবিহারী, শিল্পচৈতন্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূকে এড়িয়ে, আমরা ইচ্ছা করলে, শুধুমাত্র এক ধীমান, প্রখর বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন, পরম সামাজিক ও কর্মিষ্ঠ বাঙালির মুখোমুখিও আমরা দাঁড়াতে পারি। তাঁরও নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভাবতে প্রলুব্ধ হই, বাণী ও বর্ণের শিল্পী যদি তিনি না হতেন তাহলে চেনা-রবীন্দ্রনাথের যেটুকু অবশিষ্ট থাকবেন তাও কি 'অন্য-এক' অথচ 'সম্পূর্ণ' রবীন্দ্রনাথ নন? কবি বা শিল্পী বা সুরকার হয়তো নন, তবু রাজনীতিক, সংগঠক, প্রজ্ঞাবান দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী রূপেও অ-খণ্ডিত ও পূর্ণ এক সামাজিক ব্যক্তি - সেও কি কম আকর্ষণীয়? এমন ব্যক্তি তো থাকতেই পারেন, সব সমাজের মতো আমাদের সমাজেও, যিনি শিল্পসংবেদী নন; তাঁর কাছেও তা হলে থেকে যান আরেক জন, অ-কবি, হৃতশিল্প, কিন্তু সমাজলিপ্ত জাগতিক, রবীন্দ্রনাথ।

আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই যে, শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর ধারণাগত (conceptual) সংশ্লেষণকে স্ব-কল্পনায় চাক্ষুষ করা ও তা বাস্তবায়নের জন্যই তিনি বঙ্গসংস্কৃতির ইতিহাসে প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষরূপে গণ্য হতেন; এবং এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি পর্যায়ে তাঁর সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও প্রত্যক্ষ কর্মসাধনার জন্য তিনি ভবিষ্যপ্রজন্মের নিকট অবশ্য পঠনীয় বলে সুদীর্ঘকাল বিবেচিত হতেন। রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রধান অসুবিধে তাঁর বিশালত্ব, বহুমাত্রিকতা ও শাবল্য; একসঙ্গে সবটুকু রবীন্দ্রনাথকে আলিঙ্গন আমাদের সাধ্যের বাইরে থেকেই যায়। রবীন্দ্রজীবনের পাঠকমাত্রেই জানেন যে, তাঁর চরিত্রে শৈথিল্য ও অন্যমনস্কতা স্বভাবপরিপন্থী ছিল। সারা জীবনে দায়িত্ব-এড়ানোর নজির তিনি কোথাও রাখেননি। প্রথম বিলেত গিয়ে ছিলেন সতেরো বছর বয়সে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মুখচোরা ছেলেটি লজ্জা কাটিয়ে মেম সাহেবদের সঙ্গে নেচেছে, খোশগল্প করেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে হেনরি মর্লির ক্লাস করতে গেছে, পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তালিম নিয়েছে- বয়োঃধর্মে এই সবই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। অতিরিক্ত দুটি ঘটনায় আমাদের মন আটকে যায়, যেহেতু বয়োঃধর্মের ব্যাকরণে তা মেলে না। সে সময়ে লিপিবদ্ধ কড়চাতে দেখা যায় ঐ তরুণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ ইংরেজ সমাজের যেমন তীব্র সমালোচক, তৎসঙ্গে প্রবাসী ইঙ্গবঙ্গ সমাজেরও; তেমনি পার্লামেন্টে গিয়ে গ্ল্যাডস্টোনের বক্তৃতা শুনতেও ভোলে না, নিজের পক্ষপাতিত্ব জানায় বঞ্চিত আইরিশ দের প্রতি। ইত্যাকার ঘটনাবলি এই অর্থে প্রতীকী যে, এই তরুণ পরবর্তী জীবনেও যে সর্বতোভাবে নির্মোহ ও সময়স্পর্শিত হয়েই কাটাবেন, তার ইঙ্গিত এখানে মিলছে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ তার জীবদ্দশায় দেশে কি বিদেশে সংঘটিত যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় সর্বদা সাড়া দিয়েছেন। স্বদেশের ভাবনা জগতে ও বিভিন্ন রাষ্ট্রিক-সামাজিক কর্মপ্রবর্তনায় তাঁর অংশগ্রহণ সর্বদাই স্বতঃস্ফূর্ত থেকেছে।

যেখানে তিনি শিল্পী নন, শুধুই সমাজকর্মী ও দেশচিন্তক এবং মননে ও অনুভবে বিশ্বনাগরিক, সেই স্বল্পচেনা রবীন্দ্রনাথের নিকটেও বাঙালির বৈদগ্ধ্যঋণ অপরিশোধ্য। কিন্তু সেই প্রসঙ্গটিদৈশিক শিল্পজগতের নয়; তার ক্ষেত্রে সভ্যতাবিবর্তনের আলোকে দেশ ও লোক-সাক্ষিক সমাজভাবনা, রাষ্ট্রচিন্তা। এবং সেখানেও যিনি সম্রাট, তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে জনৈক দেশপ্রেমী ও বিশ্বমানবিক বাঙালি ভাবুক।

বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের নানা অবস্থা এবং আমার নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল আমি চিন্তা করেছি এবং কাজও করেছি। যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে, তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সঙ্গত। রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোনো-এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয়নি- জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। - 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত', 'কালান্তর' বার্ধক্যের স্মৃতিচারণে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ঃ 'কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না।' একটু ঘুরিয়ে এ-কথাটিই তিনি তাঁর স্বদেশানুভূতি বিষয়ে বলতে পারতেন - 'কবে যে দেশকে জানিতাম না তাহা মনে পড়ে না', কারণ বুদ্ধি ও জ্ঞান-বাহিত উপলব্ধির বহু পূর্বেই তিনি আনন্দানুভূতির সূত্রে দেশকে বোধের মধ্যে অনুভব করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর শৈশব-বাল্য-কৈশোরের সবটুকুই কেটেছিল স্বদেশপ্রেমে মাতাল পারিবারিক আবহাওয়ায়। 'জাতীয় মেলা' বা 'হিন্দু মেলা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঠাকুরবাড়িরই আনুকূল্যে ১৮৬৬ সালে, রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন পাঁচ এবং আট বৎসর পরে তেরো-পেরুনো সদ্য-কিশোর তিনি পাঠ করেছিলেন তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা ঃ 'হিন্দুমেলার উপহার'। অনেক পরে, তেষট্টি বৎসর বয়সে, বৃদ্ধ কবি তাঁর এক আত্মজৈবনিক ইংরেজি রচনায় ঐ বিশেষ শৈশবপরিবেশ ব্যাখ্যা করেছিলেন ঃ "There was yet another movement started about this time in my country which was called National. It was not fully political– but it began to give voice to the mind of our people trying to assert their own personality.

দেশহিতৈষণার এই ভাবতরঙ্গ উদীয়মান তরুণ কবিকে উদ্দীপিত করেছিল অবশ্যই, কিন্তু বাৎসরিক ঐ মেলা যথোচিতকালে স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করলে তিনি দুঃখিত হননি, কারণ বিশ/বাইশ বছর বয়সে পৌঁছুতে-পৌঁছুতে তিনি জেনেছিলেন যে, 'জাতীয় মেলা' যত আদর্শিকই হোক না কেন বৃহত্তর জনগণের সঙ্গে তাঁর কোনো নাড়ির বন্ধন নেই। তাঁর বয়স যখন প্রায় তিরিশ, তখন থেকে আমরা তাঁকে দেখি এ দেশের ব্রিটিশ রাজত্বের বিভিন্ন ত্রুটি, হৃদয়হীনতা ও অমানবিকতা সম্পর্কে তীব্রভাবে সমালোচনা-মুখর। আমাদের মনে না পড়েই পারে না যে, এ সেই সময় যখন তিনি পারিবারিক দায়িত্ব পালনে জমিদারি তদারকিতে গ্রামবাংলা ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সমাজকর্মী ও রাজনীতিক হিসেবে অন্যতম মুখ্য ভূমিকা পালন অনতিদূরে অপেক্ষমাণ। রাজনীতির উপরে তাঁর আস্থা এ সময়েই হ্রাস পেতে থাকে। ১৯১৬ সালে মার্কিন দেশে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন ঃ Our real problem in India is not political. It is social. This is a condition not only prevailing in India but among all nations. I do not believe in an exclusive political interest.

তাঁর এই অবস্থান প্রত্যক্ষ অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতার ফসল ঃ দেশের হিতের সঙ্গে দেশ নেতাদের রাষ্ট্রভাবনা ও রাজনীতি বিজ্ঞানের যে কোনো সম্পর্ক নেই, তা তিনি অনেক ঠেকে শিখে ছিলেন। তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' (১৩১১) প্রবন্ধ এবং পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে (১৩১৪) তাঁর সভাপতির ভাষণ পাঠ করলেই তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণক্ষমতা এবং মোহমুক্তির ছবি স্পষ্ট হবে। 'বিদেশী রাজা চলিয়া গেলেই দেশ যে আমাদের স্বদেশ হইয়া উঠিবে তাহা নহে।... একবার সত্য করিয়া ভাবিয়া দেখো, দেশ আমাদের হইতে কত দূরে, কত সুদূরে'- (ক্রমশ)

কলকাতার ডায়েরি ঃ জিপিও থেকে রাজভবন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

শঙ্করলাল কর্মকার

এগোনোর পথ একাধিক। সবচেয়ে সহজ এবং সংক্ষিপ্ত রাস্তা? জিপিও থেকে নাক বরাবর সোজা কাউন্সিল হাউজ স্ট্রিট। বড়জোর দশ মিনিট হাঁটলেই গন্তব্যে পৌঁছতে পারবেন। কিন্তু তাড়াহুড়োর কিছু নেই। জিপিও-র ট্র্যাফিক সিগনালে রাস্তা পেরিয়ে বাঁদিকের ফুটপাথ ধরুন। কয়েক পা হেঁটেই দেখবেন ব্রিটিশ আমলের একটি সুদৃশ্য চারতলা লাল-সাদা বাড়ি। একতলার দেওয়ালে দুটি ফলক, যা বলে দেয় এই বাড়ি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সম্পত্তি, এবং বর্তমানে একতলায় রয়েছে আরবিআই মিউজিয়ম। ঢুকে পড়ুন দরজা ঠেলে। অনেকেই হয়তো জানেন, ১৯৩৫ সালে কলকাতাতেই পত্তন হয় ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের। দুবছর পর সদর দফতরের তৎকালীন বম্বে শহরে স্থানান্তর হলেও কলকাতায় প্রাতিষ্ঠানিক শিকড় যে আজও গভীরে, তা বুঝতে পারবেন ছোটখাটো এই মিউজিয়মটি ঘুরে দেখলেই। বাঁদিকের ফুটপাথ ধরে আরও একটু হাঁটলে অবশ্যই রাজভবনের পশ্চিমদ্বার। রাজভবন (বর্তমানে লোকভবন) নিয়ে নতুন করে কীই বা বলার আছে। তবু কিছু খুঁটিনাটি ঝালিয়ে নেওয়া। যেমন ধরুন কলকাতা রাজভবনের নির্মাণ শুরু হয় ১৭৯৯ সালে। তখন নাম ছিল গভর্নমেন্ট হাউজ, এবং তাঁর ভাবনা অনুযায়ী 'শাসকশ্রেণীর' উপযুক্ত এই ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন ভারতের তৎকালীন বড়লাট বা গভর্নর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি। এর আগে বড়লাটের বাড়ি বলতে বোঝাত গভর্নমেন্ট হাউজ-এর জমিতেই দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ একটি ভাড়াবাড়ি। চার বছর লাগে নির্মাণ শেষ হতে, খরচ পড়ে ৬৩ হাজার পাউন্ড-এরও বেশি। গুগল করলেই বুঝবেন আজকের মুদ্রার হিসেবে কী বিপুল ছিল খরচের পরিমাণ। এই অত্যধিক ব্যয়ের ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির টাকা অপচয়ের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন ওয়েলেসলি, এবং ১৮০৫ সালে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন। চাকরিটা যায় বটে, তবে কলকাতায় রেখে যান উৎকৃষ্ট মানের এই স্থাপত্যকীর্তি। এই প্রাসাদেই ১৮৯২ সালে ভারতের প্রথম 'লিফট' বা 'এলিভেটর' বসায় ওটিস এলিভেটর কোম্পানি। সাধারণ অবস্থায় লোকভবনে ঢোকার উপায় নেই, কাজেই এবার নজর ঘোরান যে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছেন, তার দিকে। এই রাস্তা এবং কিরণ শঙ্কর রায় রোডের সংযোগস্থলেই ১৭৬৬ সালে নির্মিত হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টর-দের কাউন্সিল

হাউজ। রাস্তার নামের কারণ এবার বোঝা গেল। এখানেও ঢুকে পড়ছেন ওয়েলেসলি, কারণ ১৭৯৭ সালে তাঁর উদ্যোগেই ভেঙে ফেলা হয় কাউন্সিল হাউজ এবং আশেপাশের আরও কয়েকটি বড়সড় বসতবাড়ি। ফাঁকা জায়গায় উঠে আসে 'ট্রেজারি বিল্ডিং' অর্থাৎ কোষাগার। একদা ব্রিটিশ প্রশাসনের অর্থ দফতরের কেন্দ্রবিন্দুতে স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে স্থান পেয়েছে সরকারের অডিট ও অ্যাকাউন্টস বিভাগের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অফিস। রাজভবনের উত্তরপশ্চিম কোণে দাঁড়িয়ে সেন্ট জনস চার্চ (সমসাময়িক ব্রিটিশ অনুবাদকের লেখায় 'সাধু যোহানের গির্জা'), আমাদের আজকের গন্তব্য। এই গির্জার নির্মাণ শুরু হয় ১৭৮৪ সালে, 'পাবলিক লটারি' মারফত তোলা তৎকালীন ৩০ হাজার টাকা দিয়ে। কাজ শেষ হয় ১৭৮৭ সালে, এবং গির্জার জমি কোম্পানিকে দান করেন শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর।

কলকাতার তৃতীয় প্রাচীনতম গির্জা হিসেবেই শুধু নয়, সেন্ট জনস গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য কারণেও। এখানেই চিরশয্যায় শায়িত জোব চার্নক এবং 'বেগম' ফ্রান্সেস জনসন-এর মতো প্রাচীন কলকাতার বহু বিশিষ্ট নাগরিক, এবং ব্যারাকপুরে তাঁর সমাধি সরে না যাওয়া পর্যন্ত লেডি ক্যানিং-ও।

২০২৬ বাংলার বিধানসভা নির্বাচন ঃ বিজেপি তৃণমূল ভোট যুদ্ধ

তন্ময় সিংহ

গ্রীষ্মের ভোটে হেমন্তের উপস্থিতি নিশ্চিত করা নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ও প্রশাসনিক বদলির পরেও দ্বিতীয় দফার ১৪২ আসনে লড়াই দিতে মাঠে থাকবে ডাবল ইঞ্জিনের স্বপ্ন। পরিবর্তনের স্বপ্নে বিভোর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ২০২১ এ সারা পশ্চিমবঙ্গে ভোট করিয়েছিল আট দফায়। হুইল চেয়ারে চেপে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি খেলা হবে স্লোগান দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ দাপিয়ে তৃণমূলকে এনে দিয়েছিলেন রেকর্ড জয়। যদিও ওই ভোটের আগেই তৃণমূলের বৃহত্তর দ্বিতীয় প্রজন্মের নেতৃত্ব দল থেকে ২০১৯ এর পর থেকেই বিজেপিতে যাতায়াত শুরু করেছিল এবং মুকুল রায়ের পরবর্তীকালে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতা শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিতে যোগদানের সাথে সাথেই কৈলাস বিজয়বর্গীয় নজরদারিতে থাকা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মনে হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের বিজয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। তারপর ভাগীরথী আর গঙ্গাতে অনেকবার হিল্লোল উঠলেও দিদির সাথেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ স্বচ্ছন্দ্য থেকেছে ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে ও। আর এই দুই ভোটে একাধিক দফাতে সুবিধা করতে না পেরে এবার প্রথম থেকেই বিজেপির দাবি ছিল এক বা দুটো ভাগে পশ্চিমবঙ্গে ভোট করতে হবে। সেই অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন আজ পশ্চিমবঙ্গের ভোট ঘোষণা করলেন দুই দফা তে। তার পরেই পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের বদলি ও নতুন নিয়োগের মাধ্যমে প্রশাসনের মধ্যে নাড়া দিয়ে হিল্লোল উঠলো সংবাদ মাধ্যমে।

কিন্তু প্রথম দফায় ১৫২ টি আসনে উত্তরবঙ্গ থেকে জঙ্গলমহল এবং অধুনা অধিকারী গড় পূর্ব মেদিনীপুরে ভোট হয়ে যাবার পরে দ্বিতীয় দফায় যে ১৪২ টি আসনে ভোট হবে সেখানে বিজেপির টিকে থাকবে তো এটাই বড় প্রশ্ন নির্বাচন কেন্দ্রগুলির সিলেকশনের পর। কেন্দ্রীয় সরকারে থাকার অনেক গুলো সুবিধা আছে তার মধ্যে অন্যতম দলের পক্ষে যন্ত্রকে অনেকটাই নিজের সুবিধা মতন ব্যবহার করা। এবারে নির্বাচন কমিশন যে রাজ্যগুলিতে বিধান সভা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছে তার মধ্যে সবচেয়ে দেরিতে নির্বাচন করা যেত আসামে, সেখানেই প্রথম দফায় ভোট সম্পূর্ণ হচ্ছে ৯ এপ্রিল।

অর্থাৎ চিন্তা ভাবনাটা স্পষ্ট আসামের মুখ্যমন্ত্রী যিনি অধুনা কুখ্যাত, কংগ্রেসী ঘরানা থেকে আসার পরেও তাঁর ধর্মীয় মন্তব্যের জন্য। কিছু দিন আগে তার দেওয়া নিদানের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে, আজ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বললেন এখনো নির্বাচনবিধি লাগু হয়নি, তাই তার আগের মন্তব্যের নিয়ে নির্বাচন কমিশন কোন মন্তব্য করবে না। আসামের এই মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অধুনা বিজেপির ব্লু আই এড বয়। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে যতটা বেশি সম্ভব তাঁকে ব্যবহার করা যায়, এবং বাংলার মানুষকে যতটা সম্ভব পোলারাইজড করা যায় সেই চিন্তা ভাবনা থেকেই অসমের নির্বাচন হলো প্রথম দফাতে।

কিন্তু তারপরেও এইভাবে নির্বাচনী কেন্দ্রগুলিকে ভাগ করা আসলে অনেকটা খেলার মাঠে খেলতে নামার আগেই ওয়াক ওভার দিয়ে দেওয়ার মতনই, অথবা লিলিপুটদের সাথে গালিভারের লড়াই। বিজেপির হয়ে পশ্চিমবঙ্গের সমীক্ষাকারী সমস্ত সংস্থা এবং পার্টির আভ্যন্তরীণ রিপোর্টেও কলকাতা চব্বিশ পরগনা সহ পূর্ব বর্ধমান এলাকায় যে পার্টি ভালো ফল করবে, সে সম্পর্কে কোন আশার আলো সম্ভবত দুরাশাতেও নেই। একটাই ভরশা যদি প্রথম দফার ১৫২ টি আসনে যন্ত্রের সাহায্যে ও মোটামুটি নিজেদের সফলতা পাওয়া এলাকায় লড়াইয়ে থেকে ইভেন প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করে নেওয়া যায় তাহলে দ্বিতীয় দফাতে ফিল গুড ফ্যাক্টর তৈরি হবে। অন্যথায় আবার একই চিত্র, যাই হোক নির্বাচন পর্যন্ত আলোচনা চলবে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আপাতত নির্বাচনের তারিখ ঘোষণাতে কিন্তু পিছিয়ে বিরোধী শিবির এবং দ্বিতীয় দফাতে পরিষ্কার হতাশাই হয়তো ভবিষ্যৎ। **(লেখক অ্যাপেক্স পলিটিক্যাল রিসার্চ সংস্থার অ্যানালিস্ট)**

সংযোজন ঃ এবারে ভোট যুদ্ধটা মূলত হচ্ছে বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে। বাম এবং কংগ্রেস দলের কোনও বলিষ্ঠ ভূমিকা নেই ২০২৬ সালের বঙ্গ ভোট যুদ্ধে। কংগেস, বাম, তৃণমূল সহ বিরোধী দল বিজেপির বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় জোট করেও বিজেপিকে পরাস্ত করার কোনও রাস্তা এখনও পর্যন্ত বের করতে পারেনি। জোট সংগঠন শক্তিশালী হতে পারেনি। ফলে বিজেপি দেশে একচ্ছত্র অধিপত্য বিস্তার করার দিকে নজর দিতে শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ওড়িশা, ত্রিপুরা, আসামে বিজেপি শাসন চলছে। সেখানকার বিরোধী দল বিজেপিকে পরাস্ত করতেপারেনি। এখন বিজেপির লক্ষ্য হচ্ছে বাংলা। তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করার পথ ধরলেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে বিজেপি এবাবের তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সরাসরি ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ। বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী ভবানী পুর কেন্দ্রে বিজেপি দলের প্রার্থী হয়েছেন। তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং তৃণমূল কংগ্ররে নেত্রী মমতা বিরুদ্ধে ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ। তার ফলে এটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে যে বিজেপি এবারে সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী লড়াই করতে প্রস্তুত। তার জন্য তারা সক্রিয়। তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে শক্ত জমি তৈরি করে বিরোধী দল বিজেপির সঙ্গে লড়াই করে এসেছিল আজকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে বিজেপি সেখানে হানা দেওয়ার চেষ্টা করে দখল করতে মিরিয়া। রাজনৈতিকর পর্যবেক্ষকেরা বলতে শুরু করেছেন যে বিজেপি দল বাংলার ভালো আসন নিয়ে নেবে। তারা যেভাবে তৃণমূলের অন্তর্দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে ভোট নেওয়ার কৌশল অবলম্বন করেছে তাকে কীভাবে রুখে দিতে পারেন নেত্রী। মোদি চ্যালেঞ্জকে রুখে দিতে গেলে এখন তৃণমূল কংগ্রেসকে নির্বাচনী যুদ্ধে কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের মাছ চাষ ঃ সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট

বুদ্ধদেব মিশ্র

বাংলা হচ্ছে মাছের দেশ। বাংলার মাছের বিশ্বখ্যাতি রয়েছে। সেই কারণে বাংলায় মাছ চাষ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বেশ কয়েকটি গবেষণা কেন্দ্র তৈরি করেছে কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেছে। বাংলার মাছের এত মিষ্টতা যে তার তুলনা পাওয়া ভার। মাছ চাষকে আরও জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি বছর বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভার আয়োজন করে থাকে। এবারে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার মাছ নিয়ে আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছিল। সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ব্যারাকপুর আজ ৮০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করেছে যা ভিক্সিত ভারত ২০৪৭-এর লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ মৎস্য খাতে উচ্চতর জ্ঞানের সাথে অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে স্কেলড-আপ প্রযুক্তির সম্প্রসারণে সামগ্রিক অর্জনকে স্মরণ করে। ডক্টর পি কে ঘোষ, ভিসি, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষে ICARCIFRI-এর ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

প্রতিষ্ঠা দিবসে সম্মানিত অতিথিরা ছিলেন ড. টি. কে. দত্ত, ভিসি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের, ড. এ. কে. পাত্র,

ভিসি, বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ড. গৌরাঙ্গ কর, পরিচালক, আইসিএআর-ক্রিজাফ, ড. ডিবি।

শাক্যওয়ার, পরিচালক, (ICARNINFET) ডাঃ প্রদীপ দে, পরিচালক তার বক্তব্যে ইনস্টিটিউটের মূল অর্জন তুলে ধরেন। তিনি দেশের মোট মাছ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিতে প্রতিষ্ঠানটির ৮০ বছরের অবদান তুলে ধরেন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট অফ ফিশারিজ ইন্ডিয়া মিনিস্ট্রি অফ এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফার্মার্স ওয়েলফেয়ার, ভারত সরকারের ফিশারিজ মন্ত্রক, পশুপালন (ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।)

বানেশ্বর মন্দিরে পূজো দিয়ে প্রচার শুরু উত্তরের বিজেপি প্রার্থী সুকুমার রায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ১৮ মার্চ ঃ বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পরেই কোচবিহারের নটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে চারটি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী

তালিকা ঘোষণা করেছে। কোচবিহারের উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করেছে গতবারের বিজয়ী বিধায়ক সুকুমার রায়কে। বাইরে থাকার কারণে গতকাল রাতে তিনি কোচবিহারে এসে পৌঁছান এবং বুধবার সকালবেলা কোচবিহারের বানেশ্বর মন্দিরে পুজো দিয়ে তার নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন তিনি। গতবার এই কেন্দ্র থেকেই ১৫ হাজারের বেশি ভোটে জয়লাভ করেছিলেন সুকুমার রায়। এর আগে জেলে থেকেও তিনি ভোটে লড়াই করেছিলেন যদিও সেইবার তিনি জিততে পারেননি। গতবার কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূল-কংগ্রেসের প্রার্থী ছিল বিনয় কৃষ্ণ বর্মন। তিনি মাথাভাঙ্গার বাসিন্দা ফলে উত্তর কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েও তৃণমূলের চরম গোষ্ঠীকোন্দলের সম্মুখীন হতে হয়েছে তাকে। এবার প্রার্থী উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবার প্রার্থী হতে না পারলেও তার অনুগামী হিসেবে পরিচিত পার্থ প্রতিমরায় উত্তরে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। দীর্ঘদিন ধরেই জেলা সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক এবং রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও পার্থ রায়ের মধ্যে সংঘাত চলছিল। তবে গতকাল রাতে প্রার্থী ঘোষণার পর কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অভিজিত দে ভৌমিক এবং পার্থপ্রতিম রায়কে একই ফ্রেমে দেখতে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই ব্লকের তাঁবর নেতা প্রাক্তন ব্লক সভাপতি সজল সরকার বর্তমানে জেলে রয়েছেন। এই সজল সরকার রবীন্দ্রনাথ ঘোষ অনুগামী বলেই পরিচিত। পরবর্তীতে ব্লক সভাপতি করা হয় অভিজিত দে ভৌমিক ঘনিষ্ঠ শুভঙ্কর দে (ছন্দ)। এমত অবস্থায় পার্থপ্রতিম রায় নিজের দলের কতটা সমর্থন আদায় করতে পারেন তা নিয়ে রয়েছে প্রশ্ন ? অপরদিকে প্রার্থী হবার পর বুধবার বানেশ্বর মন্দিরে পূজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন সুকুমার রায়। গতবার এই বিধানসভা কেন্দ্রের চারটি অঞ্চল থেকে তিনি পিছিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন - জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। তিনি আরো বলেন পরিবর্তন হচ্ছেই মানুষ মুখিয়ে রয়েছে। তৃণমূলের কোনো দাদাগিরি বরদাস্ত করা হবে না। যদিও পার্থ প্রতিম রায় যে তার বিষয়ে ১০০ শতাংশ আশাবাদী। এমতাবস্থায় এখন দেখার তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল উত্তরে প্রভাব ফেলে নাকি বিজেপির দাপটে নেতা সুকুমার রায় ক্লিন সুইপ হন। উল্লেখ্য এবার উত্তর বিধানসভার যা একসময় বামেদের ঘাঁটি ছিল সেখানে ফরওয়ার্ড ব্লকের বদলে সিপিআইএম প্রার্থী প্রণয় কার্জী। প্রণয় কার্জী আশাবাদী বামেদের ভোট এবার বামেরা ফিরে পাবে। এমতাবস্থায় দেখার মানুষের রায় কোনদিকে যায়।

টিকিট না পেয়ে 'অভিমানী' এবং 'বিদ্রোহী' বিধায়ক, পরিবারের সদস্যকে নিয়ে দু'টি কেন্দ্র থেকে লড়ার কথা ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফরাক্কা, ১৮ মার্চ ঃ ফরাক্কা বিধানসভা আসন থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিট না পেয়ে দলের বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহ' ঘোষণা করলেন তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম। মঙ্গলবার কালীঘাট থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি দলের প্রার্থীদের যে তালিকা ঘোষণা করেছেন তাতে ফরাক্কার বিধায়ক মনিরুল ইসলামের নাম নেই। তাঁর পরিবর্তে ফরাক্কা আসনে তৃণমূল টিকিট দিয়েছে সামশেরগঞ্জের বর্তমান তৃণমূল বিধায়ক তথা জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসির সভাপতি আমিরুল ইসলামকে। তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিট না পেয়ে মনিরুল ইসলাম দাবি করেছেন -এসআইআর আন্দোলন করার জন্য তাকে 'বলির পাঁঠা' করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম পরিচিত বিড়ি ব্যবসায়ী মনিরুল ২০২১ সালে প্রথমবার ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হন। তার আগে প্রায় ২৫ বছর ওই কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের প্রতীকে মইনুল হক জয়ী হয়েছেন। ২০২১ -এর নির্বাচনে মনিরুল ইসলাম প্রথমবার ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের খাতা খুলতে সক্ষম হন। মনিরুল আশা করেছিলেন এ বছর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস তাঁকেই টিকিট দেবে। তৃণমূলের টিকিট না পেয়ে দলীয় প্রার্থীদের তালিকা ঘোষণা হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে দলের বিরুদ্ধেই 'বিদ্রোহ' ঘোষণা করে বসলেন এই বিধায়ক। মনিরুল ঘোষণা করেছেন, শুধুমাত্র ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্র নয় তাঁর পরিবারের অন্য এক সদস্য সামশেরগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র থেকেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। সূত্রের খবর মনিরুলের দাদা কাউসার আলী সামশেরগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছেন। তবে সাংবাদিকদের শত প্রশ্নেও মনিরুল ইসলাম খোলসা করতে রাজি হননি কোন দলের প্রতীকে তিনি ফরাক্কা বিধানসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছেন। এর উত্তর খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে বলে মনিরুল জানিয়েছেন। মনিরুল ইসলাম বলেন, তৃণমূল দল আমাকে টিকিট না দিলেও বিধানসভা নির্বাচনে লড়ার সিদ্ধান্ত তৃণমূলের বিরুদ্ধে আমার এক প্রতিবাদ। আমার পাশে ফরাক্কার বেশিরভাগ মানুষ যে রয়েছে তা এই নির্বাচনেই বুঝিয়ে দেব। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ফরাক্কা এবং সামশেরগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে 'খেলা হবে' দাবি করে মনিরুল বলেন, ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রে বেছে বেছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের নাম এসআইআর পর্বে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছিল। আমি তার প্রতিবাদে আন্দোলন করতে গিয়েছিলাম। সেটা হয়তো দল ভালোভাবে নেয়নি। তাই আমাকে 'বলির পাঁঠা' করা হলো। ফরাক্কাবাসীদের ভোটাধিকার বাঁচাতে গিয়ে আমি 'বলির পাঁঠা' হয়ে গেলাম। প্রসঙ্গত, এসআইআর পর্বে ফরাক্কা ব্লকে বেছে বেছে সংখ্যালঘু মানুষের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে এই অভিযোগ তুলে প্রায় এক মাস আগে বিডিও অফিসে ব্যাপক ভাঙচুর করা হয়। নিগৃহীত হন কয়েকজন সরকারি আধিকারিক। এই ঘটনায় পুলিশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মীকে

গ্রেপ্তার করে। এই মামলায় আদালত থেকে আগাম জামিন নিতে হয় মনিরুল ইসলামকে। মনিরুল বলেন, ফরাক্কাবাসী আমার হৃদয়ে রয়েছেন, আমি আশাবাদী ফরাক্কাবাসী তাঁদের হৃদয়ে আমাকে রেখেছেন। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে তা ফের একবার প্রমাণ করে দেবো। মনিরুল দাবি করেন, আমাকে তৃণমূল দল টিকিট না দেওয়ার প্রতিবাদে মন্ডলস্তর থেকেই ফরাক্কা ব্লকে তৃণমূলের বিভিন্ন পদাধিকারী নিজেদের পদ থেকে পদত্যাগ করতে চলেছেন। দলের আভ্যন্তরীণ চক্রান্তের শিকার হওয়ার জন্য আমাকে ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে টিকিট দেওয়া হলো না।

হরমুজে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিতে মার্কিন হামলা, বাড়ছে পশ্চিম এশিয়ার উত্তেজনা

ওয়াশিংটন, ১৮ মার্চ ঃ পশ্চিম এশিয়ায় সাম্প্রতিক সংঘাত আরও তীব্র আকার নিয়েছে। হরমুজ প্রণালীর কাছে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিতে শক্তিশালী বোমা ব্যবহার করে হামলা চালিয়েছে মার্কিন সেনা। সে দেশের সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, এই অভিযানে প্রায় ৫,০০০ পাউন্ড ওজনের 'ডিপ পেনিট্রেটর' বোমা ব্যবহার করা হয়েছে, যা ভূগর্ভস্থ শক্ত ঘাঁটি ধ্বংসের জন্য তৈরি। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) মঙ্গলবার (ভারতীয় সময় অনুসারে বুধবার) জানিয়েছে, লক্ষ্যবস্তুর ঘাঁটিগুলিতে ইরানের অ্যান্টি- শিপ ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন ছিল, যা আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলের জন্য হুমকি বলে মনে করা হচ্ছিল। হরমুজ প্রণালী বিশ্ব জ্বালানি সরবরাহের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বিশ্বের উল্লেখযোগ্য অংশের তেল এই পথ দিয়ে পরিবাহিত হয়। সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে এই জলপথ ঘিরে উত্তেজনা আরও বেড়েছে। এদিকে ইরান-ইজরায়েল সংঘাতও ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। ইজরায়েলের তেল আবিবের সংলগ্ন এলাকায় সাম্প্রতিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে বলে খবর। পাল্টা হামলায় ইরানের নিরাপত্তা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে হামলা করা হয়েছে বলে দাবি ইজরায়েলের। এই পরিস্থিতিতে সৌদি আরবও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা জোরদার করেছে। প্রিন্স সুলতান এয়ার বেসের কাছে একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধ করে ধ্বংস করা হয়েছে বলে সে দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই পরিস্থিতিতে বলেন, ইরানের সামরিক শক্তিকে অনেকটাই দুর্বল করা হয়েছে এবং এই সংঘাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অতিরিক্ত বাহ্যিক সহায়তার প্রয়োজন নেই। বিশেষজ্ঞদের মতে, হরমুজ প্রণালী ঘিরে ক্রমবর্ধমান সামরিক উত্তেজনা বিশ্ব অর্থনীতির উপর প্রভাব ফেলতে পারে, বিশেষ করে জ্বালানির দামে। দ্রুত কূটনৈতিক সমাধান না হলে পরিস্থিতি আরও বৃহত্তর সংঘাতের রূপ নিতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

টিকিট না পেয়ে চটেছেন বিদায়ী বিধায়ক অসিত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১৮ মার্চ ঃ নিজেকে 'চুনোপুঁটি' লোক বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। এমনকী, আক্ষেপের সুরে বলেছেন, আর তিনি রাজনীতি করবেন না। টিকিট না পেয়ে বেজায় চটেছেন চুঁচুড়ার বিদায়ী বিধায়ক তৃণমূলের অসিত মজুমদার। কারণ, তাঁর মন ভেঙে গিয়েছে। দলের উপর অভিমান করে তিনি বলেছেন, এরপর থেকে ফের ওকালতি শুরু করবেন। দরকারে বই পড়বেন, কিন্তু রাজনীতি আর নয়। টানা তিন বারের বিধায়ক এই অসিত। ২০১১ সালে যখন বামফ্রন্টের রাজত্ব, সেই সময় চুঁচুড়া থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে প্রথমবার জয় লাভ করেন তিনি। তবে, আজ দলের সুদিন। কিন্তু ২০২৬ বিধানসভা ভোটে প্রার্থী করা হয়নি এই অসিতকে। সেখানে প্রার্থী হয়েছেন, দেবাংশু ভট্টাচার্য। সাংবাদিকরা টিকিট না পাওয়া নিয়ে অসিতকে প্রশ্ন করেন, সুপ্রিমো কি এই নিয়ে অসিতের সঙ্গে কথা বলেছেন? তিনবারের বিধায়ক বলেন, অভিষেক ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বোময় নেত্রী। যেখানে আমরা তো চুনোপুটি লোক, তাহলে আমাদের সঙ্গে কেন কথা বলবে? আমি মনে করেছি খামতি নেই, ওরা মনে করেছে আমার খামতি আছে। না হলে তিনবার আমাকে দিল এবার দিল না কেন? দলের লোকেরা আমায় ভালবাসে, তাই ওঁদের মন ভেঙে গেছে। আসলে এটা আবেগ। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। তিনবার আমায় টিকিট দিয়েছে, এখন মনে করেছে দেবাংশু ভালো হবে তাই দিয়েছে। ধন্যবাদ জানালাম দলকে। এবার কী করে সময় কাটবে? উত্তরে অসিত বলেন, বই আছে, ক্লাব আছে, বই পড়ে সময় কাটাব। একদম তো বেকার হয়ে যাইনি, আবার দরকার বলে ওকালতি শুরু করব। উকিলের ডিগ্রি আছে। বার কাউন্সিলের সার্টিফিকেট আছে আবার কোর্টে যাব। তবে রাজনীতি আর করব না। রাজনীতি থেকে বিশ্রাম নিলাম।

রেকর্ড বাজেট বরাদ্দের সাথে 'সুপারফাস্ট রূপান্তরের' যুগে প্রবেশ ভারতীয় রেলওয়ের

মালিগাঁও, ১৮ মার্চ ঃ ভারতীয় রেল সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের এক নজিরবিহীন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যা কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭-এ ২.৭৮ লক্ষ কোটি টাকার রেকর্ড বরাদ্দর দ্বারা সমর্থিত। অনুদান দাবি বিষয়ে সংসদীয় আলোচনার জবাব দিয়ে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী ১৭ মার্চ ২০২৬-এ উল্লেখ করেছেন যে, সাধারণ বাজেটের সঙ্গে রেল বাজেট একীভূত হওয়ার ফলে যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, এই সংস্কারের ফলে বাজেটীয় সহায়তায় ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটিয়েছে, সারা বছর বাধাহীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া নিশ্চিত হয়েছে, এবং বিত্ত মন্ত্রণালয় ও নীতি আয়োগের সম্পৃক্ততায় প্রাতিষ্ঠানিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে স্বচ্ছতার উন্নতি সাধন হয়েছে-যা 'ধীর প্রবৃদ্ধি' থেকে 'সুপারফাস্ট রূপান্তর'- এর দিকে একটি উল্লেখযোগ্য উত্তরণ নিশ্চিত করে। মন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, কর্মচারী, পেনশন, জ্বালানি এবং অর্থসংক্রান্ততে বিপুল ব্যয় সত্ত্বেও, ভারতীয় রেলওয়ে ধাবাবাহিকভাবে একটি সামান্য উদ্বৃত্ত বজায় রেখে চলেছে। বৈদ্যুতিকরণ দক্ষতা বৃদ্ধি করা ক্ষেত্রে একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে, যার ফলে বছরে প্রায় ৬,০০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে ও ডিজেলের ওপর নির্ভরতা হ্রাস হয়েছে। গত এক দশকে পণ্য পরিবহনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১,৬৫০ মিলিয়ন টনে পৌঁছেছে, যা ভারতীয় রেলকে বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় বৃহত্তম পণ্য পরিবহনকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ট্র্যাক নির্মাণ ও বৈদ্যুতিকরণ- এর কাজও ত্বরান্বিত হয়েছে প্রায় ৩৫,০০০ কিলোমিটার নতুন রেলপথ স্থাপন করা হয়েছে এবং ৯৯ শতাংশ এরও অধিক নেটওয়ার্কের বৈদ্যুতিকরণ করা হয়েছে। মন্ত্রী আরও জোর দিয়ে বলেন যে, সুরক্ষা আমাদের মূল অগ্রাধিকার হিসেবেই বহাল রয়েছে আর সুনির্দিষ্ট বিনিয়োগ ও পদ্ধতিগত সংস্কারের ফলে রেল দুর্ঘটনা প্রায় ৯০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। অটোম্যাটিক সিগন্যালিং-এর সম্প্রসারণের পাশাপাশি, রোড ওভার ব্রিজ এবং রোড আন্ডার ব্রিজ-এর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি 'কবচ' অগ্রগতির বিষয়টিও তুলে ধরেন - এটি দেশীয়ভাবে উদ্ভাবিত স্বয়ংক্রিয় ট্রেন সুরক্ষা ব্যবস্থা যা পরিচালনগত সুরক্ষা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হাজার হাজার কিলোমিটার এবং লোকোমোটিভে স্থাপন করা হচ্ছে। মন্ত্রী সারা দেশে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু কানেক্টিভিটি পদক্ষেপের ওপর আলোকপাত করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, শিলিগুড়ি করিডোরে ৩০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের একটি ভূগর্ভস্থ দ্বৈত-লাইন করিডোর নির্মাণের পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে, যাতে সংকটকালীন পরিস্থিতিতে বাধাহীন সংযোগ নিশ্চিত করা যায়। ভারত-নেপাল সীমান্তয়, ক্রস-বোর্ডার কানেক্টিভিটি ও আঞ্চলিক বিকাশ মজবুত করার লক্ষ্যে নারকটিয়াগঞ্জ-রাক্সৌল-সীতামড়ী-দারভাঙ্গা-মুজাফফরপুর সেকশন একাধিক দ্বৈতকরণ ও ক্ষমতা-বৃদ্ধি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে, লঙ্কা-শিলচর এবং ডেকারগাঁও-শিলঘাটসহ নতুন লাইনের জন্য বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআর) প্রস্তুত করা ও এটি সম্পন্ন করার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি এগিয়ে চলছে পাশাপাশি নিউ জলপাইগুড়ি ও কামাখ্যার মধ্যে অতিরিক্ত লাইনের জন্য সমীক্ষা ও নির্মাণকাজও অব্যাহত রয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, আন্তর্জাতিক কানেক্টিভিটির পদক্ষেপগুলিও, যেখানে ভুটানের মতো প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে প্রস্তাবিত রেল সংযোগ রয়েছে, সেগুলিও সক্রিয়ভাবে এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। মন্ত্রী রোলিং স্টক, পরিকাঠামো এবং যাত্রী সেবার ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতির ওপরও আলোকপাত করেন। আধুনিক এলএইবি কোচ, লোকোমোটিভ এবং ওয়াগনের উপাদন রেকর্ড স্তরে পৌঁছেছে অন্যদিকে, বর্তমানে ১৬০ টিরও অধিক বন্দে ভারত এবং ৬০ টি অমৃত ভারত ট্রেন চলাচল করছে। ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডোরগুলি লজিস্টিকস-এর দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও জম্মু ও কাশ্মীরের মতো দুর্গম ভূখণ্ডে সুড়ঙ্গের নির্মাণ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করেছে। ভারতীয় রেল বর্তমানে এক বিশাল নেটওয়ার্কে প্রতিদিন ২৫,০০০-এরও অধিক ট্রেন পরিচালনা করছে একই সাথে, যাত্রীভাড়ায় উল্লেখযোগ্য ভর্তুকি এবং সাধারণ ও স্লিপার শ্রেণীর পরিষেবার সম্প্রসারণের মাধ্যমে তারা সাশ্রয়ী ভ্রমণের সুযোগ প্রদান অব্যাহত রেখেছে। ভবিষ্যত প্রবৃদ্ধির ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে মন্ত্রী জানান যে, পরিষেবা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারতীয় রেল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং 'RailOne' অ্যাপ-এর মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মসহ বিভিন্ন প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার করছে। স্টেশন পুনর্বিকাশ, 'পিএম গতি শক্তি'-ভিত্তিক পরিকল্পনা এবং মুম্বাই-আহমেদাবাদ বুলেট ট্রেনের মতো হাই-স্পীড রেল প্রকল্পগুলির মতো প্রধান পদক্ষেপগুলি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, রাজ্য সরকারগুলির সাথে ধারাবাহিক সহযোগিতা-বিশেষ করে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে-প্রকল্পের যথাসময়ে বাস্তবায়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। ১২.৫ লক্ষ রেলকর্মীর অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করে, তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন যে, একটি আধুনিক, সুরক্ষিত ও বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক রেল ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য চলমান এই রূপান্তর একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

চারিদিকে গেরুয়া পতাকায় ছয়লাপ, নির্বাচনের আবহে রামনবমীতে ব্যাপক বেচাকেনার আশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ ঃ রামনবমীকে সামনে রেখে ধীরে ধীরে উৎসবের রঙে রঙিন হয়ে উঠছে শহর শিলিগুড়ি। আগামী ২৭ মার্চ এই বিশেষ দিনকে ঘিরে এখন থেকেই শহরের বিভিন্ন বাজারে ভিড় জমাতে

শুরু করেছেন ক্রেতারা। বিশেষ করে মহাবীরস্থান এলাকায় দেখা যাচ্ছে রামনবমীর নানা সামগ্রীর বিপুল সম্ভার। পতাকা, টুপি, থেকে শুরু করে আরও নানা জিনিসে ভরে উঠেছে দোকান। এবারের বাজার নিয়ে আশাবাদী ব্যবসায়ীরা। গত বছরের তুলনায় এবারে ক্রেতার সংখ্যা অনেকটাই বেশি বলে দাবি তাঁদের। শুধু শহর নয়, আশেপাশের এলাকা থেকেও প্রচুর মানুষ আসছেন কেনাকাটা করতে। সকাল থেকেই বাজারে উপচে পড়া ভিড়, আর বিকেল গড়াতেই যেন উৎসবের আমেজ আরও বাড়ছে। এই প্রসঙ্গে বিক্রেতা অমিত বানসাল জানান, এবার রামনবমীর বাজার খুব ভাল যাচ্ছে। বিশেষ করে পাহাড় থেকে বেশ ভাল অর্ডার আসছে। কালিম্পং, সিকিম, দার্জিলিং থেকে প্রচুর চাহিদা রয়েছে। এছাড়াও আসাম ও অন্যান্য রাজ্য থেকেও অর্ডার পাচ্ছি। মনে হচ্ছে এবছর অনেক বেশি মানুষ রামনবমী পালন করবেন। অন্যদিকে আরেক বিক্রেতা সুমিত বানসাল বলেন, এবার বিক্রি সত্যিই ভাল হচ্ছে। ৫ টাকা থেকে শুরু করে নানা দামের পতাকা রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন ও রঙের পতাকা এসেছে। বাজার একেবারে জমজমাট, প্রচুর মানুষ আসছেন এবং কেনাকাটা করছেন। সব মিলিয়ে রামনবমীকে ঘিরে শিলিগুড়ির বাজারে এখন উৎসবের আমেজ তুঙ্গে। ব্যবসায়ীদের মুখে হাসি, ক্রেতাদের উচ্ছ্বাস। সবকিছু মিলিয়ে এবারের রামনবমী যে বাণিজ্যিক দিক থেকেও সফল হতে চলেছে, তা বলাই যায়।

সুতি ও ফরাক্কা থেকে বিপুল পরিমাণ তাজা বোমা উদ্ধার, এলাকায় আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৮ মার্চ ঃ বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে বিজেপি ও তৃণমূল দল । আর এরই মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল মুর্শিদাবাদে। সুতি ও ফরাক্কা থেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিপুল পরিমাণ তাজা বোমা উদ্ধার হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। সুতি থানার অন্তর্গত গাজিপুর ও হাজিপুর বামুহাঘাট সংলগ্ন এলাকায় বোমা উদ্ধার অভিযান চালায় পুলিশ। ফরাক্কা থানার অন্তর্গত ভবানীপুর এলাকা থেকেও একটি ব্যাগভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে সুতির গাজিপুর এলাকার একটি আমবাগানের ভিতরে তালগাছের পাশে একটি ব্যাগভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার হয়। প্রায় একই সময় হাজিপুরের বামুহাঘাট সংলগ্ন একটি কালভার্টের পাশে জারভর্তি বোমা উদ্ধার করা হয়। দু'টি পৃথক জায়গায় মোট ৩৮ টি বোমা উদ্ধার হয়। এছাড়াও ফরাক্কা থেকে বোমা উদ্ধার হতেই মোট বোমার পরিমাণ ৫০টি ছাড়ায়। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলে সুতি থানার পুলিশ। খবর দেওয়া হয় বোম স্কোয়ার্ডকে। পরে বোম স্কোয়ার্ডের বিশেষজ্ঞ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার হওয়া বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করে। কে বা কারা এই বোমাগুলি ওই দুই স্থানে মজুত করে রেখেছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ভোটকে ঘিরে অশান্তি ছা।নোর উদ্দেশ্যেই এই বোমা মজুত করা হয়েছিল। যদিও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার আগেই পুলিশ বোমাগুলি উদ্ধার করতে সক্ষম হওয়ায় বড়সড় বিপদ এড়ানো গেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

রটন্তী কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে আউশগ্রামে প্রচার শুরু করলেন শ্যামাপ্রসন্ন লোহার

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৮ মার্চ ঃ পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচারের সূচনা করলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা পূর্ব

বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার। বুধবার তিনি আউশগ্রামের রটন্তী কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচার শুরু করেন। উল্লেখ্য, শ্যামাপ্রসন্ন লোহার বর্তমানে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকেই আউশগ্রাম কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রচার শুরুর পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজ থেকে আউশগ্রাম বঞ্চিত নয়। তার দাবি, বাম আমলের অভাব-অনটনের চিত্র এখন অনেকটাই বদলে গেছে। প্রচারের কৌশল নিয়ে শ্যামাপ্রসন্ন লোহার জানান, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চার-পাঁচ ঘণ্টা বিশ্রাম নিলেই হবে, বাকি সময় মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে যাব। প্রথম দিনেই জনসমাগম দেখে তিনি আপ্লুত বলেও জানান। রটন্তী কালী মন্দিরে প্রার্থনা করে তিনি বলেন, আমাদের নেত্রী আবার যেন ২৫০-রও বেশি আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসেন। প্রচার শুরুর প্রথম দিনেই আউশগ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তি প্রদর্শন চোখে পরার মতো ছিল।

আলিপুরদুয়ারে বিপুল নগদ টাকা উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ১৮ মার্চ ঃ ভোটের আগে আলিপুরদুয়ার শহরে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বুধবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, একটি ছোট গাড়ি শহরে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিল। গাড়িটির নম্বর অসমের বলে জানা গেছে। পুলিশের নজরে আসতেই গাড়িটিকে আটক করা হয়। এরপর বক্সা ফিডার রোডে গাড়িটি থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। প্রথমে গাড়ির চালক বিকেন ইসলামির কাছ থেকে প্রায় ৯৭ হাজার টাকা উদ্ধার হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি অসমের চিরাং জেলার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। এরপর গাড়ির বিভিন্ন অংশে আরও তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ২ লক্ষ টাকার বেশি উদ্ধার করে পুলিশ। সব মিলিয়ে প্রায় ৩ লক্ষ টাকারও বেশি নগদ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ভোটের আগে এই টাকা কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তবে টাকার উৎস ও গন্তব্য সম্পর্কে এখনও স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া সমস্ত নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

গ্যাস মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর, ১৮ মার্চ ঃ গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বীরভূমের বোলপুর শহর জুড়ে প্রতিবাদ মিছিল করল তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবারের এই মিছিলে অংশ নেন অনুব্রত মণ্ডল, চন্দ্রনাথ সিংহ, বোলপুর পৌরসভার কাউন্সিলরসহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিন কয়েকশো তৃণমূল কর্মী-সমর্থক মিছিলে পা মেলান। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে মিছিলটি শেষ হয়। মিছিল শেষে অনুব্রত মণ্ডল কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে বলেন, সাধারণ মানুষের উপর ক্রমাগত চাপ বাড়ানো হচ্ছে। এর উপযুক্ত জবাব মানুষ আগামী নির্বাচনে দেবে। অন্যদিকে, চন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে যেমন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজপথে নেমেছেন, তেমনই সারা রাজ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বোলপুরেও এই প্রতিবাদ কর্মসূচি সংগঠিত হয়েছে। সাধারণ মানুষকে যেভাবে হয়রানি করা হচ্ছে, তার জবাবও মানুষ ভোটের মাধ্যমে দেবে। বীরভূম জেলায় ১১টি বিধানসভা আসনেই তৃণমূল প্রার্থীরা জয়ী হবেন বলে বুধবার দাবি করলেন বীরভূম জেলার তৃণমূলের কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল (কেষ্ট)।

লাদাখে তুষারপাত ও মেঘলা আকাশ, ব্যাহত দৈনন্দিন জীবনযাত্রা

লেহ, ১৮ মার্চ ঃ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখে এখন তুষারপাতের পাশাপাশি একটানা মেঘলা আবহাওয়ার কারণে সমগ্র অঞ্চলের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, পরিবহন ব্যবস্থা এবং পর্যটন শিল্পের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েছে। স্থানীয় আবহাওয়া দফতরের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, গত ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে লাদাখের লেহ, কার্গিল এবং পার্শ্ববর্তী উঁচু এলাকাগুলোতে নতুন করে তুষারপাত রেকর্ড করা হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বুধবার পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া মূলতঃ মেঘাচ্ছন্ন থাকবে। এরপর ২৪-২৫ মার্চ আবারও বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে কৃষকদের বুধবার পর্যন্ত কৃষিকাজ বন্ধ রাখতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আপাতত জম্মু ও কাশ্মীরে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা চলবে। এর আগে সোমবারই কাশ্মীরের উঁচু পাহাড়ে তুষারপাত ও সমতলে বৃষ্টি হয়েছিল। এর ফলে পারদ কিছুটা নেমেছে শ্রীনগর-সহ একাধিক জেলায়।

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Provision for temporary High Speed Internet service during the programme to be attended by VVIP in connection with EID-UL-FITR-2026." **[Job No. KIT/RW/161 of 25-26]**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION **(No-124/KIT/Q of 25-26)** Bid Submission Closing : **19.03.2026 up to 03.00 PM**

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
বিউটি দাস, স্বামী- রঞ্জিত দাস
আমোক্তারনামা দাতাঃ **আশুতোষ মিশ্র, পিতা- মৃত সুবীর চন্দ্র মিশ্র**
ঠিকানাঃ **পাণ্ডা পাড়া, কালিবাড়ি, জলপাইগুড়ি**
গ্রহীতাঃ **বিউটি দাস**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **I-47** নং বহি **12.03.2016** নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **I-2574, Date- 31.05.2016**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/2023**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা / গ্রহীতা ও বিক্রেতা / দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
বিউটি দাস, স্বামী- রঞ্জিত দাস
গ্রামঃ চুনীলাল রোড, মহামায়া পাড়া, পোঃ- জেলা- জলপাইগুড়ি মৌজা- খড়িয়া, সিট নং-27, L.R. দাগ 473, 474, 472 পরিমাণ- 0.0597, 0.02, 0.0297
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **বিউটি দাস**
স্বামীঃ রঞ্জিত দাস
ঠিকানাঃ চুনীলাল রোড, মহামায়া পাড়া, জলপাইগুড়ি

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ **1) SUBROTO KUMAR CHAKRABARTY 2) ENAKSHI CHAKRABARTY**
আমোক্তারনামা দাতাঃ 1) SHRI NIKHIL NEOGI S/O Late MANINDRA NATH NEOGI
2) SHRI JAYANTA MAJUMDAR S/O Late KAMAL MAJUMDAR
3) SHRI GAUTAM Roy s/o Late KRISHNABANDHU ROY
ঠিকানাঃ JALPAIGURI
গ্রহীতাঃ 1) SUBROTO KUMAR CHAKRABARTY 2) ENAKSHI CHAKRABARTY
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **IV-80 dated 22.05.2018** নং বহি **0701** নং বহি **1265 to 1279**
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **I-194, 13.01.2021**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/2476 & 2480**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা / গ্রহীতা ও বিক্রেতা / দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ RS PLOT 161; LR PLOT 273; RS KHATIAN-4249/49 LR KHATIAN-549
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ 1) SUBROTO KUMAR CHAKRABARTY S/o, Late RANJIT KUMAR CHAKRABARTY 2) ENAKSHI CHAKRABARTY W/o, SUBROTO KUMAR CHAKRABARTY
পিতা / স্বামীঃ
ঠিকানাঃ FLAT No. F3/B, SWAPNO BILASH APARTMENT, WARD NO-7 NATUN PARA, JALPAIGURI, PIN-735101

NOTICE

We, 1) SMT.SAROJ BAGRI wife of Sri Kishal Lal Bagri, 2) SMT.NEELAM BAGRI wife of Sri Bishnu Kumar Bagri, 3) SMT.SANTOSH BAGRI wife of Sri Giriraj Bagri, all by Nationality: Indian, all by religion- Hindu, all by occupation business and all residing at 1/B, Nanda Mullick Lane, Calcutta- 700006 would like to inform all that SRI SOURENDRA MOHAN NAG (Deceased) son of Late Sourendra Mohan Nag, by Nationality: Indian, by religion: Hindu, by Occupation: Service and residing at Jelia Para (B.T.Road) U.B.I. Building, P.O. Khardah, Dist: North 24 Parganas had executed a will in favor of us in respect of all that piece and parcel of a lease hold land measuring 5.3609986 cottahs more or less being plot No.159 Block: CF, Sector - I of Northern Salt Lake City Extension areas in the District of North Twenty Four Parganas.Now it is notified for general information that we will obtain probate of the above mentioned will and as such any person having any objection and/or legal claim and/or legal dues thereto may contact us in person or through this agent within 60 days from the date of publication of this Notice.

Regards
Giriraj Bagri
98300 47006

PWD (GOVT. OF W.B.)
TENDER NOTICE

EE, PWD, Hooghly Construction Division invites offline SNIQ for the following: Tender ref. No.: **WBPWD/EE/HCD/SHORTNIQ 11/2025-26** Last Date and time limit of the application :18.03.2026 from 1.00 p.m. Last Date and time limit for issue of quotation paper : 18.03.2026 from 2.00 p.m. Last Date and time limit for submission of quotation paper:18.03.2026 up to 3.00 p.m. Date and time of opening of quotation :18.03.2026 at 4.00 p.m. Corrigendum if any will be published in website only.
Details of NIQ/NIT and other documents may be downloaded from: **https://wbpwd.gov.in**

Sd/- J.P.Dhar
Executive Engineer, PWD
Hooghly Construction Division.

ANGEL ONE LIMITED

Regd. Off: 601, 6th Floor, ACKRUTI STAR, CENTRAL ROAD, MIDC, ANDHERI EAST, MUMBAI -400093
Centralized desk : 18001020 Email id : support@angelone.in
Member of : NSE / BSE / BSE REMISIER / MCX / MCX SX / NCDEX
Member IDs: NSE : 12798, BSE : 612, MCX : 12685, NCDEX : 00220 SEBI Registration No: INZ000161534

NOTICE

This is to inform all concerned that we have initiated the process of cancellation of registration of our below mentioned Authorised Person (AP) due to regulatory reasons/concerns.

Name Of Authorised Person	Trade Name of AP	Address of AP	AP Registration No.
RAJIV KUMAR GUPTA	RAJIV KUMAR GUPTA	PRANAMI MANDIR ROAD PUNJABI PARARAJGANJ, SILIGURI KALI MANDIR JALPAIGURI 734001 WEST BENGAL	NSE : AP0397311981 BSE : AP01061201122640

Any person dealing with the above-mentioned Authorised Person henceforth shall do so at their own risk. **ANGEL ONE LTD.** shall not be liable for any dealings with the said entity post the issuance of this notice. Investors having any queries or concerns regarding this matter are requested to contact **ANGEL ONE LTD.** within **15 days** from the date of issuing this notice.

Date : 19.03.2026
Place : West Bengal

For ANGEL ONE LTD
Sd/-, Authorised Signatory

নিরাপত্তা ও আয়ে নতুন মাইলফলক উল্লেখযোগ্য সাফল্য ইস্টার্ন রেলওয়ে-এর

কলকাতা, ১৮ মার্চঃ পরিচালন দক্ষতা ও যাত্রী নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করে চলেছে ইস্টার্ন রেলওয়ে। সম্প্রতি গুরুত্বপূর্ণ হাওড়া-নয়াদিল্লি রুটের অন্তর্গত বর্ধমান থেকে প্রধানখুঁটা পর্যন্ত ১৫৫ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথে সফলভাবে ‘ অ্যান্টি-কলিশন সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এই সাফল্যের ফলে চলতি অর্থবছরে মোট ২৬০ কিলোমিটার রেলপথে ‘ প্রযুক্তি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে, যা রেল নিরাপত্তার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে সংস্থার দৃঢ় অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন।

নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতির পাশাপাশি আর্থিক ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য দক্ষতা প্রদর্শন করেছে ইস্টার্ন রেলওয়ে। কঠোর আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংস্থাটি গত বছরের একই

সময়ের তুলনায় ‘ ওয়ার্কিং এক্সপেন্স’ বা সাধারণ পরিচালন ব্যয় ১৪.৫৫ শতাংশ কমাতে সক্ষম হয়েছে।এই সাফল্য সংস্থার কার্যকর আর্থিক পরিকল্পনা এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণের দক্ষতার পরিচয় বহন করে। ইস্টার্ন রেলওয়ের আয়ের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। বিভিন্ন খাতে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। স্ক্র্যাপ বিক্রি থেকে আয় ফেব্রুয়ারি মাসে স্ক্র্যাপ বিক্রি থেকে মোট আয় হয়েছে ৭০.২২ কোটি টাকা, যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৫৪.৫ কোটি টাকার তুলনায় ২৮.৮৪ শতাংশ বেশি।

যাত্রী আয় ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ যাত্রী পরিবহন থেকে আয় দাঁড়িয়েছে ২৪৪.২২ কোটি টাকা, যা গত বছরের একই মাসের তুলনায় ১২.০১ শতাংশ বৃদ্ধি নির্দেশ করে। এই পরিসংখ্যানগুলি স্পষ্টভাবে দেখায় যে, সংস্থাটি আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও ধারাবাহিকভাবে সাফল্য অর্জন করছে। এই সমস্ত সাফল্য ইস্টার্ন রেলওয়ে-এর একটি সমন্বিত উন্নয়ন কৌশলের প্রতিফলন। একদিকে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে, অন্যদিকে কার্যকর আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং আয় বৃদ্ধি নিশ্চিত করা হয়েছে। সব মিলিয়ে, ইস্টার্ন রেলওয়ে আবারও প্রমাণ করেছে যে আধুনিকীকরণ, নিরাপত্তা এবং আর্থিক স্থিতিশীলতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে কীভাবে একটি বৃহৎ রেল সংস্থা উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। এই ধারাবাহিক অগ্রগতি ভবিষ্যতে ভারতীয় রেল পরিষেবাকে আরও নিরাপদ, আধুনিক এবং যাত্রীবান্ধব করে তুলবে বলেই আশা করা যায়।

মমতার গড়ে প্রার্থী শুভেন্দু, মাস্টারস্ট্রোক বিজেপির

শুভঙ্কর দাস ঃ যুদ্ধক্ষেত্র হোক বা ভোটের ময়দান রণকৌশলের দিক থেকে যে দল এগিয়ে থাকবে তারই বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা সবথেকে বেশি। রাজনীতিতে শেষ বলে কিছু নেই। রাজনীতি অতুলনীয় সম্ভবনার ক্ষেত্র। কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে নিজেদের দিকে যে দল টেনে আনতে পারবে তারাই শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হবে। আর সেই সম্ভাবনার ভিত রাজনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে তৈরি হয়ে থাকে। নন্দীগ্রামের পাশাপাশি ভবানীপুর কেঃদ্র শুভেন্দু অধিকারীকে প্রার্থী করে কৌশলগত দিক দিয়ে মাস্টারস্ট্রোক বিজেপির। খোদ মমতারই গড়ে তাকে শক্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেছে গেরুয়া শিবির। ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে গেরুয়া রঙকে সফল করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে মোদী - শাহ জুটি। ২০২১ এ নবান্ন দখল করতে না পারার ব্যর্থতাকে সরিয়ে রেখে নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বঙ্গ বিজেপি। তৃণমূল সুপ্রিমোর বিরুদ্ধে শুভেন্দু অধিকারীর ওপরেই আস্থা রেখেছে বিজেপির বঙ্গ ব্রিগেড।

জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেস গোটা পশ্চিমবঙ্গেই নিজেদের রাজনৈতিক ভিতকে শক্ত করেছে। কিন্তু এর মধ্যেও তাদের সব থেকে শক্তিশালী গড় হচ্ছে দক্ষিণ কলকাতা। চেতলা, ভবানীপুর, হাজরা, কালীঘাট সহ দক্ষিণ কলকাতার একাধিক অঞ্চল তৃণমূলের শক্ত স্তম্ভ বলে পরিচিত। ৩৪ বছরের বাম শাসনও সেই স্তম্ভগুলোকে টলাতে পারেনি। তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় জীবনের কঠিন সময়ও পাশে থেকেছে দক্ষিণ কলকাতা। ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে চূড়ান্ত ভরাডুবির সময়ও দক্ষিণ কলকাতা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের একমাত্র সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হয়ে লোকসভায় গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বিধানসভা নির্বাচনে নঃদীগ্রামে পরাজয়ের পর ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে জয়যুক্ত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর আজ সেই শক্তিশালী গড়েই শুভেন্দুকে প্রার্থী করে গেরুয়া শিবিরের কর্মীদের উজ্জীবিত করেছে বিজেপি। ফলাফল কি হবে সেটা সময় বলবে। কিন্তু ভবানীপুরে শুভেন্দুর প্রার্থী হওয়া নিঃসন্দেহে বঙ্গ রাজনীতির মাইলফলক হয়ে থাকবে।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও জনপ্রিয়তার ওপর ভিত্তি করেই টিকে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তথাকথিত জাতীয়তাবাদী দল হলেও নির্দিষ্ট একজন নেত্রীর ওপরেই নির্ভরশীল তৃণমূল। আর আজ সেই নেত্রী অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গড়েই কৌশলগত দিক দিয়ে তাকে শক্ত চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিল বিজেপি। মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে নির্বাচনী প্রচারে তৃণমূলকে চাপে রাখার কৌশলই অবলম্বন করেছে বিজেপি। ফলে এই কেঃদ্রে প্রচারে বেশি সময় দিতে হবে তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে। অন্যদিকে নন্দীগ্রাম আন্দোলন করেই বাম জমানায় জোড়া ফুল ফুটিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২১ সালে নন্দীগ্রামে প্রেস্টিজ ফাইটে গেরুয়া শিবিরের কাছে পরাজিত হলেও এবার তা জিততে মরিয়া তৃণমূল। ফলে সেখানেও নির্বাচনী প্রচারে বেশি সময় দিতে হবে জোড়া ফুল শিবিরকে। পাশাপাশি ভবানীপুরে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলনেতার প্রার্থী হওয়ায় দলের কর্মীদের মধ্যে বাড়তি অনুপ্রেরণা ও উচ্ছ্বাস জোগাবে। এই কৌশল বিজেপির তথাকথিত ভোটব্যাঙ্কে উজ্জীবিত করবে। ২০২১ সালে নন্দীগ্রামে শুভেন্দুর কাছে মমতার পরাজয়ের স্মৃতি এ বার চাপে রাখবে ভবানীপুরের তৃণমূলের কর্মীদের। বঙ্গ রাজনীতি শুধুমাত্র দলীয় সাংগঠনিক ভিতের ওপর নির্ভরশীল নয়। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও উচ্ছ্বাস নির্ধারণ করে দেয় ক্ষমতার ভরকেন্দ্র কোন দলের দিকে থাকবে। আর সেই স্বতঃস্ফূর্ত আবেগকে নিজেদের দিকে টানতে মরিয়া বিজেপি। এ রাজ্যের অপর দুই বিরোধী শক্তি বাম ও কংগ্রেস বরাবরই তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে সেটিং এর অভিযোগ করে এসেছে। ভবানীপুর কেন্দ্রে মমতার ঘরের দুয়ারে শুভেন্দু প্রার্থী করে বাম-কংগ্রেসের সেই তত্ত্বকে নস্যাৎ করে দিল বিজেপি। অন্যদিকে বঙ্গ বিজেপির পুরনো সেনাপতি দিলীপ ঘোষকে ভোটের রণাঙ্গনে নামিয়ে দলের ঐক্যবদ্ধ ছবি তুলে ধরেছে বিজেপির বঙ্গ ব্রিগেড। বাঙালিয়ানার আবেগকে কাজে লাগিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাদেশিকতার রাজনীতিকেও সুন্দরভাবে মোকাবিলা করে চলেছে শমীক ভট্টাচার্যের দল। ফলে সব দিক থেকেই ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচন মূলত ২০২১ এর মতোই বিজেপি বনাম তৃণমূলের লড়াই হতে চলেছে। সেখানে কংগ্রেস ও বামেদের ভূমিকা সংক্ষিপ্ত।

‘ভারতে ফিরলেই নির্যাতনের আশঙ্কা’ঃ লন্ডন হাইকোর্টে প্রত্যর্পণ ঠেকাতে মরিয়া নীরব মোদি

নয়াদিল্লি,৮ মার্চ ঃ ভারতে প্রত্যর্পণ এড়াতে শেষ চেষ্টা চালাচ্ছেন পলাতক হীরা ব্যবসায়ী নীরব মোদি। লন্ডনের হাইকোর্টে চলা গুরুত্বপূর্ণ শুনানিতে তিনি দাবি করেছেন, ভারতে ফিরলে তাঁর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হতে পারে। এই যুক্তিকেই সামনে রেখে তিনি নিজের প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া রুখতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। লন্ডনের ঐতিহাসিক রয়্যাল কোর্টস অফ জাস্টিস-এ এই বহুল আলোচিত মামলার শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। দিনভর চলা শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি জেরেমি স্টুয়ার্ট স্মিথ এবং বিচারপতি রবার্ট জে। তাঁরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই মামলা শুধু নীরব মোদির জন্য নয়, বরং ভারত সরকার এবং আন্তর্জাতিক আইনি ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আদালত জানিয়েছে, যত দ্রুত সম্ভব এই মামলার রায় ঘোষণা করা হবে। শুনানিতে কী দাবি করলেন নীরব মোদি? শুনানি চলাকালীন নীরব মোদি-র আইনজীবী একাধিক যুক্তি তুলে ধরেন। তবে আদালতে সেই যুক্তিগুলির বেশিরভাগই বিশেষ গুরুত্ব পায়নি বলে জানা গেছে। এরপরই প্রতিরক্ষার তরফে নতুন করে দাবি করা হয়-ভারতে ফিরলে তাঁর ক্লায়েঃটের উপর তদন্তকারী সংস্থাগুলি ‘ আচরণ করতে পারে। এই প্রসঙ্গে তাঁর আইনজীবী দাবি করেন, ভারতীয় জেল এবং তদন্ত প্রক্রিয়ার পরিবেশ নীরব মোদির জন্য নিরাপদ নয়। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় শারীরিক ও মানসিকভাবে চাপে রাখা হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। ভারত সরকারের অবস্থান-অন্যদিকে, ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এই সমস্ত অভিযোগ খারিজ করা হয়েছে। সরকারি প্রতিনিধিরা আদালতে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, ভারতের বিচারব্যবস্থা এবং কারা ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনেই পরিচালিত হয়। কোনও অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি নির্যাতন বা অমানবিক আচরণের প্রশ্নই ওঠে না। ভারত সরকার আরও জানিয়েছে, এই মামলা দেশের আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত একটি বড় প্রতারণার ঘটনা। তাই নীরব মোদিকে দেশে ফিরিয়ে এনে আইনের মুখোমুখি করা অত্যন্ত জরুরি।পিএনবি জালিয়াতি কাণ্ডঃ কী ছিল অভিযোগ? উল্লেখযোগ্যভাবে, নীরব মোদি-র বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক-সহ একাধিক ভারতীয় ব্যাংক থেকে হাজার হাজার কোটি টাকার জালিয়াতি করার।

তদন্তে উঠে এসেছে, ভুয়ো নথি এবং জাল লেনদেনের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচার করা হয়েছিল। এই ঘটনার পরই দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান

নীরব মোদি। একই সময়ে দেশ ছাড়েন তাঁর আত্মীয় মেহুল চোকসি-ও। গ্রেপ্তার ও পরবর্তী আইনি লড়াই- ২০১৯ সালের ১৪ মার্চ, লন্ডনের একটি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলার সময় গ্রেপ্তার হন নীরব মোদি। এরপর থেকেই ব্রিটেনে শুরু হয় তাঁর বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া। গত কয়েক বছরে একাধিকবার তিনি জামিনের আবেদন করলেও তা খারিজ হয়েছে। আদালত বারবারই মনে করেছে, তিনি মুক্তি পেলে পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিছুদিন আগে আদালতে তিনি দাবি করেছিলেন, তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর পক্ষে আইনজীবীর খরচ বহন করাও কঠিন হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগকেই ‘ বলে দাবি করেন তিনি। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও আর্থিক চাপ-এদিকে ভারতে তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ইতিমধ্যেই তাঁর একাধিক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। সম্প্রতি তাঁর একটি ফ্ল্যাট বিক্রির অনুমতিও দিয়েছে আদালত। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পদক্ষেপগুলির ফলে ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন নীরব মোদি। তবে তিনি লন্ডনে বসেই আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন এবং বিভিন্ন উপায়ে তাঁর সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক গুরুত্ব-এই মামলাটি শুধুমাত্র একটি আর্থিক প্রতারণার মামলা নয়, বরং ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। দুই দেশের মধ্যে প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া অত্যন্ত কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়। ভারত সরকারের তরফে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে বলে জানা গেছে। এই মামলার রায় ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত মামলাগুলির জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। এখন কী অপেক্ষা? লন্ডন হাইকোর্ট জানিয়েছে, খুব শীঘ্রই এই মামলার রায় ঘোষণা করা হবে। রায়ের উপর নির্ভর করবে, নীরব মোদি-কে ভারতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে কিনা। যদি আদালত ভারতের পক্ষে রায় দেয়, তবে তাঁর প্রত্যর্পণের পথ আরও সুগম হবে। অন্যদিকে, যদি তাঁর যুক্তি গ্রহণ করা হয়, তবে এই মামলার আইনি লড়াই আরও দীর্ঘায়িত হতে পারে। উপসংহার-সব মিলিয়ে, এই মুহূর্তে নীরব মোদি-র ভবিষ্যৎ অনেকটাই নির্ভর করছে লন্ডন হাইকোর্টের রায়ের উপর। একদিকে ভারতের আর্থিক প্রতারণার বড় মামলা, অন্যদিকে মানবাধিকার সংক্রান্ত দাবি-এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেই আদালতকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট-ভারত সরকার নীরব মোদিকে দেশে ফিরিয়ে এনে আইনের মুখোমুখি করার জন্য বদ্ধপরিকর, এবং সেই লক্ষ্যে কূটনৈতিক ও আইনি স্তরে সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ভয়ংকর বিপর্যয়,নেপাল-এ যাত্রীবোঝাই হেলিকপ্টার উল্টে বিধ্বস্ত

কাঠমান্ডু, ১৮ মার্চ ঃ নেপালে ফের এক ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা চাঞ্চল্য ছড়াল। অবতরণের ঠিক আগে যাত্রীবোঝাই একটি হেলিকপ্টার আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে খোটাং জেলার বলবেসি এলাকায়। ইতিমধ্যেই দুর্ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, যা দেখে আতঙ্কিত নেটিজেনরা। যদিও ভিডিওটির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি, তবুও তাতে ধরা পড়া দৃশ্য অত্যন্ত ভয়ংকর। বুধবার সকালে কাঠমান্ডু থেকে উড়ান শুরু করে হেলিকপ্টারটি। গন্তব্য ছিল খোটাং জেলা। হেলিকপ্টারে মোট পাঁচজন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গেছে। স্থানীয় সময় সকাল ১১টা ৫১ মিনিট নাগাদ, খোটাংয়ের বলবেসি এলাকায় অবতরণের ঠিক আগেই ঘটে যায় বিপর্যয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, হেলিকপ্টারটি স্বাভাবিকভাবেই অবতরণের চেষ্টা করছিল। কিন্তু আচমকাই সেটি ভারসাম্য হারিয়ে কাত হয়ে যায়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সেটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে উল্টে মাটিতে আছড়ে পড়ে এবং গড়িয়ে যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, পাহাড়ি অঞ্চলে হেলিকপ্টারটি নামার সময় হঠাৎ করেই তার ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। ধীরে ধীরে কাত হয়ে গিয়ে সেটি একসময় সম্পূর্ণ উল্টে যায়। এরপর মাটিতে আছড়ে পড়ে কয়েকবার গড়িয়ে যায় হেলিকপ্টারটি। বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এর লেজের অংশ। ভিডিওর শেষ অংশে দেখা যায়, দুর্ঘটনার পর সেটি কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।তবে ভিডিওটির সত্যতা এখনও সরকারি ভাবে নিশ্চিত করা হয়নি। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় প্রশাসন ও উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। উপস্থিত কর্মকর্তারা দ্রুত যাত্রীদের উদ্ধার করেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, এত বড় দুর্ঘটনা সত্ত্বেও কোনও প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। মাত্র একজন যাত্রী সামান্য আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠানো হয়। অন্য চারজন যাত্রী সম্পূর্ণ নিরাপদ রয়েছেন। এই ঘটনাকে অনেকেই ‘ বেঁচে যাওয়া’ বলেই ব্যাখ্যা করছেন। নেপালের অসামরিক বিমান মন্ত্রক জানিয়েছে, হেলিকপ্টারটি অবতরণের সময়ই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, প্রযুক্তিগত ত্রুটি বা অবতরণের সময় ভারসাম্য হারানোর কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে সঠিক কারণ জানতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত হেলিকপ্টারের ব্ল্যাক বক্স এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশ খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। বিশেষজ্ঞদের মতে, নেপালের ভৌগোলিক অবস্থান বিমান চলাচলের জন্য অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। পাহা।ি এলাকা, অনিয়মিত আবহাওয়া এবং সীমিত অবকাঠামো-সব মিলিয়ে এখানে বিমান বা হেলিকপ্টার পরিচালনা করা ঝুঁকিপূর্ণ। বিশেষ করে ছোট হেলিপ্যাডে অবতরণের সময় পাইলটদের অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়। সামান্য ভুল বা যান্ত্রিক ত্রুটিও ব। দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। গত কয়েক বছরে নেপালে একাধিক বিমান ও হেলিকপ্টার দুর্ঘটনা ঘটেছে, যা আন্তর্জাতিক মহলেও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তদন্ত ও ভবিষ্য পদক্ষেপ-এই ঘটনার পর নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার দাবি উঠেছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, হেলিকপ্টারের রক্ষণাবেক্ষণ, পাইলট প্রশিক্ষণ এবং আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ আরও উন্নত করা প্রয়োজন। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তদন্তের রিপোর্টের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে, যাতে এই ধরনের দুর্ঘটনা এ।ানো যায়। খোটাংয়ের এই দুর্ঘটনা আবারও মনে করিয়ে দিল, পাহাড়ি অঞ্চলে বিমান চলাচল কতটা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। যদিও এই ঘটনায় প্রাণহানি হয়নি, তবুও এটি একটি বড় সতর্কবার্তা। হেলিকপ্টারটি যেভাবে অবতরণের সময় উল্টে গিয়ে ধ্বংস হয়ে গেল, তা নিঃসন্দেহে আতঙ্কজনক। তবে

সওকাত মোল্লাকে পুরোনো কেন্দ্রে চেয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ১৮ মার্চ ঃ তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকেই একাধিক কেঃদ্র কর্মীদের অসন্তোষ। মঙ্গলবার সন্ধেয় ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্রের বিদায়ী বিধায়ক শওকত মোল্লাকে চেয়ে জীবনতলায় বিক্ষোভ তৃণমূল কর্মীদের। রাতভর রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ করে চলে বিক্ষোভ। ২০২৬-এর নির্বাচনে ক্যানিং পূর্বে বাহারুল ইসলামকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল হাইকমান্ড। অন্যদিকে, ক্যানিং পূর্বের বিদায়ী বিধায়ক শওকত মোল্লাকে পাঠানো হয়েছে ভাঙড় কেন্দ্রে।মঙ্গলবার ২৯১ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হতেই বিদায়ী বিধায়ককেই ফের ক্যানিং পূর্বের প্রার্থী করার দাবিতে সরব হন দলীয় কর্মীদের একাংশ। বাহারুলকে প্রার্থী করায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা।প্রসঙ্গত, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে ক্যানিং পূর্ব থেকে লড়বেন মহম্মদ বাহারুল ইসলাম। তিনি শওকত মোল্লার ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। তাঁর বাড়ি ভাঙড় বিধানসভা কেঃদ্র এলাকায়। কিন্তু তাঁর বদলে ওই কেঃদ্রে জোড়াফুল শিবির বাজি রেখেছে শওকত মোল্লার উপরেই। ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকির পালের হাওয়া কাড়তেই ঘুঁটি বদল জোড়াফুলের বলে দাবি রাজনৈতিক মহলে।এদিকে শওকতের বদলে ক্যানিং পূর্বে মহম্মদ বাহারুল ইসলামকে প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত পছঃদ হয়নি দলীয় কর্মীদের একাংশের। বিক্ষোভকারী কর্মীদের বক্তব্য, দীর্ঘদিনের স্থানীয় নেতৃত্বকে সরিয়ে বাইরের প্রার্থী চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা তাঁরা মেনে নিতে পারছে না।

সপ্তগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী হলেন বিদেশ বোস

নিজস্ব সংবাদদাতা,হুগলি, ১৮ মার্চ ঃ বল নিয়ে একসময় তাঁর দৌড় মনে রেখেছেন বাঙালি। তিনি প্রাক্তন ফুটবলার। সত্তরের দশকে তিনি মাঠ কাঁপিয়েছেন। এবার তাঁকেই প্রার্থী করছে তৃণমূল। আসন্ন বিধানসভা ভোটের প্রার্থী তালিকায় সেই অর্থে কোনও চমক দেয়নি তৃণমূল। তবে নতুন মুখ হিসাবে নিয়ে এসেছেন সপ্তগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী বিদেশ বোসকে। সপ্তগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী তপন দাশগুপ্তের নাম এবার বাদ গিয়েছে।

NAME CHANGE

I, Rohit Agarwal S/o Ramesh Chandra Agarwal Residing at 118, Canal Street, Shreebhumi, South Dumdum (M), District - North 24 Parganas, Pin- 700048, West Bengal India, that my minor daughter who previously known as Dhanvi Rohit Agarwal (Old Name) shall henceforth be known as Dhanvi Agarwal (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 42/2026 dated 18-03-2026. I declare that my minor daughter Dhanvi Rohit Agarwal (Old Name) and Dhanvi Agarwal (New Name) is same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Hazrat Mallick (old name) S/o-Tilab Hosen Mallik residing at Dompukur, Dompukur, Chapra, Dist-Nadia, Pin-741123 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from HAZRAT MALLICK to HAZARAT MALLICK and henceforth I shall be known as HAZARAT MALLICK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 18/03/2026. HAZRAT MALLICK (old name) and HAZARAT MALLICK (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sarabjit Kaur Sangra (Old Name), D/O Karnail Singh Sangra R/O-Yashoda Appt,Flat-2B,6,Sashi Sekhar Bose Road,P.O-Bhawanipore,P.S-Kalighat,Kolkata-700025. W.B., shall henceforth be known as Sarabjit Kaur (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public Kolkata at CMM'S Court on 18.03.2026. So, Sarabjit Kaur Sangra (Old Name) and Sarabjit Kaur (New Name) is the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Karnail Singh / Sardar Karnail Singh Sangra / SKarnail Singh Sangra (Old Name), S/O Late Hukum Singh Sangra R/O-Yashoda Appt,Flat-2B,6,Sashi Sekhar Bose Road,P.O-Bhawanipore,P.S- Kalighat,Kolkata-700025. W.B., shall henceforth be known as Karnail Singh Sangra (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public Kolkata at CMM'S Court on 18.03.2026. So, Karnail Singh, Sardar Karnail Singh Sangra, SKarnail Singh Sangra (Old Name) and Karnail Singh Sangra (New Name) all are the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Hafejrasedul Alam Laskar S/o Haji Shaokat Alam Laskar residing at Vill.Manikpur, P.O. Deltan Mill within P.S. Sankrail, Dist. Howrah-711309 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my wife's actual name Parvin Sultana Khatun instead of Parvin Sultana, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Howrah dated on 14/12/2022. Parvin Sultana Khatun and Parvin Sultana both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, ROSANARA BEGUM (old name) W/o ATIBAR MONDAL residing at Sardar Para, Bankra, Dist. Howrah, Pin-711403 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ROSANARA MONDAL (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore dated 06/02/2026. ROSANARA BEGUM and ROSANARA MONDAL both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Krishna Karmakar (Old Name) S/o Amulya Karmakar Residing at Dasnagar, North Dum Dum, P.o - Birati, P.s - Nimta, District - North 24 Parganas, Pin - 700051, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sreekrishna Karmakar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 18-03-2026. Krishna Karmakar (Old Name) and Sreekrishna Karmakar (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Pizus Kumar (Old Name) S/o Late Abani Bhushan Kumar Residing at Sonali Apartment, F/No-7, 5th Floor, S.B Gorai Road, Chelidanga, P.s - Asansol South, District - Paschim Bardhaman, Pin - 713304, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Pijus Kanty Kumar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 18-03-2026. Pizus Kumar (Old Name) and Pijus Kanty Kumar (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, KM SUSHAMA (Old Name), W/O-DILIP KUMAR TIWARI Residing at INDRAPRASTHA COLONY SEARSOLE RAJBARI RANIGANJ, PS-RANIGANJ, 713358, Dist-PASCHIM BARDDHAMAN WEST BENGAL, India have Changed my name and shall henceforth be Known SUSMA TIWARI (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 18-03-2026. KM SUSHAMA (Old Name) and SUSMA TIWARI (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Trisita Samanta Roy (Old Name) W/o Tamal Samanta Residing at 40, IR Belilious Lane, P.o - Kadamtala, P.s - Bantra, District - Howrah, Pin - 711101, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Trisita Samanta (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 18-03-2026. Trisita Samanta Roy (Old Name) and Trisita Samanta (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sengupta Himangsu (Old Name) S/o Manoranjan Sengupta Residing at Neelkunj, 38 Barasat Road, Near Sbi Bank, Ghola Bazar, District - North 24 Parganas, Pin - 700111, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Himangshu Sengupta (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 43/2026 Dated 18-03-2026. Sengupta Himangsu (Old Name) and Himangshu Sengupta (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Subha Bhowmick (Old Name) W/O–Harish Chandra Bhowmick residing at No 151 Padmabila , Chakdah , Ranaghat , West Bengal 741223 do hereby declared that I have changed my name from Subha Bhowmick to Shobha Bhowmick and henceforth I shall be known as Shobha Bhowmick (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 18/03/2026. My name Shobha Bhowmick & Subha Bhowmick both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Abdur Rajjak Mondal (Old Name) S/O–Bakkar Mondal residing at Vill-Lakshmimala , PO-Padmamala , PS-Chapra , Nadia, West Bengal 741123 do hereby declared that I have changed my name from Abdur Rajjak Mondal to Abdul Rajjak Mondal and henceforth I shall be known as Abdul Rajjak Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 18/03/2026. My name Abdul Rajjak Mondal & Abdur Rajjak Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Bani Amin (Old Name) S/O–Faijuddin Sk resident Belia Shyampur , Diar Shyampur , Bhagwangola , Murshidabad , West Bengal, Pin-742135 do hereby declared that I have changed my name from Md Bani Amin to Bani Amin and henceforth I shall be known as Bani Amin (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 18/03/2026. My name Bani Amin & Md Bani Amin both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Begrul Sekh S/O–Nefajuddi Saikh resident of Vill- Chandrasinghabati , Po-Kandi Balia , Ps-Khargram , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742137 do hereby declared that I have changed my name from Begrul Sekh to Begrul Seikh and henceforth I shall be known Begrul Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate Affidavit Berhampore court on 02/03/2026. My name Bani Begrul Seikh & Begrul Sekh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I Chandra Mallick D/O Satya Narayan Singh residing at P-904, Block-A, Lake Town, P.O.-Lake Town, P.S.-Bidhannagar East, North 24 Parganas-700089, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Chandra Pramanik as declared before the Ld. Metropolitan Magistrate at Kolkata vide affidavit No 1976, Dated 14/11/2022. Chandra Mallick and Chandra Pramanik both are same and identical person.

NAME CHANGE

I MANOJ GUPTA S/O PANCHAM PRASAD GUPTA residing at 12/5, Girish Ghosh Road Bally (M), P.O.-Belur, P.S.-Belur, Howrah-711202, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MANOJ KUMAR GUPTA as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Howrah vide affidavit No 13, Dated 30/01/2026. MANOJ GUPTA and MANOJ KUMAR GUPTA both are same and identical person.

NAME CHANGE

I RAKHI SAHA D/O GORACHAND SAHA residing at 25/1, Shyampukur Street, P.O.-Shyambazar, P.S.-Shyampukur, Kolkata-700004, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as RAKHI SHAW as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore vide affidavit No 15217, Dated 04/11/2025. RAKHI SAHA and RAKHI SHAW both are same and identical person.

NAME CHANGE

I ENAMUL HOQUE S/0-GOLAP ALI MANDAL Residing at Vill- Harekrishnapur,P.O- Harekrishnapur,P.S-Jalangi, Dist- Murshidabad,W.B, That I am swearing this affidavit for the purpose of declaring that I ENAMUL HOQUE & ENAMUL HAQUE is the same and one identical person.and my father GOLAP ALI MANDAL & REJAUL HAQUE & GOLAP ALI MONDAL is the same and one identical person.Vide Affidavit In the court of Ld.S.D.E.M. at Domkal, Murshidabad,Date-21/01/26

NAME CHANGE

I,NUR NABI (old name) S/O - JABED ALI residing at VILL- KALUARI PO - JATRADANGA PS & DIST - MALDA PIN -732141. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from NUR NABI (old name) to MD NUR NOBI SK (new name) and henceforth, I shall be Known as MD NUR NOBI SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 10/03/2026. MD NUR NOBI SK (new name)& NUR NABI (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, MURSALIM HASIMUDDIN SEIKH (old name) S/O - HASIMUDDIN SEIKH residing at VILL & PO - SHYAMPUR NATUNPARA PS - BHAGWANGOLA DIST - MURSHIDABAD PIN -742135. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MURSALIM HASIMUDDIN SEIKH (old name) to MURSALIM SEIKH (new name) and henceforth, I shall be Known as MURSALIM SEIKH (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 16/03/2026. MURSALIM SEIKH (new name)& MURSALIM HASIMUDDIN SEIKH (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, MD ABDUS SALAM (old name) S/O - HAJI TOHIDUR RAHAMAN residing at VILL & PO - ANDI PS - BURWAN DIST - MURSHIDABAD PIN -742168. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MD ABDUS SALAM (old namej to ABDUS SALAM (new name) and henceforth, I shall be Known as ABDUS SALAM (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 16/03/2026. ABDUS SALAM (new name)& MD ABDUS SALAM (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SABERA KHATUN (old name) W/O - NAJIMUL HOQUE residing at VILL - BISHANPUR PO - BISHANPUR PS - HARISHCHANDRAPUR DIST - MALDA PIN -732140. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SABERA KHATUN (old name) to SABERA (new name) and henceforth, I shall be Known as SABERA (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public Berhampore court, MSD on 18/03/2026. SABERA (new name) & SABERA KHATUN (old name) both name are same and one identical person

NAME CHANGE

I, BELALUDDIN AHAMED (old name) S/O - MANSUR ALI residing at VILL - CHHOTKALIAI PO - JANGIPUR PS - RAGHUNATHGANJ DIST - MURSHIDABAD PIN - 742213. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from BELALUDDIN AHAMED (old name) to MD BELALUDDIN AHMED (new name) and henceforth, I shall be Known as MD BELALUDDIN AHMED (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the court of LD. J.M. (1st class) 1"/2nd/3rd at jangipur court,MSD on 20/12/2025. MD BELALUDDIN AHMED (new name) & BELALUDDIN AHAMED (old name) both name are same and one identical person

NAME CHANGE

I, SAM SULHUDA TARAFDAR SON OF LATE FARAJ TARAFDAR. MY SON SUKURALI TARAFDAR HIS BIRTH CERTIFICATE MY WIFE NAME HAS BEEN RECORDED AS RASIDA BIBI AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 16-3-26 MY WIFE RASIDA BIBI TARAFDAR AND RASIDA BIBI IS SAME PERSON, WIFE ACTUAL NAME IS RASIDA BIBI TARAFDAR. R/O VILL BHATGACHHI P.O. RANABANDA P.S. CHAPRA NADIA.

নাম পরিবর্তন

আমি Mrinmoy Samanta, so- Nemai Chandra Samantaú ঠিকানা - তাঁতিশাল, খানাকুল, হুগলীর বাসিন্দা। কোনো ভুল বসত কারণে আমার Driving licence & Mrinemoy Samanta, so - N. C. Samanta হয়ে আছে ১৮০৩২০২৬ তারিখে আরামবাগ কোর্ট নোটারী এফিডেভিট SLNO-1497 বলে এখন থেকে আমি Mrinmoy Samanta So-Nemai Chandra Samanta হলাম। এখন থেকে আমি Mrinmoy Samanta, So-Nemai Chandra Samanta এবং Mrinemoy Samanta, SO - N.C. Samanta একই ব্যাক্তি ।

বহরমপুরে লড়বেন অধীর চৌধুরী, নিশ্চিত করলো মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৮ মার্চ ঃ এ যেন এক বৃত্তের সম্পূর্ণ হওয়া। ডুবন্ত জাহাজকে রক্ষা করতে শেষ পর্যন্ত সেই জাহাজের 'ক্যাপ্টেন' হয়ে হাল ধরলেন বহু বছর আগে সেই জাহাজ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়া ক্যাপ্টেন। রাজ্য রাজনীতিতে এক সময় মুর্শিদাবাদ জেলা বললেই সকলের চোখের সামনে ভেসে উঠতো কংগ্রেস এবং অধীর চৌধুরীর নাম। এমনকি রাজ্যে বাম শাসনকালেও মুর্শিদাবাদ জেলায় বড়সড়ো কোনও আঁচড় কাটতে পারেনি শাসক দল। ২০১১ সালে কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস জোট বেঁধে রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকে ধীরে ধীরে মুর্শিদাবাদ জেলায় কংগ্রেস ক্ষয়িষ্ণু শক্তিতে পরিণত হয়েছে। যে অধীর চৌধুরীর ডাকে এক সময় হাজার হাজার লোক জড়ো হতেন সেই মুর্শিদাবাদ জেলাতেই এখন আর কংগ্রেসের হাতে কোনও বিধায়ক এমনকি একক ক্ষমতায় দখল করা কোনও গ্রাম পঞ্চায়েতে পর্যন্ত নেই। রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এবার ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া কংগ্রেস। একদা দেশের সংসদের বিরোধী দলনেতা তথা রেল দপ্তরের প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী অধীর চৌধুরীর হাত ধরে সেই প্রক্রিয়া শুরু করতে চাইছে কংগ্রেস। মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেসের তরফে বুধবার জানানো হয়েছে বহরমপুর কেন্দ্র থেকেই আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছেন অধীর চৌধুরী। সেখানে তাঁকে কড়া টক্কর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত গতবার বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটে জয়ী প্রার্থী সুব্রত মৈত্র কাঞ্চন ও তৃণমূল প্রার্থী তথা বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখার্জি। মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনীতির সঙ্গে ওয়াকিবহাল অনেকেই বলেন, জেলা রাজনীতিতে সুব্রত মৈত্রের উত্থান অধীর চৌধুরীর হাত ধরে বহরমপুর পুরসভার একজন সাধারণ কাউন্সিলর হিসেবে। অধীর চৌধুরীর রাজনৈতিক 'ক্যারিয়ার' যখন মধ্য গগনে সেই সময়ে নাড়ুগোপাল মুখার্জিও তাঁর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। যদিও সেই সময় কংগ্রেসে বড় কোনও পদাধিকারী তিনি ছিলেন না। বহরমপুর পুরসভার এক কর্মী হিসেবে অধীর চৌধুরীর সঙ্গে নাড়ুগোপাল মুখার্জির ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। সেই হিসেবে দেখতে গেলে এবার বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রে মূল লড়াই হতে চলেছে গুরু এবং তাঁর দুই শিষ্যের মধ্যে। নকশাল রাজনীতি ছাড়ার পর বাম জমানায় অধীর চৌধুরীর সঙ্গে আরএসপি- র সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে কংগ্রেসে যোগদান করার পর অধীর চৌধুরী মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে নিজের 'রবিনহুড' ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৯১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে অধীর চৌধুরী নবগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে

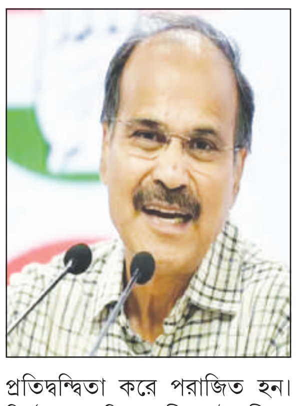

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন। নির্বাচনের দিন অধীর চৌধুরীকে বাঘিরা গ্রামে একটি ঘরের মধ্যে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করার অভিযোগ উঠেছিল বামেদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার পর অধীর শক্তিশালী হয়ে ১৯৯৬ সালে 'পলাতক' অবস্থায় নির্বাচনে লড়ে নবগ্রাম কেন্দ্র থেকেই জয়ী হয়েছিলেন অধীর চৌধুরী। নির্বাচনের সময় 'পলাতক' থাকায় তিনি প্রকাশ্যে এসে প্রচার করতে পারেননি। অধীর চৌধুরীর সমর্থকরা মাইকে করে তাঁর বক্তব্য গ্রামে ঘুরে ঘুরে প্রচার করতেন সেই সময়। ১৯৯৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জেতার তিন বছরের মধ্যে দেশের সংসদীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করার সুযোগ এসে যায় অধীর চৌধুরীর কাছে। এরপর তাঁকে আর ঘুরে তাকাতে হয়নি। অনেকেই বলেন অধীরবাবু হাত ধরেই লোকসভায় যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল প্রণব মুখার্জির। দেশের রেল দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সহ সংসদে বিরোধী দলনেতার ভূমিকাও পালন করেছেন তিনি। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে ইউসুফ পাঠানের কাছে পরাজয়ের আগে একটানা ২৫ বছর বহরমপুরের সাংসদ ছিলেন অধীর চৌধুরী। সূত্রের খবর, কংগ্রেসের সর্বভারতীয় 'সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিটি' ইতিমধ্যেই বহরমপুর কেন্দ্র থেকে অধীর চৌধুরীর প্রার্থী পদে সিলমোহর দিয়েছে। অধীর চৌধুরীর নিজেও এই কমিটির একজন সদস্য। রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভালো ফল করতে মরিয়া কংগ্রেস এবার বামেদের সঙ্গে জোট না করে একাই লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বামেদের তরফ থেকে তাদের প্রথম দফার যে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তাতে এখনও বহরমপুর কেন্দ্রে কাউকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়নি। বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রে অধীর চৌধুরীর সঙ্গে বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসেরই যে মূল লড়াই হবে তা বলাই বাহুল্য। কংগ্রেস সূত্রের খবর মুর্শিদাবাদের পুরনো 'গড়' ফিরে পেতে মরিয়া অধীর চৌধুরী এবার নিজে হাতে জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রের জন্য প্রার্থী ঠিক করেছেন। সম্ভবত আজই 'সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিটি'র নেওয়া সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ঠিক হওয়া প্রার্থী তালিকা এআইসিসি-র তরফ থেকে দিল্লি থেকে ঘোষণা করা হবে। মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেসে মুখপাত্র জয়ন্ত দাস বলেন, পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া বাকি যে সমস্ত রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হচ্ছে সেখানকার প্রার্থী তালিকা এআইসিসি- র তরফ থেকেই ঘোষণা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম অনুসরণ করা হবে। তিনি বলেন, তবে ইতিমধ্যেই একাধিক নাম কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে ঘোরাফেরা করছে। এই নামগুলোর মধ্যে অনেকেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রতীকে লড়াই করবেন। আমরা নিশ্চিত করছি অধীর চৌধুরী বহরমপুর কেন্দ্র থেকেই কংগ্রেসের প্রার্থী হতে চলেছেন। দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর পর বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হতে রাজি হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে অধীর চৌধুরী বলেন, দল চেয়েছে তাই আমি প্রার্থী হতে রাজি হয়েছি। তিনি বলেন, আমার লোকসভা যাওয়ার রাস্তা বহরমপুর দিয়েই শুরু হয়েছে। আমি বহরমপুরকে কখনও ছেড়ে যাইনি। মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেসের প্রয়াত মুখপাত্র খাইরুল খন্দকার, অধীর চৌধুরী যেভাবে জেলা কংগ্রেসকে নেতৃত্ব দিতেন তা দেখে তাঁকে 'ক্যাপ্টেন' বলে ডাকতেন। এখন এটাই দেখার সেই 'ক্যাপ্টেন' কি পারবেন মুর্শিদাবাদে কংগ্রেসের পুরনো গৌরব পুনরুদ্ধার করতে।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে নজিরবিহীন লড়াই- রাজনীতির ময়দানে মুখোমুখি 'মা' ও 'ছেলে'

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ ঃ উত্তরবঙ্গের ডাবগ্রাম- ফুলবাড়ি কেন্দ্র ঘিরে নির্বাচনী উত্তাপ ক্রমেই বাড়ছে। প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর থেকেই শুরু হয়েছে জোরদার প্রচার। তবে এবার এই কেন্দ্রের লড়াই আলাদা মাত্রা পেয়েছে এক অদ্ভুত সম্পর্কের কারণে-রাজনীতির ময়দানে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন 'মা' ও 'ছেলে' । তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এই কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে রঞ্জনশীল শর্মা-কে। অন্যদিকে, বিজেপি ভরসা রেখেছে বর্তমান বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়-এর উপরেই। যদিও তাঁদের মধ্যে কোনও রক্তের সম্পর্ক নেই, দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতায় রঞ্জন শিখাকে 'মা' বলেই সম্বোধন করেন, আর শিখাও তাঁকে নিজের সন্তানের মতোই স্নেহ করেন। রাজনৈতিক মহলে এই সম্পর্ক নতুন নয়। অতীতেও একই পরিবারের সদস্যদের ভিন্ন রাজনৈতিক দলের হয়ে লড়তে দেখা গিয়েছে। তবে এই ক্ষেত্রে আবেগ ও সম্পর্কের গভীরতা বিষয়টিকে আরও ব্যতিক্রমী করে তুলেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, শিখা চট্টোপাধ্যায় একসময় তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় নেত্রী ছিলেন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী না হওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে দলত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দেন। সেই নির্বাচনে তিনি তৃণমূলের প্রার্থী গৌতম দেব-কে পরাজিত করে জয়লাভ করেন। এবারও বিজেপি তাঁকেই প্রার্থী করেছে, আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড়িয়েছেন রঞ্জনশীল। নির্বাচন ঘিরে যখন জল্পনা তুঙ্গে, তখন ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্নও উঠছে। তবে দুই পক্ষই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ব্যক্তিগত আবেগ নয়, রাজনৈতিক আদর্শই এই লড়াইয়ের ভিত্তি। রঞ্জন জানিয়েছেন, শিলিগুড়ি ফিরে 'মা'-এর আশীর্বাদ নিয়েই তিনি প্রচার শুরু করবেন। অন্যদিকে, শিখা চট্টোপাধ্যায়ও বলেছেন, সম্পর্কের মর্যাদা অটুট রেখেই তাঁরা এই রাজনৈতিক লড়াই চালিয়ে যাবেন। শিলিগুড়ি- সহ গোটা উত্তরবঙ্গে এই ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক সমীকরণ ইতিমধ্যেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। এখন দেখার, ভোটের ফলাফলে এই 'মা-ছেলের' সমীকরণ কতটা প্রভাব ফেলতে পারে।

কংক্রিটের জঙ্গলে শিলিগুড়ি যেন 'মিনি অরণ্য', চমকে দিচ্ছে সমীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ ঃ শহর মানেই কংক্রিট, ইট-পাথরের ভিড়-এই ধারণাকেই যেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল শিলিগুড়ির ২০ নম্বর ওয়ার্ডের এক সাম্প্রতিক স্টাডি রিপোর্ট। পরিবেশপ্রেমী সংস্থা 'Solitary Nature and Animal Protection Foundation' এবং ওয়ার্ড কমিটির যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত এই রিপোর্টে উঠে এসেছে এক অন্যরকম গল্প- প্রকৃতি এখনও লড়াই করছে নিজের অস্তিত্ব বাঁচাতে। ২০২৫ সালের অগাস্ট থেকে শুরু হওয়া এই সমীক্ষা যেন শহরের ভিড়ের মধ্যেই এক টুকরো সবুজের সন্ধান দিয়েছে। প্রায় সাত মাস ধরে চলা এই গবেষণায় আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে ওয়ার্ডের প্রতিটি অলিগলি ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক আব্দুর রৌশান আলম, জুলজিস্ট আমিরুল হাসান-সহ একটি বিশেষজ্ঞ দল এই কাজ পরিচালনা করেন। ০.৩৬ স্কয়ার কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত এই সমীক্ষায় ২৭১৬ টি বাড়ি ও প্রায় ১০,৮০০ মানুষের বসবাসের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া গেছে বিস্ময়কর জীববৈচিত্র্য। রিপোর্ট বলছে, এই ছোট্ট এলাকাতেই রয়েছে ৪৭ প্রজাতির পাখি, ১০ ধরনের সরীসৃপ, ৭ প্রজাতির ব্যাঙ, ৯ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং ৩২ প্রজাতির গাছ। এমনকি ২৮ ধরনের প্রজাপতিরও দেখা মিলেছে, যদিও তাদের সংখ্যা কিছুটা কমেছে। ফুলেশ্বরী নদীতেও পাওয়া গেছে আট প্রজাতির মাছ। তবে উদ্বেগের বিষয়-নদীর জলে অক্সিজেনের ঘাটতি এবং দূষণের মাত্রা বেড়ে যাওয়া, যা জলজ প্রাণীদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। স্থানীয় কাউন্সিলর তথা মেয়র পরিষদের সদস্য অভয়া বসু জানান, এই সমীক্ষা শহরের পরিবেশ সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছে। তাঁর কথায়, এই উদ্যোগ আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সমীক্ষার মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে, শহরের মধ্যেও প্রকৃতি এখনও টিকে আছে। তবে ফুলেশ্বরী নদী সংরক্ষণ, গাছ লাগানো - এই বিষয়গুলিতে আরও গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে, আমরা সেই দিকেই এগোব।

দাঁতনে ধান জমিতে ভেঙে পড়ল ড্রোন, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৮ মার্চ ঃ বুধবার সাতসকালেই ড্রোন ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতন ১ নম্বর ব্লকের শরশঙ্কা সংলগ্ন বকুলতলার কাজুচক এলাকায়। এলাকাবাসীদের দাবি, বুধবার ভোরের দিকে এই ড্রোনটি ধানজমিতে ভেঙে পড়ে। খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দাঁতন থানার পুলিশ। ওই ড্রোনটি কার এবং কোথা থেকে এল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ড্রোনটি দেখতে অনেকটা ছোট আকৃতির এরোপ্লেনের মতো হওয়ায় সাধারণ

মানুষের মধ্যে কৌতূহলের পাশাপাশি আতঙ্কও ছড়ায়। ভোরের শান্ত পরিবেশে হঠাৎ এমন অদ্ভুত বস্তু দেখতে পেয়ে এলাকাবাসীরা প্রথমে কিছুটা হতবাক হয়ে পড়েন। ঘটনার খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়তেই আশপাশের গ্রাম থেকে দলে দলে মানুষ সেখানে ভিড় জমাতে শুরু করেন। পরিস্থিতি ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার আগে খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দাঁতন থানার পুলিশ। পুলিশ এসে এলাকাটি ঘিরে ফেলে এবং সাধারণ মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়। স্থানীয়দের দাবি, এর আগে এই অঞ্চলে এত বড় আকারের ড্রোন কখনও দেখা যায়নি। ফলে এটি কোথা থেকে এল এবং কীভাবে ধানক্ষেতে পড়ে গেল, তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অনেকেই এটিকে ঘিরে নানা জল্পনা-কল্পনা করছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডের পাইপ লাইনের কাজ চলছিল। তার সার্ভের জন্য ড্রোন উড়াচ্ছিল কর্তৃপক্ষ। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সেই ড্রোন পড়ে যায়। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হয়, এটি কোনও সংস্থার নজরদারি বা সার্ভের কাজে ব্যবহৃত ড্রোন হতে পারে। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এটি ধানক্ষেতে আছড়ে পড়েছে বলেও মনে করা হচ্ছে। পরবর্তীতে আইওসিএল এর আধিকারিকেরা আসেন। পুলিশের সহযোগিতায় সেই ড্রোন উদ্ধার করা হয়। ভয়ের কিছু নেই বলে জানান হয়েছে পুলিশের তরফে।

পুরাতন মালদায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহলদারি, জোরদার নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৮ মার্চ ঃ আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে মালদা জেলার পুরাতন মালদা পৌরসভা এলাকায় শুরু হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহলদারি। বুধবার সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের টহল দিতে দেখা যায়। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন মালদা থানার পুলিশ আধিকারিকরাও। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতেই এই বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা ও নিরাপত্তার পরিবেশ তৈরি করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। টহল চলাকালীন জওয়ানরা এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের কথাও শোনেন। এদিন পুরাতন মালদার একাধিক ওয়ার্ডে বাহিনীর সক্রিয় উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। হঠাৎ করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর এই টহলে কিছুটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলেও, অধিকাংশ বাসিন্দাই এটিকে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন। তাঁদের মতে, এরফলে নির্বাচনের আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও মজবুত হবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই ধরনের রুট মার্চ ও টহল অব্যাহত থাকবে। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনওরকম খামতি রাখা হবে না বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

উত্তরপাড়ার রাস্তায় নেমে মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন মীনাক্ষী

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১৮ মার্চ ঃ নাম ঘোষণার পর থেকেই, উত্তরপাড়ার রাস্তায় নেমে মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন মীনাক্ষী। বামেদের নজর উত্তরপাড়ায়, কারণ দল সেখানে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে হুগলির উত্তরপাড়া কেন্দ্রে রাজনৈতিক উত্তাপ তাই অনেকটাই বেড়েছে। বামেরাও যেন নতুন উদ্যম পাচ্ছেন মীনাক্ষী প্রার্থী হওয়ায়। কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে উত্তরপাড়ার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে জনসংযোগ করছেন। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে দেওয়াল লিখনও। জিততে পারবেন এই কঠিন লড়াই? ভোট ঘোষণার আগেই একাধিকবার উত্তরপাড়ায় দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে, ফলে এলাকায় তাঁর সংগঠনিক প্রস্তুতি আগেই তৈরি করা হচ্ছিল বলেই মনে করছেন অনেকে। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকে সিপিএম প্রার্থী হিসেবে লড়েছিলেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। সেই সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শুভেন্দু অধিকারীর হাইভোল্টেজ লড়াইয়ের মধ্যেও তিনি উল্লেখযোগ্য ভোট পান। এবারের নির্বাচন প্রসঙ্গে মীনাক্ষী বলেন, সেদিনও তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে লড়েছেন, আজও সেই লড়াই চলছে। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে বেকারত্ব, শিক্ষাব্যবস্থা ও নারীর নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু এখনও সমাধান হয়নি। ভোটার তালিকা নিয়েও সরব হয়েছেন।

ইআরডব্লুডব্লুও শিয়ালদহ কর্তৃক আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ উদ্‌যাপন, ৩১ জন নারী কর্মীকে সংবর্ধনা প্রদান

কলকাতা, ১৮ মার্চ ঃ ইস্টার্ন রেলওয়ে উইমেনস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (ERWWO)-এর শিয়ালদহ বিভাগ 'মন্থন', শিয়ালদহ-তে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ উদযাপন করেছে। রেলকর্মীবাহিনীতে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করে নেওয়া এবং তাঁদের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠান চলাকালীন, শিয়ালদহ বিভাগের বিভিন্ন দপ্তরের ৩১ জন নারী কর্মীকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় এবং তাঁদের অসামান্য নিষ্ঠা ও অনুকরণীয় সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ সংবর্ধিত করা হয়। বিভাগের প্রবৃদ্ধি ও পরিচালনগত দক্ষতায় তাঁদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ, প্রত্যেক পুরস্কারপ্রাপ্তকে একটি 'প্রশংসাপত্র' এবং একটি 'স্মারক উপহার' প্রদান করা হয়। পুরস্কারগুলি তুলে দেন ERWWO, শিয়ালদহ-এর সভানেত্রী শ্রীমতি নিধি সাক্সেনা, যিনি এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে শ্রীমতি সাক্সেনা এই অনুষ্ঠানটিকে অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক এবং কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ক্ষমতায়িত নারীরাই একটি প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানের মেরুদণ্ড পাশাপাশি পেশাগত উৎকর্ষের সাথে ব্যক্তিগত দায়িত্বের সফল সমন্বয় ঘটানোর জন্য তিনি পুরস্কারপ্রাপ্তদের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

টিকিটই পাইনি লড়াই করব কি করে ... রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১৮ মার্চ ঃ টিকিট না পেয়ে দুঃখপ্রকাশ প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ

ঘোষের। গতকালই তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হযেছে আর সেই তালিকায় নাম নেই বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ রবীন্দ্রনাথ ঘোষের। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বেশ কিছুদিন আগে যখন তিনি কোচবিহার পৌরসভার পৌরপতির দায়িত্বে ছিলেন সেই সময় তাকে পদত্যাগ করানোর জন্য এক প্রশ্ন নাটক হয় জেলা সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিকের সাথে। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেছিলেন আমাকে উপর থেকে কিছু জানানো হয়নি তাই আমি পদত্যাগ করব না। এরপর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ফোনে তিনি পদত্যাগ করেন। কোচবিহার পৌরসভার পৌরপতির পদ থেকে পদত্যাগ পর থেকেই নাটাবাড়ি কেন্দ্রে রীতিমত চষে বেড়াতে থাকেন তিনি। রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন ওঠে নাটাবাড়ির তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হবেন তিনি সে কারণেই কোচবিহার পৌরসভার পৌরপতির পর থেকে তৃণমূল নেতৃত্ব তাকে পদত্যাগ করিয়েছেন। যদিও নির্বাচনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর হতাশ বর্ষিয়ান এই রাজনীতিবিদ। বুধবার তিনি বলেন - রাজনীতি সবসময় করতেই হবে এমনটা নয় এক সময় তো শেষ করতেই হবে রীতিমতো আফসোসের সুরে বললেন তিনি। কিছু করার নেই দল সব ঠিক করে দুঃখ তো হয়। টিকিটই পাইনি লড়াই করব কি করে। এক প্রকার অবসর ঘোষণা রবীন্দ্রনাথ ঘোষের। এমত অবস্থায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করেছে নাটাবাড়ি কেন্দ্রের শৈলেন বর্মাকে। দীর্ঘদিন ধরেই কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক এবং রবীন্দ্রনাথ ঘোষের ঠান্ডা লড়াই চলছিল। চরমে উঠেছিল গোষ্ঠীকোন্দল। এমত অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ ঘোষের এই মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ইতিমধ্যে তার অনুগামীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় একাধিক বক্তব্য পেশ করছেন। তৃণমূলের জন্ম লগ্ন থেকে থাকা রবীন্দ্রনাথ ঘোষের সমর্থক প্রতিটি বুথে রয়েছেন। এমতাবস্থায় আগামী নির্বাচনে তাহলে কি রবীন্দ্রনাথ ঘোষের অনুগামীরা উল্টো স্রোতে বইবে ? এ প্রশ্নই এখন রাজনৈতিক মহলে সব থেকে বেশি আলোচিত। সূত্রের খবর অনুযায়ী ইতিমধ্যে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের রবীন্দ্রনাথ ঘোষ অনুগামীরা বিরোধীদল বিজেপির সাথে যোগাযোগ করতে শুরু করেছে।

নন্দীগ্রামে ভোটের আগে বিজেপিতে ধাক্কা, তৃণমূলে যোগ দিলেন শাসকদলের প্রার্থীর সহধর্মিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৮ মার্চ ঃ ভোটের আগে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম কেন্দ্র ঘিরে রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মোড়। বিজেপিতে ভাঙন ধরিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন শিউলি কর। তিনি বয়াল ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন এবং স্থানীয় রাজনীতিতে পরিচিত মুখ। এই দলবদলকে ভোটের মুখে বিজেপির জন্য বড় ধাক্কা বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উপস্থিতিতে একদা শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ নেতা পবিত্র কর তৃণমূলে যোগ দেন। তারপরই তাঁর স্ত্রী শিউলি করও বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলের পতাকা হাতে নেন। তমলুক সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুজিত রায়-এর হাত ধরে আনুষ্ঠানিকভাবে দলে যোগ দেন তিনি। দলবদলের পর শিউলি কর জানান, রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজকর্মে শামিল হতেই তিনি তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তাঁর কথায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বে যে উন্নয়ন হয়েছে, তার সঙ্গী হতে চাই বলেই এই সিদ্ধান্ত। এদিকে, নন্দীগ্রাম ইতিমধ্যেই রাজ্যের অন্যতম হাইভোল্টেজ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। বিজেপির তরফে প্রার্থী করা হয়েছে শুভেন্দু অধিকারী-কে। পাল্টা কৌশলে তাঁরই প্রাক্তন ঘনিষ্ঠ পবিত্র করকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এলাকায় পবিত্র করেরও যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে, যা এই লড়াইকে আরও জমজমাট করে তুলতে পারে। উল্লেখযোগ্যভাবে, একসময় শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ হিসেবেই পরিচিত ছিলেন পবিত্র কর। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। তবে কিছুদিনের মধ্যেই সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান। এবার ফের রাজনৈতিক ময়দানে প্রত্যাবর্তন ঘটল তাঁর, তাও সরাসরি তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, নন্দীগ্রামে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মাধ্যমে পবিত্র কর নিজের প্রভাব বিস্তার করেছেন দীর্ঘদিন ধরেই। রামনবমীর মতো উৎসব আয়োজনেও তাঁর সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। ফলে শুভেন্দুর সঙ্গে তাঁর সরাসরি লড়াই যে হাড্ডাহাড্ডি হতে চলেছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এই প্রেক্ষাপটে শিউলি করের দলবদল তৃণমূলের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করবে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। একই সঙ্গে বিজেপির অন্দরে এর প্রভাব কতটা পড়বে, তা নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছে।

দার্জিলিং-কালিম্পঙে নিরাপত্তা ও নজরদারিতে জোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ১৮ মার্চ ঃ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি জেলা দার্জিলিং ও কালিম্পং-এ শুরু হয়েছে জোরদার প্রস্তুতি। নির্বাচন কমিশন এবং জেলা প্রশাসন যৌথভাবে সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট পরিচালনার লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে 'স্পর্শকাতর', 'ক্রিটিক্যাল বুথ' এবং 'শ্যাডো জোন' এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করে সেখানে বাড়তি নজরদারি চালানো হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকাগুলিতে কড়া নজরদারি শুরু হয়েছে। ইন্দো- নেপাল সীমান্ত, ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্ত ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ-বিহার সীমান্ত এবং পশ্চিমবঙ্গ-সিকিম সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে সেনা, আধাসেনা, আয়কর দফতর, বন দফতর ও দমকল বিভাগের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, দার্জিলিং-এ মোট ভোটার সংখ্যা প্রায় ১১ লক্ষ ৪৮ হাজার, যার জন্য ১৪৬৫টি বুথ ও ৫২টি সহায়ক কেন্দ্র রাখা হয়েছে। অন্যদিকে কালিম্পং-এ ভোটার সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ১ হাজার, সেখানে ২৯৩টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ভোট পরিচালনার জন্য দার্জিলিঙে ইতিমধ্যেই ৫০ কোম্পানি আধাসেনা মোতায়েন করা হয়েছে, আরও বাহিনী আসার কথা রয়েছে। কালিম্পঙেও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বাহিনী পৌঁছেছে। পাহাড়ি এলাকার ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে ভোট পরিচালনা সবসময়ই চ্যালেঞ্জের। দার্জিলিঙের দুর্গম এলাকা শ্রীখোলা-র একটি বুথে পৌঁছতে ভোটকর্মীদের দু'দিন আগে রওনা দিতে হবে। তবে কালিম্পঙে এ বার তেমন কোনও দুর্গম বুথ নেই বলে প্রশাসন জানিয়েছে। এ বারও মহিলা পরিচালিত 'পিঙ্ক বুথ'-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যা গতবারের মতোই অপরিবর্তিত থাকছে। পাশাপাশি, ১৯৩টি 'ক্রিটিক্যাল বুথ'-এ বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে, যেখানে গতবার তুলনামূলক কম ভোট পড়েছিল। সেই সব এলাকায় ভোটারদের অংশগ্রহণ বাড়াতে প্রচারে জোর দেওয়া হয়েছে। নেটওয়ার্ক সমস্যাও বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। অনেক জায়গায় মোবাইল ও ইন্টারনেট সংযোগ দুর্বল হওয়ায় ওয়েবকাস্টিংয়ে সমস্যা হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ভিডিও রেকর্ডিং, স্যাটেলাইট ফোন ও আরটি সেট ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই নেটওয়ার্ক পরিষেবা উন্নত করতে অপারেটরদের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে। নির্বাচনী বিধি মেনে জেলায় ৫০ হাজার টাকার বেশি নগদ বহনে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন এলাকায় নাকাতল্লাশি, কুইক রেসপন্স টিম ও মোবাইল টহলদারিও জোরদার করা হয়েছে। সরকারি প্রকল্পের ব্যানার-পোস্টার সরানোর কাজও ইতিমধ্যে শেষ পর্যায়ে। সব মিলিয়ে, পাহাড়ে ভোট ঘিরে প্রশাসনের প্রস্তুতি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। নিরাপত্তা, প্রযুক্তি ও অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই এবার সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করার লক্ষ্য নিয়েছে প্রশাসন।

মনসুন ক্ষতিগ্রস্ত ব্রিজের সুদৃঢ়করণ ও সংরক্ষণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এসসিএল-ইএনজিজি-০৫-২০২৬; তারিখঃ ১৩-০৩-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র. নং. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/করিমগঞ্জ জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে মনসুনে ক্ষতিগ্রস্ত ব্রিজ নং. ৩৭৫, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮৪, ৩৮৭, ৩৯০বি, ৩৯০ডি, ২ কেডি ইত্যাদির সুদৃঢ়করণ ও সংরক্ষণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৪,৮৪,১২,৬১৯.৪৮ টাকা; **বায়নার ধনঃ** ৩,৯২,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৮-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** ও **খুলবে** ০৯-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৮-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), লামডিং, শিলচরে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ই-টেন্ডার নোটিস নং এসটি-পিআরওজে-কেজিপি- এইচডব্লুএইচ- ৬ইআই-আর, তারিখ ১৭.০৩.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/প্রোজেক্ট/ খড়গপুর কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম ঃ** খড়গপুর ডিভিসনে শ্যামচক, বালিচক, হাউর, ভোগপুর, ফুলেশ্বর এবং মৌরীগ্রাম ফ্লাইওভার ব্লক হাট-এ নতুন ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং দ্বারা পুরোনো ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং- এর প্রতিস্থাপনের জন্য ভবন নির্মাণের কাজ ব্যতীত সকল প্রকার এস অ্যান্ড টি-র কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৫৫,৬২,০৬,৪১৪.৭০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,১১,২৪,১০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টায়। **যে ওয়েবসাইটে টেন্ডার প্রকাশিত হয়েছেঃ** www.ireps.gov.in (PR-1319)

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

ডেপুটি সিএমই / মেরামত, চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার-এর পক্ষে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরখপুর-ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও হয়ে-নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করছেনঃ **ক্রমিক নং ১। ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ও কাজের বিবরণঃ টেন্ডার নং-**''৩৩-জিকেপি-এমডব্লুএস-২০২৫-২৬''। কাজের নাম-''জিকেপিএস-এ এলএইচবি কোচসমূহের জন্য কম্পিউটারাইজড ডি.ভি. টেস্ট বেঞ্চ-এর ব্যাপক এএমসি (বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি)-পরিমাণ ১টি-মেয়াদ- ২ বছর।'' আনুমানিক ব্যয় (₹)ঃ ১০,১৪,৮০০ /- বায়না জমা (₹) ঃ ২০,৩০০ /- টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ০৭.০৪.২০২৬ তারিখের সকাল ১১.০০টা পর্যন্ত, টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ শূন্য, চুক্তির মেয়াদঃ ২৪ মাস। উপরোক্ত টেন্ডার সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট **http://www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে।

ডেপুটি সিএমই / মেরামত, গোরখপুর

CPRO/Mech-158

ট্রেনে বিড়ি বা সিগারেট ধূমপান করবেন না

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এলএমজি/ ইএনজিজি/২১ অব ২০২৬; তারিখঃ ১১-০৩-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র. নং. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/ডিমাপুর অধিক্ষেত্রের অধীনে সিএমএস ক্রসিং-এর পুনর্নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,০৬,৯৭,০১০.৬৬ টাকা; **বিড সিকিউরিটিঃ** ২,০৩,৫০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৬-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** ও **খুলবে** ০৭-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৬-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/ওয়ার্কস, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

শ্রী তুলসী অনলাইন ডট কম লিমিটেড

CIN:L99999WB1982PLC035576

রেজি. অফিসঃ ৪, নেতাজি সুভাষ রোড, ১ম তলা, কলকাতা-৭০০ ০০১, টেলিফোনঃ ০৩৩-২২৬২৪৭১৭

ইমেইলঃ **investors@shreetulsionline.com**

ওয়েবসাইটঃ **www.shreetulsionline.com**

ভৌত সিকিউরিটিজ হস্তান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

SEBI-এর ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সার্কুলার নং. HO/38/13/11(2)/2026-MIRSD-POD/I/3750/ 2026 অনুসারে, সকল শেয়ারহোল্ডারকে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর পূর্বে ক্রয় বা বিক্রয়কৃত ভৌত সিকিউরিটিসমূহের হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত-অর্থাৎ এক বছরের জন্য-একটি বিশেষ সুযোগ বা 'উইন্ডো' চালু করা হয়েছে। যেসব হস্তান্তরের অনুরোধ পূর্বে জমা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু নথিপত্র বা কার্যপ্রণালীতে ত্রুটি কিংবা অন্য কোনো কারণে প্রত্যাখ্যাত, ফেরত পাঠানো বা প্রক্রিয়াজাত করা হয়নি, সেই অনুরোধগুলোর ক্ষেত্রেও এই বিশেষ সুযোগটি প্রযোজ্য হবে।

এই বিশেষ সুযোগের আওতায় হস্তান্তরিত সিকিউরিটিসমূহ আবশ্যিকভাবে কেবল 'ডিম্যাট' রূপেই প্রাপকের অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে এবং হস্তান্তরের নিবন্ধন তারিখ থেকে এক বছরের জন্য একটি 'লক-ইন' মেয়াদের অধীনে থাকবে। এই লক-ইন মেয়াদের চলাকালীন, উক্ত সিকিউরিটিসমূহ হস্তান্তর, 'লিয়েন-মার্ক' বা বন্ধক রাখা যাবে না।

যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে, তাঁরা যেন কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্টের (RTA) সাথে যোগাযোগ করেনঃ M/s. Adroit Corporate Services Pvt. Ltd. ঠিকানাঃ ১৯-২০, জাফরভয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, মাকওয়ানা রোড, মারোল নাকা, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বাই-৪০০ ০৫৯। ফোনঃ (০২২) ৪২২৭০৪০০। ইমেইলঃ info@adroitcorporate.com। ওয়েবসাইটঃ www.adroitcorporate.com অথবা কোম্পানির সাথে investors@shreetulsionline.com ঠিকানায় যোগাযোগ করা যেতে পারে।

শেয়ারহোল্ডারদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তাঁদের শেয়ার যদি 'ডিম্যাট' আকারে সংরক্ষিত থাকে, তবে তাঁরা যেন তাঁদের KYC বিবরণী (যার অন্তর্ভুক্ত-PAN, ইমেল আইডি, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ) সংশ্লিষ্ট 'ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট' (DP)-এর নিকট হালনাগাদ করে নেন আর যদি শেয়ারগুলো 'ভৌত' আকারে সংরক্ষিত থাকে, তবে তাঁরা যেন তা সংশ্লিষ্ট RTA-এর নিকট হালনাগাদ করেন।

শ্রী তুলসী অনলাইন ডট কম লিমিটেড-এর পক্ষে

স্বা / -

বিনোদ কুমার বঢ়রা

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও

DIN: 00780848

স্থানঃ কলকাতা

তারিখঃ ১৮ মার্চ, ২০২৬

বিজ্ঞপ্তি

DSP MUTUAL FUND

আসন্ন ইনভেস্টর অ্যাওয়েআরনেস প্রোগ্রাম ('আইএপি')-এর জন্য এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যা ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। আইএপি-র বিবরণ নিম্নরূপ:

দিন ও তারিখ	ঠিকানা	সময়
Thursday, 19th March 2026	Dinabandhu Mancha, Sachin Sarkar Sarani Road, Ward 17, Hakim Para, Darjeeling, West Bengal	7:00 PM

সমস্ত আইএপি সম্বন্ধে আপডেটের জন্য ভিজিট করুন dspim.com/IAP এবং অন্য সমস্ত ডিসক্লোজারের জন্য, ভিজিট করুন dspim.com/IEID. ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা একটি বিনিয়োগকারীর শিক্ষা ও সচেতনতা উদ্যোগ। মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগসমূহ বাজারের ঝুঁকি সাপেক্ষ, যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র যত্ন সহকারে পড়ে নিন।

বুমরাহকে কেন্দ্র করে বড়সড় বদল? নতুন বেতন কাঠামো আনবে বিসিসিআই

মুম্বাই, ১৮ মার্চ ঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের উচ্ছ্বাস এখনও কাটেনি ভারতীয় ক্রিকেটে। তবে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। আগামী একদিনের বিশ্বকাপকে সামনে রেখে খেলোয়াড়দের ফিটনেস, বিশেষ করে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে জোর আলোচনা চলছে। আর সেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন ভারতের প্রধান পেসার জশপ্রীত বুমরাহ। সম্প্রতি বোর্ডের একটি বড় সিদ্ধান্ত-এ ক্যাটেগরি বাতিল- সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে বুমরাহর উপর। এতদিন এই বিশেষ ক্যাটেগরিতে থাকা ক্রিকেটাররা বছরে ৭ কোটি টাকা পেতেন। কিন্তু সেই স্তর তুলে দেওয়ায় এখন বুমরাহ নেমে এসেছেন এ গ্রেডে, যেখানে বার্ষিক বেতন ৫ কোটি টাকা। অর্থা সরাসরি ২ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে ভারতের এই তারকা পেসারের। এই পরিস্থিতিই এখন নতুন করে ভাবাচ্ছে বোর্ডকে। জানা যাচ্ছে, বুমরাহর মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটারের আর্থিক ক্ষতি পূরণ করতে নতুন বেতন কাঠামো আনার কথা ভাবছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। যদিও এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি, তবে অন্দরমহলে আলোচনা জোরদার। আগের বেতন কাঠামো অনুযায়ী, চারটি গ্রেড ছিল-এ, এ, বি এবং সি। এ ক্যাটেগরির ক্রিকেটাররা পেতেন ৭ কোটি টাকা, এ গ্রেডে ৫ কোটি, বি গ্রেডে ৩ কোটি এবং সি গ্রেডে ১ কোটি টাকা। সাধারণত যাঁরা তিনটি ফরম্যাটেই নিয়মিত খেলতেন, তাঁদের এ ক্যাটেগরিতে রাখা হত। একসময় এই তালিকায় ছিলেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবীন্দ্র জাদেজা এবং বুমরাহ। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি বদলেছে। কোহলি, রোহিত এবং জাদেজা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েঃটি থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। ফলে তিন ফরম্যাটে নিয়মিত খেলা একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে এ ক্যাটেগরিতে ছিলেন শুধু বুমরাহ। এই একক অবস্থান থেকেই তৈরি হয় কাঠামোগত অসামঞ্জস্য। বোর্ডের মতে, একজন ক্রিকেটারের জন্য আলাদা করে একটি ক্যাটেগরি রাখা

বাস্তবসম্মত নয়। তাই শেষ পর্যন্ত এ ক্যাটেগরি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে সেই সিদ্ধান্তই এখন নতুন সমস্যার জন্ম দিয়েছে। কারণ, বুমরাহ শুধু দলের অন্যতম সেরা বোলারই নন, বরং তিন ফরম্যাটেই ধারাবাহিক পারফর্ম করা বিরল ক্রিকেটারদের একজন। ওয়ার্কলোডের কারণে তাঁকে মাঝেমধ্যে বিশ্রাম দেওয়া হলেও, বড় ম্যাচে তিনি টিম ম্যানেজমেন্টের প্রথম পছন্দ। বিশেষ করে সদ্য সমাপ্ত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তাঁর পারফরম্যান্স ছিল অসাধারণ। ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে বারবার দলকে সাফল্য এনে দিয়েছেন তিনি। তাই বোর্ডও চাইছে না, তাঁর মতো ক্রিকেটারের আর্থিক মূল্যায়নে কোনও ঘাটতি থাকুক। বোর্ডের এক সূত্র জানিয়েছে, আমরা এমন কোনও ব্যবস্থা চাই না, যাতে বুমরাহর মতো ক্রিকেটারের বেতন কমে যায়। কীভাবে তাঁকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায়, তা নিয়ে আলোচনা চলছে। শুধু বুমরাহ নয়, আরও কয়েকজন ক্রিকেটার আছেন, যারা ভালো পারফর্ম করেও তুলনামূলক কম পারিশ্রমিক পাচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে উঠে আসছে আরও কয়েকটি নাম। যেমন অক্ষর প্যাটেল, যিনি আগে বি গ্রেডে থেকে ৩ কোটি টাকা পেতেন, এখন তাঁর আয় নেমে এসেছে ১ কোটিতে। একইভাবে কেএল রাহুল, হার্দিক পাণ্ডিয়া, ঋষভ পন্থ এবং মহম্মদ সিরাজ-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটাররাও বর্তমান কাঠামোয় বি গ্রেডে রয়েছেন। ফলে বোর্ড এখন এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ কাঠামো তৈরি করতে চাইছে, যেখানে পারফরম্যান্স, ফরম্যাট অনুযায়ী অবদান এবং দলের প্রয়োজন- সবকিছুর ভিত্তিতে বেতন নির্ধারণ করা হবে। এছাড়া বুমরাহর ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টও বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিন ফরম্যাটেই খেলার কারণে তাঁর ওপর চাপ অনেক বেশি। তাই তাঁকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার পাশাপাশি আর্থিকভাবে সন্তুষ্ট রাখাও বোর্ডের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সব মিলিয়ে, ভারতীয় ক্রিকেটে এক ব। পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে। বেতন কাঠামোয় এই সম্ভাব্য বদল শুধু বুমরাহর জন্য নয়, ভবিষ্যতে পুরো দলের জন্যই নতুন দিশা দেখাতে পারে। এখন দেখার বিষয়, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড কবে আনুষ্ঠানিকভাবে এই নতুন কাঠামো ঘোষণা করে এবং তাতে ঠিক কী কী পরিবর্তন আনা হয়। তবে এটুকু নিশ্চিত-ভারতীয় ক্রিকেটে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও বড় সিদ্ধান্তের পথে এগোচ্ছে বোর্ড।

ধোনিকে নিয়ে বিস্ফোরক এবি ডে'ভিলিয়ার্স - 'দায়িত্ব নিয়ে খেলুক, না হলে সরে দাঁড়ানোই ভালো'

১৮ মার্চ ঃ মহেন্দ্র সিং ধোনির আইপিএল ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা যেন প্রতি বছরই নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বয়স ৪৪ পেরোলেও তাঁর জনপ্রিয়তা বা প্রভাব একটুও কমেনি। তবু প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে-এটাই কি তাঁর শেষ আইপিএল? ক্রিকেটবিশ্বের এক বড় অংশ এখনও সেই উত্তর খুঁজছে। এই আবহেই ধোনিকে নিয়ে সরাসরি এবং কিছুটা কঠোর মন্তব্য করলেন দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি ব্যাটার এবি ডে'ভিলিয়ার্স। চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গে মহেন্দ্র সিং ধোনি-র সম্পর্ক নিছক একজন ক্রিকেটারের চেয়ে অনেক বেশি। তিনি এই ফ্র্যাঞ্চাইজির মুখ, পরিচয় এবং ইতিহাসের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভূমিকায় পরিবর্তন এসেছে। একসময় দলের ' কুল' হিসেবে যিনি মাঠ কাঁপাতেন, এখন তিনি আর নিয়মিত অধিনায়ক নন। দলের নেতৃত্ব বর্তমানে তরুণ রুতুরাজ গায়কোয়াড-এর হাতে। যদিও চোটের কারণে রুতুরাজ ছিটকে গেলে আবারও দায়িত্ব নিতে হয়েছিল ধোনিকেই। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখলে, এখন তিনি দলের একজন অভিজ্ঞ সিনিয়র সদস্য মাত্র। ব্যাটিং অর্ডারেও তাঁর অবস্থান নেমে গেছে অনেক নিচে-প্রায় আট বা নয় নম্বরে। এই পরিবর্তিত ভূমিকাই প্রশ্ন তুলেছে ডে'ভিলিয়ার্সের মনে। তাঁর মতে, শুধুমাত্র ' ভ্যালু'-র কারণে ধোনিকে দলে রাখা উচিত নয়। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ধোনি এবং সিএসকে-দু'টো একে অপরের পরিপূরক, এটা ঠিক। কিন্তু গত কয়েক বছরে আমার মনে হয়েছে, হয়তো ব্র্যান্ডের কথা ভেবেই ওকে দলে রাখা হচ্ছে। ডে'ভিলিয়ার্সের বক্তব্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ধোনির ব্যাটিং পজিশন নিয়ে তাঁর আপত্তি। তিনি মনে করেন, ধোনির মতো একজন কিংবদন্তি ক্রিকেটারের আট বা নয় নম্বরে নামা দল এবং দর্শক-দু'পক্ষের কাছেই হতাশাজনক। আমরা জানি ব্যাটার ধোনি কী করতে পারে। তাই যদি ও অধিনায়কত্ব না করে, তাহলে এত নিচে ব্যাট করতে নামার কোনও মানে হয় না,-মন্তব্য তাঁর। তিনি আরও যোগ করেন, দলে থাকতে হলে ধোনিকে অন্তত ছ'নম্বরে ব্যাট

করতে হবে। প্রয়োজনে চার বা পাঁচ নম্বরেও নামা উচিত। কঠিন পরিস্থিতিতে দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষমতা ওর আছে, সেটা ব্যবহার করা দরকার। ধোনির উত্তরসূরি নিয়ে আলোচনাও নতুন নয়। গত কয়েক বছরে সিএসকে একাধিকবার সেই চেষ্টা করেছে। রবীন্দ্র জাদেজা-কে অধিনায়ক করা হয়েছিল, কিন্তু সেই পরীক্ষায় সফলতা আসেনি। ফলে আবার ধোনিকেই নেতৃত্বে ফিরতে হয়। বর্তমানে রুতুরাজ গায়কোয়াডকে ভবিষ্যতের নেতা হিসেবে গ।ে তোলার চেষ্টা চলছে। তবে ডে'ভিলিয়ার্স অন্য এক নাম সামনে এনেছেন-সঞ্জু স্যামসন। তাঁর মতে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্যামসনই হতে পারেন ধোনির যোগ্য উত্তরসূরি। আমার মতে, এই মুহূর্তে সঞ্জুই সবচেয়ে উপযুক্ত। ধোনি এতদিন ধরে দলকে এগিয়ে নিয়ে গেছে প্রকৃত উত্তরসূরির অপেক্ষায়,- বলেছেন তিনি।

ডে'ভিলিয়ার্সের এই মন্তব্যে একটা বিষয় স্পষ্ট-তিনি ধোনির প্রতি অসম্মান দেখাননি, বরং তাঁর সামর্থ্যের প্রতি আস্থা রেখেই আরও বড় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যের মূল সুর হলো, যদি ধোনি খেলেন, তাহলে তাঁকে ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সামনে এসে দায়িত্ব নিতে হবে। ধোনির ক্যারিয়ার এমনিতেই কিংবদন্তির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি শুধু আইপিএলেই খেলছেন। বছরে মাত্র কয়েক মাস তাঁকে মাঠে দেখা যায়, কিন্তু সেই সময়টুকুতেই তিনি কোটি কোটি ভক্তের হৃদয়ে জায়গা করে নেন। তবুও বাস্তবতা হলো-সময় কারও জন্য থেমে থাকে না। বয়স, ফিটনেস এবং দলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা-সব কিছু মিলিয়ে ধোনির ভূমিকা নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। তিনি কি নিজেকে নতুনভাবে মেলে ধরবেন? নাকি ধীরে ধীরে সরে দা।ানোর সিদ্ধান্ত নেবেন? এই প্রশ্নের উত্তর আপাতত ভবিষ্যতের হাতে। তবে একটা কথা নিশ্চিত- ধোনি যাই সিদ্ধান্ত নিন, তা ভারতীয় ক্রিকেট এবং আইপিএলের ইতিহাসে ব। প্রভাব ফেলবে। আর সেই কারণেই তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ এত গুরুত্ব পায়। ডে'ভিলিয়ার্সের মন্তব্য সেই আলোচনাকে আরও উস্কে দিল। এখন দেখার, ধোনি মাঠে কীভাবে সেই জবাব দেন-ব্যাট হাতে, নাকি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে।

২৩ মার্চ মুখোমুখি ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৮ মার্চ ঃ আইএসএলে বহুল প্রতীক্ষিত কলকাতা ডার্বি অবশেষে পিছিয়ে গেল। ইস্টবেঙ্গল বনাম মহামেডান ম্যাচটি প্রথমে ২১ মার্চ হওয়ার কথা থাকলেও, পবিত্র ইদ-উল-ফিতর উপলক্ষে প্রশাসনিক কারণে তা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ২৩ মার্চে। ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে, শুরু সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে। এই পরিবর্তনের ফলে দুই দলই কিছুটা অতিরিক্ত সময় পেল নিজেদের প্রস্তুতি ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য। বর্তমানে লিগ টেবিলে তুলনামূলক ভালো জায়গায় রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। পাঁচ ম্যাচে দু'টি জয়, একটি ড্র এবং দু'টি হার নিয়ে তারা রয়েছে তৃতীয় স্থানে। অন্যদিকে, চার ম্যাচ খেলেও এখনও পয়েঃটের মুখ দেখেনি মহামেডান, ফলে তারা রয়েছে তালিকার একেবারে নিচে। এই ম্যাচ দুই দলের কাছেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জয় পেলে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে পারে উভয় শিবিরই। বিশেষ করে ইস্টবেঙ্গলের কোচ অস্কার ব্রুজো-র উপর বা।তি চাপ রয়েছে। সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ভালো না হওয়ায় সমর্থকদের ক্ষোভও বাড়ছে। এমনকি তাঁকে ' ব্যাক' স্লোগানও শুনতে হয়েছে। তবে দলকে ঘুরে দাঁড় করাতে মরিয়া ব্রুজো। অন্যদিকে, মহামেডানের কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু-ও চাইছেন এই ম্যাচ থেকেই ঘুরে দাঁড়াতে। ডার্বি ম্যাচে জয়ের থেকে ভালো প্রেরণা আর কিছু হতে পারে না। সব মিলিয়ে, দিন বদলালেও উত্তেজনা একটুও কমেনি। বরং বাড়তি সময় পেয়ে দুই দলই আরও প্রস্তুত হয়ে মাঠে নামবে-যেখানে লড়াই শুধু তিন পয়েন্টের নয়, সম্মান ও সমর্থকদের আবেগেরও।

ফাইনালের দু'মাস পর চরম নাটক-সেনেগালের কাছ থেকে শিরোপা কেড়ে মরক্কোকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা, তোলপাড় আফ্রিকান ফুটবল

মরক্কো, ১৮ মার্চ ঃ আফ্রিকান ফুটবলে এমন ঘটনা বিরল-বরং অভূতপূর্ব বললেও অত্যুক্তি হয় না। ফাইনাল শেষ, চ্যাম্পিয়ন উদযাপনও হয়ে গেছে, সময় কেটে গিয়েছে প্রায় দু'মাস। হঠাৎ করেই বদলে গেল সব হিসেব। সেনেগাল জাতীয় ফুটবল দল-এর কাছ থেকে শিরোপা কেড়ে নিয়ে নতুন করে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হলো মরক্কো জাতীয় ফুটবল দল-কে। এই সিদ্ধান্তে প্রবল বিতর্ক তৈরি হয়েছে গোটা আফ্রিকান ফুটবল মহলে। ঘটনার সূত্রপাত চলতি বছরের ১৮ জানুয়ারি, আফ্রিকান কাপ অফ নেশনসের ফাইনালে। সেই ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল সেনেগাল ও মরক্কো। উত্তেজনাপূর্ণ লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত সময়ে গোল করে জয় পায় সেনেগাল। অধিনায়ক সাদিও মানে-র নেতৃত্বে দলটি শিরোপা জেতে এবং উদযাপনে মেতে ওঠে গোটা দেশ। কিন্তু ম্যাচটি ছিল বিতর্কে ভরা। অতিরিক্ত সময়ের এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে মরক্কো একটি পেনাল্টি পায়। সেই সিদ্ধান্ত নিয়েই আপত্তি তোলে সেনেগাল। তাদের দাবি ছিল, ওই ঘটনার আগে তাদের খেলোয়াড়কে ফাউল করা হয়েছিল, ফলে পেনাল্টি দেওয়া অন্যায্য। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সেনেগালের কোচ পাপে দিয়াউ দলকে মাঠ থেকে তুলে নেওয়ার নির্দেশ দেন। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে বেশিরভাগ খেলোয়াড় ড্রেসিংরুমে ফিরে যান। যদিও পরে অধিনায়ক সাদিও মানের হস্তক্ষেপে দল আবার মাঠে ফেরে। পেনাল্টিটি নিতে এগিয়ে আসেন মরক্কোর তারকা ব্রাহিম দিয়াজ, কিন্তু তিনি সুযোগটি কাজে লাগাতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত সময়েই গোল করে ম্যাচ জিতে নেয় সেনেগাল এবং চ্যাম্পিয়ন হয়। ঘটনা তখনই থেমে যায়নি। ম্যাচ-পরবর্তী সময়ে বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ জমা পড়ে কনফেডারেশন অফ আফ্রিকান ফুটবল-এর কাছে। মরক্কো ফুটবল সংস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে আপিল করে, অভিযোগ জানায় যে ম্যাচ চলাকালীন সেনেগালের দল মাঠ ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়মবিরুদ্ধ। প্রাথমিক তদন্তে দুই দলের কয়েকজন খেলোয়াড়কে জরিমানা করা হয়, কিন্তু ম্যাচের ফলাফল অপরিবর্তিত রাখা হয়। ফলে সেনেগালই চ্যাম্পিয়ন হিসেবে বহাল থাকে-কমপক্ষে তখন পর্যন্ত। কিন্তু দু'মাস পর আচমকাই নাটকীয় মোড় নেয় পুরো ঘটনাপ্রবাহ। পুনর্বিবেচনার পর CAF জানায়, রেফারির অনুমতি ছাড়া মাঠ ছেড়ে যাওয়া বা দল তুলে নেওয়ার চেষ্টা গুরুতর নিয়মভঙ্গ। নিয়ম অনুযায়ী, এমন আচরণ ম্যাচে পরাজয়ের সমতুল্য এবং সংশ্লিষ্ট দলকে প্রতিযোগিতা থেকে বহিষ্কারও করা যেতে পারে। এই যুক্তির ভিত্তিতে সেনেগালকে কার্যত অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। ফলে ফাইনালের ফলাফল বাতিল করে মরক্কোকে ৩-০ ব্যবধানে জয়ী ।

কাবুলে ভয়াবহ হামলার পর ক্ষোভে ফুঁসছে আফগান ক্রিকেট- পাকিস্তানকে কড়া হুঁশিয়ারি, ভারতের সমর্থন চাইলেন গজনফার

কাবুল,১৮ মার্চ ঃ কাবুলে সাম্প্রতিক ভয়াবহ হামলার ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠেছে আফগানিস্তান। একটি হাসপাতালে নৃশংস আক্রমণে শতাধিক মানুষের মৃত্যু এবং বহু মানুষের আহত হওয়ার খবর সামনে আসতেই ক্ষোভে ফেটে প।ছেন দেশের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ক্রী।জগতের তারকারাও। বিশেষ করে আফগান ক্রিকেটারদের মধ্যে এই ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরব হয়ে এবার ক।া বার্তা দিলেন তরুণ আফগান স্পিনার আল্লা গজনফার। সূত্র অনুযায়ী, সোমবার গভীর রাতে কাবুলের একটি হাসপাতালে ভয়াবহ হামলা চালানো হয়। বিস্ফোরণ ও আগুনে হাসপাতালের ব। অংশ ধ্বংস হয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছ।িয়ে প।ে চারদিকে। বহু নিরীহ মানুষ প্রাণ হারান, আরও অনেকে গুরুতর আহত হন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছ।িয়ে প।া ছবি ও ভিডিওতে ধ্বংসস্তূপ, আগুন এবং আর্তনাদের যে চিত্র সামনে এসেছে, তা শিউরে ওঠার মতো। এই ঘটনার পর পাকিস্তানের দিকে আঙুল তুলেছে আফগানিস্তানের একাংশ। যদিও পাকিস্তান আনুষ্ঠানিকভাবে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে, তবুও আফগানিস্তানের ক্রী।মহলে ক্ষোভ থামেনি। দেশের অন্যতম তারকা ক্রিকেটার রশিদ খান, অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার মহম্মদ নবি এবং পেসার নবীন উল হক-প্রত্যেকেই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এই হামলার তীব্র নিঃদা জানিয়েছেন। এই আবহেই আরও সরাসরি এবং ক।া অবস্থান নিলেন আল্লা গজনফার। এক সাক্ষাকারে তিনি বলেন, যে মানুষগুলোর চিকিসার জন্য ন্যূনতম সামর্থ্য নেই, তাদের উপর এভাবে হামলা চালানো মানবিকতার পরিপন্থী। হাসপাতালের মতো জায়গায় আক্রমণ-এটা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।তাঁর কথায় স্পষ্ট ক্ষোভ এবং হতাশা-আমি বুঝতে পারছি না, তারা কী প্রমাণ করতে চাইছে। সাধারণ, অসহায় মানুষদের হত্যা করে কোনও শক্তি প্রদর্শন হয় না। এটা শুধু বর্বরতা। এরপরই পাকিস্তানের উদ্দেশে সরাসরি হুঁশিয়ারি দেন এই তরুণ ক্রিকেটার। তিনি বলেন, আফগানিস্তানের ইতিহাস সবাই জানে। যদি সেই ইতিহাস আবার ফিরে আসে, তাহলে সেটা পাকিস্তানের জন্য মোটেও ভালো হবে না। তাঁর এই মন্তব্যে অতীতের সংঘাত ও প্রতিরোধের ইঙ্গিত স্পষ্ট। তবে শুধু প্রতিবাদেই থেমে থাকেননি গজনফার। তিনি আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করারও চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে ভারতের কাছে সমর্থন চেয়েছেন তিনি। ভারত আমাদের খুব ভালো বন্ধু। আমরা চাই, তারা এই বিষয়ে কথা বলুক এবং আমাদের পাশে দা।াক। তাহলে হয়তো ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা রোধ করা সম্ভব হবে,-বলেছেন তিনি। শুধু ভারত নয়, বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোকেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন গজনফার। তাঁর মতে, বর্তমান বিশ্বে যখন নানা সংকট চলছে, তখন নিরীহ মানুষের ওপর এভাবে হামলা আরও অগ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। এই ধরনের ঘটনা কোনও সভ্য সমাজে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না,-স্পষ্ট বার্তা তাঁর। এটাই প্রথম নয়, যখন আফগানিস্তানের ক্রিকেটাররা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরব হলেন। গত বছরও সীমান্তবর্তী অঞ্চলে হামলার ঘটনায় তিনজন তরুণ আফগান ক্রিকেটারের মৃত্যু হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে একজন জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার দোরগো।ায় ছিলেন, বাকিরাও দেশের ক্রিকেট মহলে পরিচিত নাম। সেই সময়ও রশিদ খান-রা প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। শুধু কথাতেই নয়, কাজেও প্রতিবাদ দেখিয়েছিল আফগানিস্তান ক্রিকেট।

পাকিস্তানি ক্রিকেটার বিতর্কে রোহিত কি সত্যিই সানরাইজার্সকে বয়কট করলেন?

১৮ মার্চ ঃ আইপিএল ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্ক নতুন নয়, তবে এবার যে গুঞ্জন ছ।িয়েছে তা বেশ চাঞ্চল্য তৈরি করেছে ক্রিকেটমহলে। পাকিস্তানি স্পিনারকে দলে নেওয়াকে কেন্দ্র করে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-কে নাকি বয়কট করেছেন রোহিত শর্মা এবং তাঁর ফ্র্যাঞ্চাইজি মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-এমন দাবিই ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। কিন্তু এই দাবি কতটা সত্যি? পুরো বিতর্কের সূত্রপাত ইংল্যান্ডের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ দ্য হান্ড্রেড-এর নিলাম থেকে। সেখানে সান গ্রুপের মালিকানাধীন দল সানরাইজার্স লিডস পাকিস্তানের স্পিনার আবরার আহমেদ-কে দলে নেয়। এই সিদ্ধান্তের পর থেকেই একাংশ সমর্থকের মধ্যে ক্ষোভ দেখা যায়। বিশেষ করে ভারতীয় মালিকানাধীন কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি কেন পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে দলে নিল-এই প্রশ্ন উঠতে থাকে। এমনকি ভারতের কিংবদন্তি ব্যাটার সুনীল গাভাসকর-ও এই বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন বলে জানা যায়। এই পরিস্থিতিতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে নতুন দাবি। বলা হয়, প্রতিবাদ হিসেবে রোহিত শর্মা এবং মুম্বই ইন্ডিয়ান্স নাকি সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ' করে দিয়েছে। প্রমাণ হিসেবে কিছু স্ক্রিনশটও ভাইরাল হয়, যেখানে দেখা যায় রোহিতের ফলো লিস্টে নেই সানরাইজার্স। তবে বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। তথ্য যাচাই করে দেখা যায়, রোহিত শর্মা ইন্সটাগ্রামে মোটামুটি সীমিত সংখ্যক অ্যাকাউন্টকেই অনুসরণ করেন। তিনি মূলত ব্যক্তিগতভাবে যাঁদের চেনেন বা নিজের ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যুক্ত, তাঁদেরই ফলো করেন। ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যে তিনি কেবল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-কেই ফলো করেন। ফলে সানরাইজার্সকে ' করার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ তিনি আগে থেকেই তাদের ফলো করতেন না। একইভাবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট সম্পর্কেও যে দাবি করা হয়েছে, সেটিও বিভ্রান্তিকর। কোনও আনুষ্ঠানিক বা নির্ভরযোগ্য সূত্রে এই ধরনের ' প্রমাণ মেলেনি। অর্থা, পুরো ঘটনাটিই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো একটি ভুয়ো দাবি, যা বাস্তবের সঙ্গে মেলে না। এবার আসা যাক মূল বিতর্কে। দ্য হান্ড্রেড-এর নিলামে সানরাইজার্স লিডস প্রায় ২.৩৪ কোটি টাকায় আবরার আহমেদ-কে দলে নেয়। নিলামের আগে জোর গুঞ্জন ছিল, ভারতীয় মালিকানাধীন দলগুলি হয়তো পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের এড়িয়ে চলবে। যদিও বাস্তবে সেই ধারণা পুরোপুরি সত্যি হয়নি। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়ে দলটি। তবে দলের কোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরি স্পষ্ট করে জানান, এটি সম্পূর্ণ ক্রিকেটীয় সিদ্ধান্ত। তাঁর কথায়, আমরা আদিল রশিদকে পাইনি। দলে একজন মানসম্মত স্পিনার দরকার ছিল, তাই আবরারকে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বা জাতীয়তার বিষয় নয়, বরং সম্পূর্ণরূপে প্রয়োজন এবং কৌশলই গুরুত্ব পেয়েছে বলে দাবি দলের ম্যানেজমেন্টের। এই ঘটনাটি আবারও দেখিয়ে দিল, সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে কোনও খবর কত দ্রুত ছ।িয়ে প।তে পারে-তা সত্য হোক বা মিথ্যা। বিশেষ করে জনপ্রিয় ক্রিকেটারদের নাম জড়িয়ে গেলে সেই গুজব আরও দ্রুত ভাইরাল হয়।

ভিনিসিয়াসের জোড়া আঘাতে সিটির ধ্বংস, কোয়ার্টার ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদ-দাপট দেখাল পিএসজি ও আর্সেনাল

১৮ মার্চ ঃ ইউরোপের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ক্লাব প্রতিযোগিতা উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-এ আবারও নিজেদের আধিপত্য প্রমাণ করল রিয়াল মাদ্রিদ। ইংল্যান্ডের শক্তিশালী ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটি-কে কার্যত উড়িয়ে দিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিল স্প্যানিশ জায়ান্ট রা। এই জয়ের নায়ক নিঃসন্দেহে ভিনিসিয়াস জুনিয়র, যার জোড়া গোল ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। প্রথম লেগেই ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল রিয়াল মাদ্রিদ। ফলে ফিরতি লেগে সিটির সামনে ছিল কঠিন চ্যালেঞ্জ। তার উপর ম্যাচের শুরুতেই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে পেপ গুয়ার্দিওলার দলের জন্য। ম্যাচের মাত্র ২০ মিনিটের মাথায় লাল কার্ড দেখে মাঠ ছা।তে বাধ্য হন বার্নার্দো সিলভা। দশ জনের সিটিকে তখন রীতিমতো চাপে ফেলে দেয় রিয়াল। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পেনাল্টি থেকে দলকে এগিয়ে দেন ভিনিসিয়াস। যদিও প্রথমার্ধের শেষদিকে আর্লিং হালান্ড গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরান, তবুও সিটির পক্ষে আর ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি নিজেদের হাতে নেয় রিয়াল মাদ্রিদ। শেষ মুহূর্তে আবারও গোল করে নিজের জোড়া পূর্ণ করেন ভিনিসিয়াস এবং নিশ্চিত করেন দলের দাপুটে জয়। দুই লেগ মিলিয়ে ৫-১ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে রিয়াল। অন্যদিকে, চলতি মরশুমে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা পিএসজি আরও একবার তাদের শক্তি দেখাল। ইংল্যান্ডের চেলসি-কে দু'লেগ মিলিয়ে ৮-২ গোলে বিধ্বস্ত করে শেষ আটে জায়গা করে নেয় তারা। প্রথম লেগেই ৫-২ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল ফরাসি ক্লাবটি। ফিরতি লেগেও কোনও রকম দয়া দেখায়নি লুইস এনরিকে-র দল। ম্যাচের শুরুতেই গোলের ঝড় তোলে পিএসজি। মাত্র ৬ মিনিটে গোল করেন খভিচা কাভারাতস্কেলিয়া। এরপর অল্প সময়ের ব্যবধানে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ব্র্যাডলি বারকোলা। দ্বিতীয়ার্ধে আরও একটি গোল করে স্কোরলাইন ৩-০ করেন সেনি মায়ুলু। এই হার চেলসির জন্য লজ্জাজনক রেকর্ড হয়ে থাকল। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে এই প্রথম তারা দু'লেগ মিলিয়ে ৮ গোল হজম করল। নতুন কোচ লিয়াম রোজেনিওর-এর অধীনে এই ভরাডুবির পর দলের ভবিষ্য নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। শোনা যাচ্ছে, তারকা মিডফিল্ডার এনজো ফার্নান্ডেজ-সহ একাধিক ফুটবলার দল ছা।ার কথা ভাবছেন। ইংল্যান্ডের আরেক ক্লাব আর্সেনাল অবশ্য হতাশ করেনি সমর্থকদের। জার্মানির বায়ার লেভারকুসেন-এর বিরুদ্ধে প্রথম লেগ ১-১ গোলে ড্র হয়েছিল। কিন্তু ঘরের মাঠে দাপুটে পারফরম্যান্স করে ২-০ ব্যবধানে জয় তুলে নেয় আর্সেনাল। এই ম্যাচে গোল করেন এবেরেচি এজে এবং ডেক্লান রাইস। মাঝমাঠে রাইসের নিয়ন্ত্রণ এবং আক্রমণে এজের দক্ষতা আর্সেনালকে সহজ জয় এনে দেয়। ফলে তারাও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পৌঁছে যায় শেষ আটে। সবচেয়ে নাটকীয় ম্যাচটি দেখা যায় স্পোর্টিং লিসবন এবং বোডোগ্লিমট-এর ল।াইয়ে। প্রথম লেগে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল নরওয়ের ক্লাব বোডোগ্লিমট। ফলে ফিরতি লেগে লিসবনের সামনে ছিল কঠিন চ্যালেঞ্জ। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তিনটি গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরায় স্পোর্টিং লিসবন। এরপর ম্যাচ গ।ায় অতিরিক্ত সময়ে। সেখানেই নিজেদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আরও দু'টি গোল করে অবিশ্বাস্য কামব্যাক সম্পূর্ণ করে পর্তুগালের ক্লাবটি। শেষ পর্যন্ত ৫-৩ ব্যবধানে জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নেয় তারা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের এবারের আসর ক্রমশ জমে উঠছে। একদিকে রিয়াল মাদ্রিদের মতো অভিজ্ঞ দল, অন্যদিকে পিএসজি-র দুরন্ত ফর্ম, সঙ্গে আর্সেনালের ধারাবাহিকতা এবং স্পোর্টিং লিসবনের ল।াই-সব মিলিয়ে শেষ আটের ল।াই যে আরও উত্তেজনাপূর্ণ হতে চলেছে, তা বলাই যায়। এখন ফুটবলপ্রেমীদের নজর কোয়ার্টার ফাইনালের দিকে। কে এগিয়ে যাবে, কে ছিটকে যাবে- তার উত্তর দেবে মাঠ।

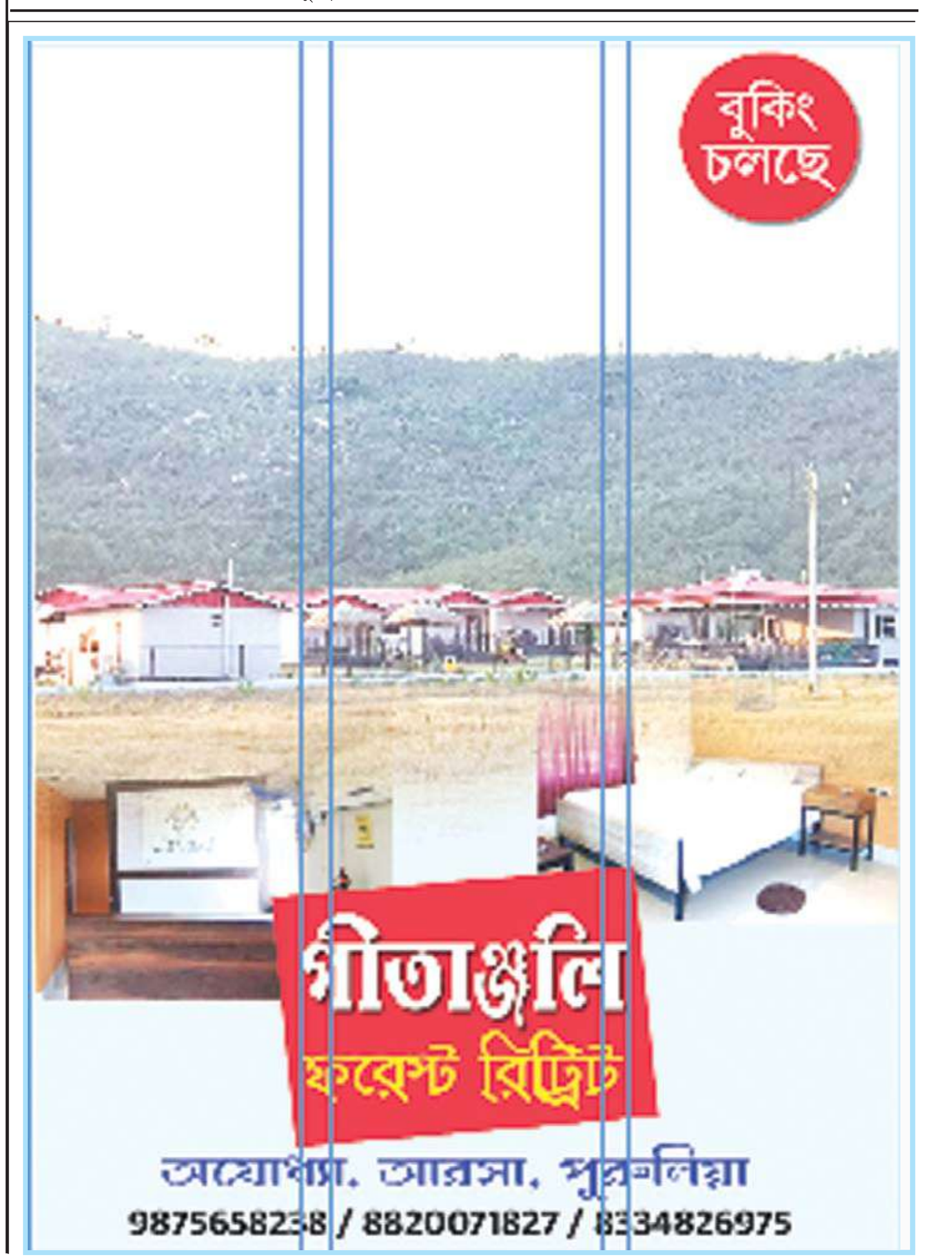

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com